বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩২৮ ॥ ১৮ মার্চ ২০২৫ ॥ ০৪ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৭ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

দেশ বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে: জিএম কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত, মনে হচ্ছে, দেশ একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সামনের দিনগুলো কেমন তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদের। সোমবার (১৭ মার্চ) জাপার বনানী কার্যালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আজকে প্রশংসা করছি, ভুল করলে সমালোচনা করব: হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা ৭ মাসে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য কমিয়ে জনমনে স্বস্তি এনেছেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ। সোমবার (১৭ মার্চ) দুপুরে নিজের ফেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য জানান।

ধর্ষণ শব্দে আপত্তি, সমালোচনার মুখে দুঃখ প্রকাশ ডিএমপি কমিশনারের

স্টাফ রিপোর্টার : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন নিয়ে বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। সোমবার (১৭ মার্চ) ডিএমপি কমিশনারের দুঃখ প্রকাশের বিষয় নিশ্চিত করেন ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

সোমবার রাজধানীর তেজাগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। -পিআইডি

পুলিশকে অবহেলা করে দেশ গড়া যাবে না: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশকে অবহেলা করে দেশ গড়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে বৈঠকের তথ্য জানানো হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে পুলিশের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন অধ্যাপক ইউনূস। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আইন না থাকলে সরকার, গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার কিছুই থাকবে না। আর পুলিশকে অবহেলা করে দেশ গড়া যাবে না। আইন যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি, শৃঙ্খলা যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তাহলে সব যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব। অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে বেশি সময় নেই জানিয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি আরও কমে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। জানুয়ারিতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ। এর আগে গত ডিসেম্বরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, সাম্প্রতিক সময়ের এ প্রবৃদ্ধি যে কোনো সময়ের তুলনায় কম। এর আগে করোনা অতিমারির পর ২০২১ সালের মে মাসে একবার বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশে নেমেছিল। এ ছাড়া বেশির ভাগ সময় প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কের ঘরে ছিল। ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা জানান, উচ্চ সুদহারের কারণে ব্যবসার খরচ বেড়ে যাওয়ায় এখন বিনিয়োগ চাহিদা কম। ডলার সংকট কিছুটা কাটলেও এখনও নানা সমস্যা রয়েছে। আবার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। এর মধ্যে আমানত প্রবৃদ্ধি কমে সাড়ে ৭ শতাংশের নিচে নামায় ব্যাংকগুলোর হাতে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল কম। এ ছাড়া বিদ্যুৎ, গ্যাসের সংকট এখনও কাটেনি। আবার দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর যাদের হাতে টাকা রয়েছে, তাদের অনেকেই পলাতক। সব মিলিয়ে ঋণ প্রবৃদ্ধি ২-এর পাতায় দেখুন

শিগগির তুলাকে কৃষি পণ্য ঘোষণা করা হবে: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, তুলাকে কৃষি পণ্য ঘোষণা করা এবং দেশে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধিতে দুই মাসের মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে সরকার। এ সময় তিনি দেশিও তুলার ওপর আরোপিত ট্যাক্স জরুরিভিত্তিতে প্রত্যাহার করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) আহ্বান জানান। সোমবার (১৭ মার্চ) পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) মিলনায়তনে 'বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে বাংলাদেশ তুলা চাষের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তামাক চাষের কারণে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। তামাক চাষের জমির কিছু অংশে তুলা চাষ করলে কৃষকও লাভবান হবেন, আবার দেশও অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে। তিনি বলেন, দেশের জন্য ভালো তা কোনো গোষ্ঠীর বিপক্ষে গেলেও সেই সিদ্ধান্ত নিতে পিছুপা হবে না ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার। এক্ষেত্রে নীতি সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস ২-এর পাতায় দেখুন

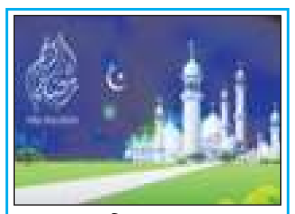

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (১৭)

স্টাফ রিপোর্টার : না জেনে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর খাবার গ্রহণ করার বিধান ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে অথচ আপনি এখনও সাহারীর সময় আছে মনে করে পানাহার করেছেন। এ অবস্থায় আপনার কোন গুনাহ হবে না এবং সাওমের কাজা আদায় করা দরকার হবে না। কেননা কুরআন ও হাদীসের অনেক প্রমানাদি দ্বারা একথা স্পষ্ট যে মানুষের ভুলে যাওয়া ও অবগতি না থাকার কারণে শাস্তি দেয়া হবে না। আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ২-এর পাতায় দেখুন

ঈদযাত্রায় ট্রেনের অগ্রিম টিকিট

প্রথম ৩০ মিনিটে বিক্রি প্রায় ৩১ হাজার টিকিট, হিট দেড় কোটি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৩১ মার্চ পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন ধরে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আন্তঃনগর ট্রেনের আসনের টিকিট অগ্রিম বিক্রি করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। বিশেষ ব্যবস্থায় বিক্রির চতুর্থ দিনে প্রথম ৩০ মিনিটে রেলওয়ে ই-টিকিটিং ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপে মোট দেড় কোটি হিট করেছেন টিকিট প্রত্যাশীরা। এসময় ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্রি হয়েছে প্রায় ৩১ হাজার আসনের টিকিট। সোমবার (১৭ মার্চ) সকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্বশীল সূত্র। আজ বিক্রি হচ্ছে আগামী ২৭ মার্চের টিকিট। তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে, সকাল ৮টা থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয় রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনগুলোর। প্রথম ৩০ মিনিটে বিক্রি হয় পশ্চিমাঞ্চলের ১৩ হাজার ৩৫৩টি। আর সারাদেশে বিক্রি হয় ১৭ হাজার ৪৮১টি। প্রথম ৩০ মিনিটে ঢাকাসহ সারাদেশে মোট টিকিট বিক্রি হয়ে ৩০ হাজার ৮৩৪টি। আরও জানা গেছে, ২৭ মার্চের জন্য ২-এর পাতায় দেখুন

ভারত ও ভিয়েতনাম থেকে এলো ৩৫ হাজার টন চাল

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত ও ভিয়েতনাম থেকে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন চাল নিয়ে দুইটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। এরমধ্যে রয়েছে ভারতের ২২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং ভিয়েতনামের ১২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন আতপ চাল। সোমবার (১৭ মার্চ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার ও জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলামের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ভারত থেকে ২২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল নিয়ে এমভি তানাইস ড্রিম এবং গত ৩ ফেব্রুয়ারি সম্পাদিত জি টু জি চুক্তির আওতায় (২য় চালান) ভিয়েতনাম থেকে ১২ হাজার ৫০ মেট্রিক টন আতপ চাল নিয়ে এমভি হং লিনহ-১ জাহাজ দুটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, ভিয়েতনাম থেকে জি টু জি ভিত্তিতে মোট এক লাখ মেট্রিক টন চাল ২-এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনা ও অপরাধ সংঘটনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে মোটরসাইকেল

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্ঘটনা ও অপরাধ সংঘটনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে মোটরসাইকেল। সামপ্রতিককালে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত অপরাধের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীদের মোটরসাইকেল ব্যবহার করতে দেখা গেছে। কিশোর গ্যাং এবং ছোট-বড় অনেক অপরাধীর অপরাধ কার্যক্রমে দুই চাকার এই বাহনটি অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। শুধু বিভিন্ন অপরাধ সংঘটনই নয়, সড়ক দুর্ঘটনায়ও এ বাহনটি হতাহতের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে। যদিও মোটরসাইকেল ব্যবহার করে ঢাকা মহানগর কিংবা সারা দেশে কী পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে পুলিশের কাছ তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। তবে সংস্থাটির সদস্যরা বলছেন, অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে মোটরসাইকেল ব্যবহারের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। এর কারণ হলো অপরাধ করার পর দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতেই অপরাধীরা এ ধরনের বাহন ব্যবহার করে। পুলিশ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব ২-এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইডের নতুন চেয়ারম্যান বিচারপতি কাজী জিনাত হক

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী জিনাত হককে মনোনীত করেছেন প্রধান বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্টের এক স্মারক থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গত ১৩ মার্চ জাতীয় আইনগত সহায়তা দেওয়া সংস্থার পরিচালক বরাবর পাঠানো স্মারকে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান পদে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী জিনাত হককে মনোনয়ন দিয়েছেন। বিনামূল্যে আইনি সেবা দিতে ২০১৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির অফিসটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। এর আগে গঠন করা হয় সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি। তখন এ কমিটির ২-এর পাতায় দেখুন

১৩ জেলায় মৃদু তাপপ্রবাহ ঢাকায় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ১৩টি জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, যা অব্যাহত থাকতে পারে এবং পাঁচটি বিভাগের দু-একটি স্থানে ঝড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টির ও বিক্ষিপ্ত শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার (১৭ মার্চ) আবহাওয়াবিদ ড. মো. ওমর ফারুকের সই করা ৭২ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই পূর্বাভাসের মধ্যে দুপুরের পর থেকে ঢাকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। চৈত্রের দিনেই ঢাকার কোথাও কোথাও গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাঙামাটি, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও পটুয়াখালীতে তাপপ্রবাহের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিস্তৃত রয়েছে এবং মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান ২-এর পাতায় দেখুন

প্রচন্ড গরমের পর সোমবার বিকিলে রাজধানীতে স্বস্তির বৃষ্টি।

চালের বাজার চড়া, বেড়েছে মশলার দামও

স্টাফ রিপোর্টার : আবারও বেড়েছে চালের দাম। এক মাসের ব্যবধানে প্রকারভেদে কেজিপ্রতি চালের দাম বেড়েছে ১০ থেকে ১৫ টাকা। এ ছাড়া পেঁয়াজ-কাঁচামরিচ কিংবা আদা-রসুনের মতো পণ্য আগের দামে পাওয়া গেলেও আগুন ঝরছে এলাচী ও অন্যান্য মশলাজাত পণ্যে। রাজধানীর কারওয়ান বাজারের বিক্রেতারা বলছেন, গত এক মাসে মিনিকেট ৭০ থেকে বেড়ে ৮৫ টাকা, আটাশ ৫৫ থেকে বেড়ে ৬৫ এবং পাইজাম বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে বেড়ে ৬০ টাকায়। শুধু চাল নয়, বেড়েছে মশলার দামও। প্রতিকেজি এলাচ বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার থেকে বেড়ে ৫ হাজার ২০০ টাকা। তবে, সয়াবিন তেলের সরবরাহ বাড়লেও দাম কমেনি এখনও। এদিকে, শীতকালীন কিছু সবজির দাম কম থাকলেও বেগুন, বরবটি, করলাসহ বিভিন্ন সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী। এ ছাড়া মাছ ও মাংসের দাম গেল ২-এর পাতায় দেখুন

এনআইডি রাখাসহ একগুচ্ছ প্রস্তাব

আপত্তি নয়, ঐকমত্য কমিশনকে মতামত জানিয়েছে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে এনআইডি রাখাসহ একগুচ্ছ প্রস্তাবনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (১৭ মার্চ) নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। ইসি সচিব বলেন, ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি ড. আলী রিয়াজ স্যারকে চিঠি দিয়েছি। চিঠিতে মতামত দেওয়ার কারণ হচ্ছে ইসির ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। খর্ব না হলে তো পাঠাতাম না। কমিশনের ভিন্নমত প্রকাশ করার সুযোগ আছে, সেখানে মতামত দিয়েছি। তিনি বলেন, এনআইডি কার্ডের বিষয়ে আমাদের অভিমত হলো, এনআইডি আমাদের এখানে থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, ২০০৭ সাল থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং স্কিলড করা হয়েছে। তাহলে এটা কেন নেওয়া হবে বরং এটাকে

আরও কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, কলেবরটা কী করে বহুমুখী করা যায়, সেটা করতে হবে। আমরা এখন ১৮৩টি প্রতিষ্ঠানকে সেবা দিচ্ছি, সার্ভিসের উপযোগিতা আছে বলেই তো দেওয়া হচ্ছে। ভোটার ও নির্বাচনি আসন বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, গ্রাম শূন্য হয়ে মানুষ বিদেশে যাচ্ছেন, শহরে আসছেন। এজন্য শহরমুখী হয়ে যাচ্ছে আসন সংখ্যা। এটা না করে জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান, আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিবেচনায় আসন করা উচিত। '৪৮ ঘণ্টার ভেতরে সার্টিফাই করার কথা বলা হয়েছে। আমরা মনে করি এটার দরকার নেই। নির্বাচন সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার সন্তুষ্ট না হয়ে তো ফলাফল দিচ্ছেন না। এটা গেজেট হচ্ছে, এটাই সার্টিফিকেশন। এমন কোনো ম্যাকানিজম ২-এর পাতায় দেখুন

ঈদ ঘিরে সক্রিয় চক্র ৩৮ লাখ টাকার জাল নোটসহ গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ওয়ারীতে অভিযান চালিয়ে ৩৮ লাখ টাকার দেশি জাল নোট ও ৭৭ হাজার ১০০ ভারতীয় রুপির জাল নোটসহ জাল নোট তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগ। এসময় জাল নোট চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. সাইদুর রহমান (৩২) ও মো. মেহেদী হাসান (২৫)। অভিযানের সময় তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ জাল নোট ছাড়াও একটি সিপিইউ, একটি মনিটর, জাল নোট তৈরির প্রিন্টারের আটটি অব্যবহৃত কালি, ১০০ পিস ফয়েল পেপার ২-এর পাতায় দেখুন

টাকার অভাবে ছোট হচ্ছে আসন্ন বাজেটের আকার

গাজীপুর প্রতিনিধি : টাকার অভাবে ছোট হচ্ছে আসন্ন বাজেটের আকার। ফলে আগামী অর্থবছরের বাজেটের আকার চলতি অর্থবছরের বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকারও ছোট হবে। নতুন করে বড় কোনো প্রকল্প নেয়া হবে না। তবে যেসব বড় প্রকল্প আছে, সেগুলোতে অর্থায়ন চলমান থাকবে। মূলত সরকারের আয় কম, শুল্ক-কর আদায় না বাড়া এবং বিদেশি ঋণ পরিশোধে বিপুল অর্থ খরচ হওয়ার প্রেক্ষিতে সরকার আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আকার বড় না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেট ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার। সংশোধন করে সরকার তা সাড়ে ৭ লাখ কোটি টাকার মধ্যে সীমিত রাখার উদ্যোগ নিয়েছে। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের আকার ছিল ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার। সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ৭ লাখ ১৪ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা করা হয়েছিলো। অর্থ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, আসন্ন বাজেটে গ্রামীণ অবকাঠামো খাতে জোর দেয়া হবে। নতুন বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতায় সুবিধাভোগীদের ভাতা কিছুটা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া পূরণের চেষ্টা থাকবে। আর বাজেটের আকার না বাড়লেও সরকারের বেতন-ভাতা, সুদাসলসহ দেশি-বিদেশি ঋণ পরিশোধে খরচ কিছুটা বাড়বে। তবে ওই তুলনায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে খরচ খুব বেশি বাড়ানো হবে না। আবার নানা খাতে ভর্তুকি কমানোও সরকারের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হবে। সূত্র জানায়, আগামী বাজেট টেলিভিশনের পর্দায় উপস্থাপন করবেন অর্থ উপদেষ্টা। মূলত জাতীয় সংসদ না থাকায় রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে এমনভাবে বাজেট ঘোষণা করা হবে। আগামী জুনের প্রথম সপ্তাহে ঘোষণা হবে নতুন বাজেট। প্রচলিত বিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক সরকারের অর্থমন্ত্রীরা সংসদে বাজেট উপস্থাপন করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় না থাকায় বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেয়া ২-এর পাতায় দেখুন

ডিআইজি মোল্যা নজরুল ও এসপি মান্নান সাময়িক বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমিতে সংযুক্ত ডিআইজি মোল্যা নজরুল ইসলাম (সাবেক জিএমপি কমিশনার) ও সিলেট জেলার সাবেক পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সোমবার (১৭ মার্চ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এ বরখাস্তের তথ্য প্রকাশ করা হয়। গতকাল ১৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপন দুটিতে সই করেন সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গত ৯ ফেব্রুয়ারি মামলার পরিপেক্ষিতে ডিআইজি মোল্যা নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। ২-এর পাতায় দেখুন

করোনা টিকার ২২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ সালমানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : করোনাভাইরাসের টিকা কেনার নামে ২২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বেক্সিমকো ফার্মার ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (১৭ মার্চ) সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ভারত থেকে আমদানি করা অক্সফোর্ডঅ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড-১৯ টিকা বিতরণের খরচ দেখানো হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খরচ হয়েছে ১৮ হাজার কোটি টাকা। বাকি ২২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন সালমান এফ রহমান ও তার সিন্ডিকেটের সদস্যরা। অভিযোগটি আমলে নিয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। দুদক জানায়, করোনাভাইরাসের টিকাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ২-এর পাতায় দেখুন

সিআইডির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন গাজী জসীম

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছে গাজী জসীম উদ্দিন। সোমবার (১৭ মার্চ) সিআইডির ফেসবুক পেজে একটি পোস্টের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ১৮ মার্চ ২০২৫ ॥ ০৪ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা

দেশের দীর্ঘতম যমুনা নদীর ওপর নির্মিত রেলসেতুর উদ্বোধন আজ

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে যমুনা নদীর ওপর নির্মিত দেশের দীর্ঘতম যমুনা রেলসেতুর উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আজ (১৮ মার্চ)। এর মধ্য দিয়ে ঢাকার সঙ্গে আরও সহজ হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ। ৫০টি পিলারের ওপর ৪৯টি স্প্যানে নির্মিত ডাবল লেনের এ সেতু দিয়ে মাত্র সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যেই যমুনা অতিক্রম করতে পারবে ট্রেন। অবশ্য, ডাবল লেনের হলেও বর্তমানে শুধু সিঙ্গেল লেন চালু হওয়ায় সেতুটির পুরোপুরি সুফল সহসাই মিলবে না যাত্রীদের। বিষয়টি স্বীকার করে কর্তৃপক্ষ বলছে, নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে ডাবল লেনের রেললাইন তৈরি করা হবে। এর ফলে যোগাযোগ, বাণিজ্য ও অর্থনীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এদিকে সেতুর উদ্বোধন ঘিরে সবরকম প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে রেলপথ বিভাগ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম। কর্মসূচির অনুযায়ী, এদিন যমুনা রেল সেতু পূর্ব ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন থেকে বেলা ১১টা ২০ মিনিটে সিরাজগঞ্জ পশ্চিম প্রান্তে সয়দাবাদ রেলস্টেশন পর্যন্ত উদ্বোধনী ট্রেনে অতিথি ও সংশ্লিষ্টরা যমুনা রেল সেতু পারাপার হবেন। সেখানে ১১টা ৪০ মিনিটে সয়দাবাদ রেল স্টেশনে সংবাদ সম্মেলন করবেন। পরে দুপুর ১২টায় ইব্রাহিমাবাদ রেল স্টেশন পূর্ব প্রান্তে ফেরত আসবেন তারা। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক আফজাল হোসেন বলেন, নবনির্মিত যমুনা রেল সেতু দিয়ে ট্রেন পারাপারে আগের তুলনায় অনেক কম সময় লাগবে। এতে দুই পাড়েই সময় সাশ্রয় হবে। অবশ্য, ডাবল লেনের সুবিধা পেতে হলে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার তানভীরুল ইসলাম বলেন, রেল সেতুতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে রেল সেতুতে পরবর্তীতে রং করার প্রয়োজন হবে না। ৪.৮ কিলোমিটার ডাবল লাইন ডুয়েলগেজ সেতুটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে ঢাকার সঙ্গে সংযুক্ত করবে। এ ব্যাপারে ইব্রাহিমাবাদ রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার শাহীন মিয়া বলেন, সেতু দিয়ে ১২০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচল করতে পারবে। তবে উদ্বোধনের দিন থেকে প্রথম পর্যায়ে সেতু নিয়ে ৯০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচল করবে। এতে সময় লাগবে সাড়ে ৩ মিনিট। এর আগে যমুনা সেতু দিয়ে ট্রেন পাড়ি দিতে ২০ মিনিট সময় লাগতো। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পের নকশা প্রণয়নসহ সেতুর নির্মাণ ব্যয় প্রথমে ৯ হাজার ৭৩৪ কোটি ৭ লাখ টাকা ৭-এর পাতায় দেখুন

লোডশেডিং এড়াতে বিদ্যুৎ বিভাগের পরামর্শ

স্টাফ রিপোর্টার : নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে বা লোডশেডিং এড়াতে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। সোমবার (১৭ মার্চ) সরকারি এক তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায়, আসন্ন গ্রীষ্ম ও সেচ মৌসুম এবং রমজান মাসে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে রাত ১১টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত সেচ পাম্প চালু রাখার অনুরোধ জানিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এছাড়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতে ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই পদ্ধতিতে সেচ কাজ সম্পাদন করার জন্যও বলা হয়েছে। বিবরণী আরও বলা হয়, লোডশেডিং এড়াতে এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার ওপরে রাখাসহ দোকান, শপিং মল, পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে অতিরিক্ত বাতি ব্যবহার ও আলোকসজ্জা পরিহার করতেও অনুরোধ করা হয়েছে। কোনো কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে বিদ্যুৎ বিভাগের হটলাইন ১৬৯৯৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। অপর হটলাইনগুলো হলো : বিদ্যুৎ বিভাগের কন্ট্রোল রুম-০২-৪৭১২০৩০৯, ০১৭৩৯-০০০২৯৩, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১৬২০০, ০১৭০৮-১৪৯৫০২, ০১৭০৮-১৪৯৫০৩, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১৬৮৯৯, ০২-৮৯০০৫৭৫, ০১৭৯২-৬২৩৪৬৭, ডিপিডিসি ১৬১১৬, ডেসকো ১৬১২০, নেসকো ১৬৬০৩

সোমবার ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন আইন উপদেষ্টা ড. আফিস নজরুল। এসময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার দ্রুত বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হচ্ছে: আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : শিশু ধর্ষণ মামলার দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এক বিশেষ সভায় শিশু ধর্ষণ মামলার দ্রুত বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনসহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০২০ এর সংশোধনীর ব্যাপারে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার আইনটি সংশোধন করে গেজেট প্রকাশ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে আইন উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। ব্রিফিংয়ে পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানান, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনীর ব্যাপারে কিছু মতামত পাওয়া গেছে। এগুলো আমরা যাচাই-বাছাই করবো। এরপর আগামী বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এটি আনুমোদন পাবে বলে আশা করছি। উপদেষ্টা আসিফ নজরুল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনীর ব্যাপারে বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে দেখা যায়- মামলার জট লেগে থাকে। কারণ এখানে দুই ধরনের মামলা আসে। এসবের একটা হচ্ছে সম্মতি সাপেক্ষে ধর্ষণের ঘটনা। এ ধরনের মামলা বেশি আসে। এখন থেকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের ঘটনা আলাদা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে, যাতে বিচার প্রক্রিয়া সহজ করা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্মতি ব্যতিরেখে ধর্ষণ, সেটার বিচার ও তদন্তের সময় কমানো হয়েছে। এছাড়া কেবল পুরুষ কর্তৃক না যেকোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণের ঘটনা ধর্ষণের মামলা হিসেবে গণ্য হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।এই আইন সংশোধনীর ব্যাপারে তিনি আরও বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

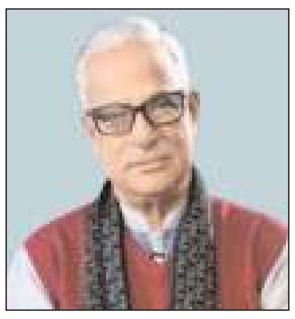

জাতীয় পার্টি জাতীয় বেইমান: ফারুক

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, জাতীয় পার্টি জাতীয় বেইমান। ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে নির্বাচন করতে পারতো না। কিন্তু জাতীয় পার্টি নির্বাচনে যাওয়াতে তারা সে নির্বাচনটা করতে পারে। যদিও অসুস্থ এরশাদকে সিএমএইচ নিয়ে জোর করে নির্বাচনে আনার ব্যবস্থা করা হয়। সোমবার (১৭ মার্চ) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণঐক্য পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের পরে ড. মোহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় এসেছেন। ৭-এর পাতায় দেখুন

দুই আন্দোলনের মধ্যে সরকারের উপদেষ্টারা বিভাজনরেখা তৈরি করছে : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : ফ্যাসিবাদ বিরোধী এবং জুলাই-আগস্ট এই দুই আন্দোলনের মধ্যে সরকারের উপদেষ্টারা বিভাজনরেখা তৈরি করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। গতকাল সোমবার দুপুরে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক সমাবেশে এই অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, জুলাই-আগস্টের যে চূড়ান্ত আন্দোলন এটা তো ১৫ বছরের যে গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল বিএনপির নেতৃত্বে যে আন্দোলন করেছেন তার চূড়ান্ত বহির্প্রকাশ। এই ১৫ বছরের মধ্যে ইলিয়াস নেই, চৌধুরী আলম নেই, সুমন নেই, অদৃশ্য করা হয়েছে এদেরকে কেনো করা হয়েছে। কারণ এরা সোচ্চার ছিল অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন এবং ফ্যাসিবাদ থেকে বাংলাদেশকে মুক্তি ঘটানো। এই কারণে ওরা জীবন দিয়েছে, সেই জীবনের একটা চূড়ান্ত বহির্প্রকাশ দেখলাম শিশু-তরুণ-কিশোররা জুলাই-আগস্টে তারা জীবন দিয়ে শেখ হাসিনাকে বিদায় করেছে। রিজভী বলেন, আমি উপদেষ্টা সাহেবদেরকে বলব যে, আপনারা এই ১৫ বছর ১৬ বছরের আন্দোলন আর জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের মধ্যে বিভাজন রেখা তৈরি করছেন কেনো? এটা তো সব রক্তস্রোত একই সমুদ্রের মোহনায় গিয়ে মিলিত হয়েছে এবং মোহনার এই মিলিত স্রোতেই শেখ হাসিনা আজকে পালিয়ে গেছে।" রিজভী বলেন, আপনাদেরকে (উপদেষ্টাগণ) বলব যে, আপনারা যে ক'দিন আছেন মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করুন। এখন তো মিনিকেট চালের কেজি ৮৫ টাকা এদিকে আপনারা নজর দিন, পাইজাম আর ঝর্ণা চাল একেবারে মোটা চাল সেটার দাম ৫৬/৫৭ টাকা বিআর-২৮ সেটার দাম ৬২/৬৫ টাকা এগুলোর দিকে নজর দিন। বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনুস আপনি প্রধান উপদেষ্টা মানুষের বিশ্বাস আপনার ওপর। আমরা চাই, আপনার হাত দিয়ে একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত হবে। আপনি যে ক'দিন ক্ষমতায় থাকবেন, আপনি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এই ধরনের গভীর বিশ্বাস জনগণের। কিন্তু যদি গড়িমসি হয় তাহলে তো ভিন্ন মাত্রা নেবে। 'ছাত্রদের কি সবক দিচ্ছেন' রিজভী বলেন, আপনারা এক উপদেষ্টা ছাত্রদের বলছে তোমরা যেভাবে তোমরা চালাচ্ছো আমাদেরকে এভাবে পাঁচ বছর চললে পরে দেশ ৭-এর পাতায় দেখুন

যুবদল পরিচয়ে দখল বাণিজ্য করলে আটক করে যে নম্বরে জানাবেন

স্টাফ রিপোর্টার : যুবদল পরিচয়ে কেউ দখল বাণিজ্য করলে অভিযুক্তকে আটক করে তাৎক্ষণিক জানানোর আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল। সোমবার (১৭ মার্চ) সংগঠনটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গুলিস্তানসহ রাজধানীর বিভিন্ন সড়কের ফুটপাত দখল করে এক শ্রেণির দুষ্কৃতকারী জনসাধারণের স্বাভাবিক চলাফেরা বিঘ্নিত করার পাশাপাশি ফুটপাতকেন্দ্রিক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রায়ই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত বিএনপির অন্যতম অঙ্গ সংগঠন হিসেবে যুবদল এসব অবৈধ দখল-বাণিজ্যকেন্দ্রিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছে। 'জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী এ ধরনের কাজে যুবদলের কারও ন্যূনতম সংশ্লিষ্টতা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই অভ্যন্তরীণ তদন্তের মাধ্যমে বহিষ্কারসহ তার বিরুদ্ধে দলীয় ও আইনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের অবৈধ দখল বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় দুষ্কৃতকারী নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ৭-এর পাতায় দেখুন

বরগুনার সেই হিন্দু পরিবারের দায়িত্ব নিলো জামায়াত

বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনায় আলোচিত সেই মন্টু চন্দ্র দাস হত্যার ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। সোমবার (১৭ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টায় বরগুনা শহরের কালিবাড়ি এলাকায় ভুক্তভোগীর বাড়িতে যান তিনি। এ সময় তিনি নিহত মন্টু চন্দ্র দাসের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একান্তে কথা বলেন। জামায়াত আমির ভুক্তভোগী ওই হিন্দু পরিবারের শিশুদের লেখাপড়া ও চিকিৎসার খরচসহ পরিবারের ব্যয়ভার জামায়াতে ইসলামী বহন করবে বলে ঘোষণা দেন। এ ছাড়া ভুক্তভোগী পরিবারের পাশে দাঁড়ানোয় বিএনপিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, বিএনপির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ মামলার অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতে কাজ করবে জামায়াত। পরে বরগুনার টাউন হল মাঠে এক পথসভায় জামায়াতের আমির বলেন, আমরা খুবই ভারাক্রান্ত মনে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা জানেন, এ সদর উপজেলায় গত বুধবার একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। একটা অবুঝ শিশুকে নির্যাতন করা হয়েছিল। বাবা এই নির্যাতনের প্রতিকার চেয়ে মামলা করেছিলেন। এটা ছিল তার নাগরিক অধিকার। কিন্তু নির্যাতনকারী জালেমরা মামলা করার অপরাধে বাবাকে হত্যা করেছে। আমরা এসেছি তাদের দুঃখকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। জামায়াত আমির আরও বলেন, যে ভদ্রলোক খুন হয়েছেন তিনি অতি সাধারণ মানুষ। একটা মুরগির দোকানের কর্মচারী। তার বৃদ্ধ মা আছেন, স্ত্রী ৭-এর পাতায় দেখুন

বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ নিয়ে রিট শুনতে বিব্রত এক বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ-২০২৫ এর চারটি ধারার বৈধতা নিয়ে রিট শুনতে বিব্রতবোধ করেছেন হাইকোর্টের একজন বিচারপতি। আদালত রিটের নথিটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন। গতকাল সোমবার বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, আহসানুল করিম ও আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী। শুনানিতে জয়নুল আবেদীন বলেন, বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ নিয়ে এই রিট বিচারক নিয়োগে কাউন্সিল গঠন বিষয়ে। তখন বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি বলেন, আমি এখানে পক্ষ। কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে সভায় ছিলাম। তাই আবেদনটি শুনতে পারছি না। পরে রিটটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলেন আদালত। এ সময় জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে ৭-এর পাতায় দেখুন

কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে মেট্রোরেল কর্মীদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : মেট্রোরেল কর্মীদের কর্মবিরতির কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার কথা ছিল। তবে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে সকাল থেকে ট্রেন চললেও স্টেশনগুলোতে দায়িত্ব পালন করেননি মেট্রোরেলের কর্মীরা। যার কারণে কর্তৃপক্ষ সকাল থেকে যাত্রীদের বিনা টিকিটে মেট্রো ট্রেন ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়। অবশেষে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বিরতি থেকে সরে এসেছেন মেট্রোরেলের কর্মীরা। এখন তারা প্রতিটি স্টেশনে দায়িত্ব পালন করছেন। সোমবার (১৭ মার্চ) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মেট্রোরেলের একাধিক কর্মী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ ছাড়া ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মোহাম্মদ ইফতিখার হোসেনও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মেট্রোরেল কর্মীরা জানান, রাতে আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল আমরা সকাল থেকে ট্রেন চালাব না। কিন্তু ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) পুলিশ মেট্রোরেলের চার জন কর্মীকে মৌখিক ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় বিচারের দাবিসহ অন্যান্য দাবিতে সোমবার সকালে মেট্রোরেলের স্টাফদের কর্ম বিরতিতে দুর্ভোগের শিকার হন যাত্রীরা। আগারঁও ষ্টেশন থেকে তোলা ছবি।

গাজীপুরে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ১২ কারখানায় ছুটি

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুর মহানগরের ভোগড়া এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ ঘটনায় ১০-১২টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সোমবার (১৭ মার্চ) সকাল পৌনে ১০টার দিকে মীম গার্মেন্টসের শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গত মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ভোগড়া এলাকায় অবস্থিত মীম গার্মেন্টসের শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এছাড়াও আশেপাশের কয়েকটি কারখানায় ঢিল ছুড়ে ও ভাঙচুরের চেষ্টা করে অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ করতে বলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) ওয়াহিদুজ্জামান ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসীদের ভোট নিশ্চিতে প্রক্সি ছাড়া বিকল্প নেই: মো. সানাউল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসীরা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন এজন্য ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর কাছে সহযোগিতা চেয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (১৭ মার্চ) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে ঢাকায় ওআইসিভুক্ত ১০ দেশের মিশন প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, প্রবাসীদের ভোটের আওতায় আনতে মন্দের ভালো খুঁজে বের করতে হবে। প্রস্তাবিত পোস্টাল ব্যালট, অনলাইন ভোটিং এবং প্রক্সি ভোটিং এর মধ্যে প্রক্সি ভোটিং ছাড়া বিকল্প আছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, বর্তমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রবাসী ভোট নিয়ে কথা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে কথা হয়েছে। ইসি বলেন, ১৯ দেশের মধ্যে আজ ১০ দেশের মিশন প্রধান বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চার কমিশনার, ইসি সচিব ও ৭-এর পাতায় দেখুন

ফের রিমান্ডে শাজাহান খান

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর বাড্ডায় রফিকুল ইসলাম হত্যা মামলায় সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। সোমবার (১৭ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ আজহারুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন। এর আগে, এদিন আসামিকে আদালতে উপস্থিত করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে পাঁচদিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ৭-এর পাতায় দেখুন

ঈদে অভ্যন্তরীণ রুটে বিমানের বিশেষ ফ্লাইট

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদযাত্রীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে অভ্যন্তরীণ রুটে ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে বিশেষ ফ্লাইট বাড়িয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এসব বিশেষ ফ্লাইট শিডিউল ফ্লাইটের অতিরিক্ত হিসেবে পরিচালিত হবে। সোমবার (১৭ মার্চ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পোস্টে বলা হয়েছে, ঢাকা-সৈয়দপুর, ঢাকা-রাজশাহী এবং ঢাকা-বরিশাল রুটে বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করবে বিমান বাংলাদেশ ৭-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে রাত ১১টা-সকাল ৭টা সেচ কার্যক্রম চালানোর অনুরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন গ্রীষ্ম ও সেচ মৌসুম এবং রমজান মাসে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে রাত ১১টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত সেচ পাম্প চালু রাখার অনুরোধ জানিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এছাড়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতে ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই পদ্ধতিতে সেচ কাজ সম্পাদন করার জন্য বলা হয়েছে। সোমবার (১৭ মার্চ) সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে এর কথা জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, লোডশেডিং এড়াতে এসি'র তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার ওপরে রাখাসহ দোকান, শপিং মল, পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে অতিরিক্ত বাতি ব্যবহার ও আলোকসজ্জা পরিহার করতেও অনুরোধ করা হয়েছে। কোনো কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে বিদ্যুৎ বিভাগের হটলাইন ১৬৯৯৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। অপর হটলাইনগুলো হলো বিদ্যুৎ বিভাগের কন্ট্রোল রুম-০২-৪৭১২০৩০৯, ০১৭৩৯-০০০২৯৩, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১৬২০০, ০১৭০৮-১৪৯৫০২, ০১৭০৮-১৪৯৫০৩, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১৬৮৯৯, ০২-৮৯০০৫৭৫, ০১৭৯২-৬২৩৪৬৭, ডিপিডিসি ১৬১১৬, ডেসকো ১৬১২০, নেসকো ১৬৬০৩, ওজোপাডিকো হটলাইন ১৬১১৭ ও কন্ট্রোল রুম ০২-৪৭৭৭২৪৪৭২, ০১৭৫৫৫৬৮৭৮১।

এবার উত্তরের ঈদযাত্রা হবে স্বস্তির

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : এবার ভোগান্তির শঙ্কা নেই সিরাজগঞ্জের ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে। ঈদযাত্রায় যমুনা সেতু পশ্চিম মহাসড়কে ঈদের ১০ দিন আগে নির্মিত ১১টি উড়াল সেতুর মধ্যে ৯টি ও হাটিকুমরুল ইন্টারচেঞ্জের সার্ভিস সড়ক খুলে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের চার লেন চালু হওয়ায় সুফল পাবে ঘরমুখী মানুষ। বিগত সময়ে তীব্র যানজট দেখা গেলেও আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখো যাত্রীদের জন্য ঈদযাত্রা ভোগান্তিমুক্ত ও স্বস্তিদায়ক হবে বলে আশা করছে হাইওয়ে পুলিশ এবং সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ। স্বাভাবিক সময়ে যমুনা সেতু হয়ে প্রতিদিন উত্তরের ১৬টি ও দক্ষিণের ৫টি জেলার প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজার যানবাহন পারাপার হয়। ঈদ আসলেই যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। এতে বিপুল ৭-এর পাতায় দেখুন

গাজায় ইসরায়েলের হামলা ১৪ ফিলিস্তিনি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুদ্ধবিরতি চুক্তি সত্ত্বেও প্রায় প্রতিদিনই গাজায় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এসব হামলায় হতাহতের ঘটনাও ঘটছে। রোববার (১৬ মার্চ) গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলায় আরও ১৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৫১ জন। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় পড়ে থাকলেও উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। তাই হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে। এছাড়া গাজা ভূখণ্ডে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আরও ১৫ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে বার্তাসংস্থা আনাদোলুর এক প্রতিবেদন এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোববার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চলমান যুদ্ধবিরতি চুক্তি সত্ত্বেও গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় আরও ১৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্যকর্মীরা গত ২৪ ঘণ্টায় গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে থেকে আরও ১৫ জনের লাশ উদ্ধার করেছেন। সব মিলিয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনে ভূখণ্ডটিতে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৮ হাজার ৫৭২ জনে পৌঁছেছে। এই সংঘাতে এখন পর্যন্ত আহতের সংখ্যা বেড়ে ১ লাখ ১২ হাজার ৩২ জনে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের মতে, গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের নির্বিচারে আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। এছাড়া অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসরায়েল ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। গাজায় গত ১৯ জানুয়ারি থেকে যুদ্ধবিরতি চলছে। তিন পর্যায়ের এই যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যে বন্দি বিনিময় এবং স্থায়ী শান্তি, স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহারের লক্ষ্যমাত্রাও রয়েছে।

শাজাহান খানের ছেলেও চার দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকালে রাজধানীর বাড্ডা থানাধীন এলাকায় রফিকুল ইসলাম হত্যা মামলায় সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের পর এবার তার ছেলে আসিবুর রহমানের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। সোমবার (১৭ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ আজহারুল ইসলাম শুনানি শেষে রিমান্ডের আদেশ দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটের পরিদর্শক শফিউল আলম তার পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। শুনানিকালে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার চার দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। এর আগে একই মামলায় আসিবুর রহমানের বাবা ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

সিআইডির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব

হয়েছে। সিআইডি জানায়, রোববার গাজী জসীম উদ্দিন সিআইডর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। গত ৯ মার্চ সিআইডির প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. মতিউর রহমান শেখকে সিআইডি থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে বদলি করা হয়। এ অবস্থায় নতুন কোনো কর্মকর্তা সিআইডির দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত ডিআইজি গাজী জসীম উদ্দিন এ দায়িত্ব পালন করবেন।

ডিআইজি মোল্যা নজরুল ও এসপি

সেহেতু, ডিআইজি মোল্যা নজরুল ইসলামকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী গত ৯ ফেব্রুয়ারি সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। আরেক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গত ৯ ফেব্রুয়ারি মামলার পরিপেক্ষিতে রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত (সাবেক সিলেট জেলা পুলিশ সুপার) আব্দুল মান্নানকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাকে সিলেট কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। সেহেতু, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নানকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী গত ৯ ফেব্রুয়ারি সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রা প্য হবেন এই দুই কর্মকর্তা। এর আগে, গত ১১ মার্চ গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে থাকায় সরকারি চাকরি থেকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক উপকমিশনার (ডিসি) মো. শহিদুল্লাহ, বাগেরহাট জেলার সাবেক পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত খান ও নোয়াখালীর সাবেক পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

করোনা টিকার ২২ হাজার কোটি

এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল একটি সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটে আরও ছিলেন তৎকালীন স্বাস্থ্যসচিব লোকমান হোসেন, বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের (বিএসআরসি) চেয়ারম্যান মোদাচ্ছের আলী ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব আহমদ কায়কাউস। এই সিন্ডিকেটের শক্তির বলয়েই আটকে যায় বাংলাদেশি টিকা বঙ্গভ্যাক্স। তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছিলেন, কোভিড-১৯ টিকা ক্রয় এবং বিতরণের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই খরচ সর্বোচ্চ ১৮ হাজার কোটি টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। চক্রটি তাদের পকেট ভারী করতেই মূলত বাংলাদেশ আবিষ্কৃত করোনা টিকার অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটিয়ে গড়িমসি করে। সিরাম থেকে সালমান এফ রহমান আলাদা কমিশন নিয়েছেন, যা আর কোনো দেশে ঘটেনি।

ঈদ ঘিরে সক্রিয় চক্র ৩৮ লাখ টাকার

(সিকিউরিটি ফিতা) ও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। সোমবার (১৭ মার্চ) বিষয় নিশ্চিত করেন ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি জানান, ১৬ মার্চ দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে ওয়ারী থানার আর কে মিশন রোডের একটি ভবনের ষষ্ঠ তলায় অভিযান চালায় ডিবি-উত্তরা বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে- একটি চক্র ঈদ সামনে রেখে বিপুল পরিমাণ জাল নোট তৈরি করে বাজারে ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে জাল নোট কারবারি সাইদুর ও মেহেদী। তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় চক্রের আরেক সদস্য পালিয়ে যান। তিনি আরও জানান, গ্রেপ্তার দুজন দীর্ঘদিন ধরে জাল নোট তৈরি করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করছিলেন। আসন্ন ঈদ কেন্দ্র করে তারা বিপুল পরিমাণ জাল নোট মজুত করেছিলেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজনসহ পলাতক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়ারী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান বলে জানিয়েছে পুলিশ।

টাকার অভাবে ছোট হচ্ছে

ভাষণের মাধ্যমে বাজেট উপস্থাপন করা হবে। বিগত ২০০৭-০৮ সালে টেলিভিশনে ভাষণের মাধ্যমে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা দুটি বাজেট ঘোষণা করেছিলেন। সূত্র আরো জানায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)বাজেটের সিংহভাগ অর্থের জোগান দেয়। চলতি বাজেটে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এরই মধ্যে ওই লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) এনবিআর রাজস্ব আদায় করেছে প্রায় ১ লাখ ৯৬ হাজার কোটি টাকা। ওই সময়ে সংস্থাটির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ঘাটতি ৫১ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব আদায় খুব বেশি বৃদ্ধি না পাওয়ায় বিগত বছরগুলোর মতো বাজেটের আকার বাড়াতে পারছে না সরকার। ইতিমধ্যে আগামী অর্থবছরের জন্য অর্থ উপদেষ্টার বাজেট বক্তব্য লেখার কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাজেট বক্তব্যে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের অংশ সংযুক্ত করতে সব সচিবের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য গত ফেব্রুয়ারিতেই চিঠি দেয়াা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য নীতি, আইন ও পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়িত সংস্কার কার্যক্রমসহ গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো বাজেট বক্তব্যে তুলে ধরতে ১৫ মার্চের মধ্যে অর্থ বিভাগে তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্জনগুলোও থাকবে। এদিকে নতুন বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা থাকবে। এক বছরের বেশি সময় ধরে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। টানা ১০ মাস পর মূল্যস্ফীতি গত মাসে ১০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছিল ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির ৪ দশমিক ৬ শতাংশের মতো। আগামী অর্থবছরেও বাজেটে মোট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের নিচেই রাখা হবে। আগামী অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হচ্ছে সাড়ে ৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছর জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা কমিয়ে ৫ দশমিক ২৫ শতাংশ করা হয়। যদিও বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বলছে, চলতি অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশের নিচে থাকবে। বরাদ্দের দিক থেকে আগামী বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানা যায়। অন্যদিকে আগামী বাজেট বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, নানা কারণে আগামী বাজেট ছোট করতে হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকারও ছোট হবে। নতুন করে বড় কোনো প্রকল্প নেয়া হবে না। তবে যেসব বড় প্রকল্প আছে, সেগুলোতে অর্থায়ন চলমান থাকবে।

আপত্তি নয়, ঐকমত্য কমিশনকে

কি আছে যে আমরা সার্টিফিকেশন দেব, কী করব? ম্যাজিম্যান কী হবে, সেটা তো আবার আরেকটা দিকে যাবে।' তিনি আরও বলেন, ইসির দায়বদ্ধতা ও কমিশনের শাস্তির বিষয়ে বলা হয়, ইসির শাস্তির ব্যবস্থা তো আছেই। শর্ত ভঙ্গ করলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বা অন্যান্য... আইন পরিবর্তনে এটা কতটুকু বাস্তবসম্মত। একাডেমিক দিক থেকে বিষয়টা যদি বলি- চাকরি শেষ হওয়ার পাঁচ বছর পর আপনি বললেন আমি ওই নির্বাচনে শর্ত ভঙ্গ করেছি। তাহলে পাঁচ বছর পর আজ কোর্টে দৌড়াতে হবে এটার জেরে ঘানি টানাতে হবে। দিস ইজ রেশনাল এটা যৌক্তিক আমি ইমিডিয়েট শর্ত ভঙ্গ করছি, এটা এখনই বলছি। আর নির্বাচন হচ্ছে এমনই পদ্ধতি যেখানে একজন জিতবেন, বাকিরা হারবেন। সংস্কার কমিশনে চিঠি পাঠানো হয়েছে, কয়টি বিষয়ে আপত্তি আছে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপত্তি' শব্দটির প্রতি আমার আপত্তি আছে। আপত্তি না, আমরা বলেছি আমাদের মতামত। আপত্তি বিষয়টা হলো জোরালো এবং বিষয়টাই ডিফারেন্ট। ইসি ভিন্নমত পোষণ করেছে।

চালের বাজার চড়া, বেড়েছে মশলার

কয়েক সপ্তাহের তুলনায় স্থিতিশীল। ক্রেতারা বলছেন, ডাল-চিনিসহ যেসব পণ্যের দাম কমেছে তা আরও সহনীয় পর্যায়ে আসা উচিত। অন্যদিকে বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে বাজার মনিটরিং জোরদার করার আহ্বান জানান সংশ্লিষ্টরা।

১৩ জেলায় মৃদু তাপপ্রবাহ

করছে। সোমবার (১৭ মার্চ) রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগের দু-একটি স্থানে ঝড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের কিছু এলাকায় ঝড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেশের অন্যান্য স্থানে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে, তবে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। বুধবার (১৯ মার্চ) সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় ঝড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। তবে দেশের অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে এবং দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইডের নতুন

চেয়ারম্যান হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক চেয়ারম্যান ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. নিজামুল হক। পরের বছর ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি নিজামুল হক আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন। এ কারণে তার স্থলে ১৮ ফেব্রুয়ারি নতুন চেয়ারম্যান হন বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম। ২০২২ সালের ৯ জানুয়ারি তিনি আপিল বিভাগে নিয়োগ পান। তখন এ পদে ২০২২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিমকে মনোনীত করা হয়। একই বছরের ৮ ডিসেম্বর আপিল বিভাগে নিয়োগ পান বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম। ২০২৩ সালের ৫ জানুয়ারি বিচারপতি নাইমা হায়দারকে এ পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়। বিচারপতি নাইমা হায়দার বর্তমানে বিচার কাজে বাইরে রয়েছেন। আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ভাষা সৈনিক বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক একুশে পদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. শরীফা খাতুনের মেয়ে বিচারপতি কাজী জিনাত হক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (প্রথম বিভাগ) ও এলএলএম (প্রথম বিভাগ) ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে এলএলএম ও সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি বার-এট-ল (ব্যারিস্টার) ডিগ্রিও নেন। তিনি ১৯৯৭ সালে জজ কোর্টে, ২০০০ সালে হাইকোর্টে ও ২০১৫ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। এছাড়া তিনি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৯ সালের ২১ অক্টোবর কাজী জিনাত হক হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। দুই বছর পর স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন।

দুর্ঘটনা ও অপরাধ সংঘটনে সবচেয়ে

তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বেসরকারি সংস্থা রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে দেশে ২ হাজার ৭৬১টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে ২ হাজার ৬০৯ জন নিহত এবং ১ হাজার ৮৩২ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১ হাজার ৯৬৩ জন ১৪ থেকে ৪৫ বছর বয়সী। ওই সময়ে জাতীয় মহাসড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ২৯ দশমিক ৬৬ শতাংশ ঘটেছে। তাছাড়া মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ৩৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ ঘটেছে আঞ্চলিক সড়কে, ১৭ দশমিক ৪২ গ্রামীণ সড়কে ও ১৩ দশমিক ২৫ শতাংশ শহরের সড়কে ঘটেছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ৯ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। আর বাহনটির দুর্ঘটনায় ৪ দশমিক ৯০ শতাংশ প্রাণহানি বেড়েছে। সূত্র জানায়, যানজটপূর্ণ সড়ক বা সংকীর্ণ গলি দিয়ে এঁকেবেঁকে দ্রুত পালানোর সুযোগ থাকে বলেই অপরাধ সংঘটনের সময়ে মোটরসাইকেল ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। ছিনতাইয়ের প্রবণত বাড়ে পালানোর সুযোগের ওপর ওপর ভিত্তি করে। মোটরসাইকেল এদেশে ওই সুযোগটা করে দেয়। হাইজ্যাক বা কোথাও প্যানিক তৈরি করায় বাহনটির বিরাট ভূমিকা আছে। তাছাড়া বাংলাদেশে কিশোর-তরুণদের মধ্যে মোটরসাইকেল ব্যবহার করে অপরাধ করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। দেশের কিশোর-তরুণদের কাছে কী পরিমাণ মোটরসাইকেল রয়েছে, সরকারিভাবে তার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ঢাকার জন্য প্রণীত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা হালনাগাদ ও সংশোধনের জন্য প্রণীত একটি গবেষণায় ঢাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোটরসাইকেল ব্যবহারের প্রবণতা তুলে ধরা হয়। তাতে দেখা যায়, ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের ১০ দশমিক ৬ শতাংশ মোটরসাইকেল ব্যবহার করে। অন্যদিকে হাইস্কুল পর্যায়ে যাতায়াতে মোটরসাইকেল ব্যবহার করে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মোটরসাইকেল নিয়ে বিভিন্ন সময় অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে।সূত্র আরো জানায়, সাধারণত অপরাধ সংঘটনের সময় পেশাদার অপরাধীরা নিবন্ধনবিহীন মোটরসাইকেল ব্যবহার করে। যাতে তাদের সহজে শনাক্ত করা না যায়। স্বাভাবিকভাবেই অপরাধী কোনো অপরাধ করার আগে সবকিছুর পরিমাপ করে। অপরাধ করার আগে ধরা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও বিবেচনা করা হয়। অপরাধের সুবিধা নিতে গেলে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাও অপরাধীরা পরিমাপ করে। কর্ম শেষ করে নিজেকে নিরাপদ করার চিন্তাও থাকে। এদেশে বিশেষ করে ঢাকায় এতো বেশি ট্রাফিক থাকে যে চার চাকা ব্যবহার করে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ কম। সেজন্য অপরাধকারীরা মোটরসাইকেল ব্যবহার করে। অপরাধ করে পালানোর জন্য তাদের প্রধান সড়কে যেতে হয় না। শহরের অলিগলি দিয়েই সহজে পার পেয়ে যাওয়া যায়। আবার হাইওয়েতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে মোটরসাইকেল ব্যবহার হয় না। সেখানে চার চাকাই বেশি ব্যবহৃত হয়। অপরাধের জন্য জনপ্রিয় বাহন হয়ে উঠেছে মোটরসাইকেল। যদিও এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে প্রায় সময়ই বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। হেলমেট পরিধান করা, মোটরসাইকেলে দুজনের বেশি আরোহণ না করা কিংবা কাগজপত্র ঠিক রাখা- এসব জায়গায় সরকার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারপরও দেশে এমন অনেক মোটরসাইকেল রয়েছে, যেগুলোর রেজিস্ট্রেশনও নেই। এদিকে বর্তমানে ঢাকা মহানগর এলাকায় প্রায় ১২ লাখ নিবন্ধিত মোটরসাইকেল রয়েছে। সারা দেশে সংখ্যাটি প্রায় ৪৬ লাখ। যদিও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) তথ্যানুযায়ী দেশে সামপ্রতিক বছরগুলোয় মোটরসাইকেল নিবন্ধন নেয়ার হার কমছে। ২০২৩ সালে বিআরটিএ থেকে ৩ লাখ ১০ হাজারের বেশি মোটরসাইকেল নিবন্ধিত হয়, যা ২০১৬ সালের পর থেকে সর্বনিম্ন। আর ২০২৪ সালের প্রথম ১১ মাসে (জানুয়ারি-নভেম্বর) ২ লাখ ৪১ হাজার ৭৬৮টি মোটরসাইকেলের নিবন্ধন হয়েছে। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, অপরাধীদের মধ্যে অপরাধ সংঘটনের পর মোটরসাইকেল ব্যবহার করে পালিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে। তবে অপরাধ মানেই যে সেটি মোটরসাইকেল ব্যবহার করে হচ্ছে, বিষয়টি এমন না। অপরাধ সংঘটন বা পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অপরাধীরা আরো বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে। ঢাকায় তো কয়েক লাখ বাইকার রয়েছেন, সবাই তো আর অপরাধী নন। সামগ্রিকভাবে অপরাধের সঙ্গে আসলে মোটরসাইকেলের তেমন একটা সম্পর্ক নেই। যারা অপরাধী, তারা যেকোনো ধরনের যানবাহন ব্যবহার করেই অপরাধ ঘটাতে পারে। দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অপরাধীরা সাধারণত এটা ব্যবহার করে। পুলিশ সবসময় সব ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে তৎপর রয়েছে, কাজ করে যাচ্ছে।

ভারত ও ভিয়েতনাম থেকে

আমদানির চুক্তি হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চালানের ১৭ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন চাল ইতোমধ্যে দেশে পৌঁছেছে। জাহাজে রক্ষিত চালের নমুনা পরীক্ষা শেষে চাল খালাসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আগে শনিবার (১৫ মার্চ) জি টু জি চুক্তির আওতায় পাকিস্তান থেকে ২৬ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন আতপ চাল নিয়ে এমভি মারিয়াম জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। জাহাজে রক্ষিত চালের নমুনা পরীক্ষা শেষে খালাসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তারও আগে গত ৫ মার্চ জি টু জি ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান থেকে ৩৭ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন চাল নিয়ে দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। এরমধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের ২৬ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন এবং ভারতের ১১ হাজার মেট্রিক টন চাল।

প্রথম ৩০ মিনিটে বিক্রি প্রায় ৩১

ঢাকা থেকে ট্রেনের মোট আসন ৩৩ হাজার ১৯৯টি এবং সারাদেশের সব ট্রেনগুলোর মোট আসন এক লাখ ৭৩ হাজার ২৭৯টি।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভুলে গেল যে আমি সিয়াম অবস্থায় আছি অতঃপর খাওয়া দাওয়া করল সে যেন তার সাওম অব্যাহত রেখে পূর্ণ করে (ভেঙে না ফেলে)। কেননা আল্লাহ তা আলা তাকে আহার করিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

শিগগির তুলাকে কৃষি পণ্য ঘোষণা

দেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ায় দেশিও তুলাকে প্রণোদনা দেওয়া উচিত সেখানে ট্যাক্স-ভ্যাট বসানো হয়েছে। দেশিও তুলার ওপর আরোপিত এই ট্যাক্স কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানের কাছে সুপারিশ করা কথা জানান এনবিআর-এর সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন (কাস্টম বন্ড)। দ্রুতই দেশিও তুলার ওপরে আরোপিত ট্যাক্স-ভ্যাট প্রত্যাহারের সুখবর আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এনবিআর সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন । এদিকে, এলডিসি থেকে উত্তরণের সময়সীমা পেছানো উচিত হবে না বলেও জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, উত্তরণের জন্য সরকার ও ব্যবসায়ীরা আগে তেমন কোনো প্রস্তুতি নেয়নি। তাই বলে থেমে থাকা যাবে না। উত্তরণ পরবর্তী তিন বছর সময় পাওয়া যাবে তখনই ব্যবসায়ীরা প্রস্তুতি নেবে।

বাংলাদেশ কটন জিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক গোলাম সাবের বলেন, বাংলাদেশে তামাক কৃষি পণ্য অথচ তুলাকে এখনো কৃষি পণ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এর ফলে তুলা চাষীরা কৃষি ঋণ নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ঋণ নিতে দিতে হয় বাড়তি সুদ। সরকারের নীতি সহায়তা পেলে অন্তত দুই লাখ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে আমদানিকৃত তুলার চার ভাগের এক ভাগ দেশে উৎপাদন করা সম্ভব বলেও জানান তিনি। তুলা আমদানিতে চীনকে হটিয়ে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, চামড়ার মৌসুমে ট্যানার্সদের যেভাবে স্বল্প সুদের ঋণ দেওয়া হয়। তুলাতেও স্বল্প সুদের ঋণ দেওয়া হলে কৃষকরা তুলা উৎপাদন করে দাম পাওয়ার অনিশ্চয়তা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। দেশে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকার তুলা আমদানি করতে হয়। বিপুল এই বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে এক-চতুর্থাংশ দেশে উৎপাদন করা সম্ভব বলে মনে করেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিবার্হী পরিচালক ড. ফকরে আলম ইবনে তাবিব। তিনি বলেন, ধানের জমিতে তুলা চাষ হয় না। তুলা মূলত চরাঞ্চল, বরেন্দ্র এলাকা, দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা, পাহাড়ি এলাকাসহ উচুঁ জমিতে তুলা চাষ করা হয়। নীতি সহাযোগিতা দেওয়া হলে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত না করেই দেশে ২০ থেকে ২৫ লাখ টন তুলা উৎপাদন করা সম্ভব। তুলা বীজ থেকে ভোজ্য তেল ও গবাদি পশুর খাদ্য খৈল পাওয়া যায়। ফলে তুলা চাষ বাড়লে আমদানি নির্ভর ভোজ্য তেল ও খৈল আমদানি কমবে, বলেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক। বাংলাদেশ সুদান কটন জিনিং ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সুদানে তুলা চাষে সফল প্রবাসী উদ্যোক্তা মো. আবুল খায়ের বলেন, বাংলাদেশে তুলা চাষ বাড়াতে সহায়তা করবেন। এরইমধ্যে উচ্চ ফলনশীল তিনটি উন্নত জাতের তুলা বীজ পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হয়েছে। এই নতুন জাতের চাষাবাদ শুরু হলে কম জমি থেকে বেশি তুলা উৎপাদন করার সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে ইআরএফ-এর সভাপতি দৌলত আক্তার মালা বলেন, তুলা এখনো কৃষি পণ্য নয় বা দেশি তুলার ওপর বৈষম্যমুলক কর আছে অনেকে তা জানতো না। দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় নীতি সহযোগিতা দেওয়া প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইআরএফ-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে ইআরএফ, বাংলাদেশ কটন জিনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ সুদান কটন জিনিং ইন্ডাস্ট্রিজ।

সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে বেসরকারি

সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জানুয়ারি পর্যন্ত বেসরকারি খাতের ঋণ স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ ৮০ হাজার ১১০ কোটি টাকা। আগের বছরের একই মাস শেষে যা ১৫ লাখ ৬৭ হাজার ৯৪৩ কোটি টাকা ছিল। বর্তমানের এ প্রবৃদ্ধি গড় সুদহারের অনেক কম। বর্তমানে ব্যাংক ঋণের গড় সুদহার রয়েছে প্রায় ১২ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ে যা ৮ শতাংশের নিচে ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির তথ্য রয়েছে। দীর্ঘ এ সময়ে শুধু ২০২১ সালের মে মাসে একবার ঋণ প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশের নিচে নেমেছিল। করোনা-পরবর্তী সময়ে ওই মাসে প্রবৃদ্ধি হয় ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। আর বেসরকারি খাতে সর্বোচ্চ ঋণ প্রবৃদ্ধি ২৫ দশমিক ১৮ শতাংশে উঠেছিল ২০০৭-০৮ অর্থবছরে। পরের অর্থবছর প্রবৃদ্ধি হয় ২৪ দশমিক ২৪ শতাংশ। ওই সময় বিভিন্ন উপায়ে ঋণ নিয়ে অনেকে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেন। ২০১০ সালে শেয়ারবাজারে ব্যাপক ধসের পর বেসরকারি খাতের ঋণে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর পরও ২০১৯ সালের নভেম্বরের আগ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি সব সময় দুই অঙ্কের ঘরে ছিল। ওই মাসে প্রবৃদ্ধি কমে ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশে নেমেছিল।

পুলিশকে অবহেলা করে দেশ গড়া

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আমরা এরইমধ্যে সাত মাস পার করে এসেছি। আমরা বলেছি, ডিসেম্বরে নির্বাচন হবে। কাজেই এর মধ্যেই আমাদের যে সামর্থ্য রয়েছে, যা যা সংস্কারের প্রয়োজন সেগুলো করতে হবে। কারো জন্য অপেক্ষায় থাকলে আমাদের কোনো লাভ হবে না। সংস্কার করতে হবে এবং সেটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নির্বাচনের সময়ে অনেক চাপ আসবে, সে সময়ে পুলিশ বাহিনীকে শক্ত থাকতে হবে বলে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, পুলিশকে এখন দেখলে মানুষ ভয় পায়। পুলিশ হবে বন্ধু। পুলিশ হবে আশ্রয়দাতা। এই ইমেজ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অতীতের সব কথা মানুষ ভুলে যাবে। তিনি বলেন, কাজেই এটা নিয়ে কান্নাকাটি করে লাভ নাই। কারণ সেই ১৬ বছরের ইতিহাস আমরা বদলাতে পারবো না। ১৬ বছরে কালিমা সারা গায়ে মাখা আছে। রাতারাতি আমি পাল্টাতে পারবো না। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, মানুষ হিসেবে নিজেকে পাল্টাতে পারি, ভাবমূর্তি নতুন আমি তৈরি করতে পারি। যেই সরকার তোমাদের নিয়ে কাজ করছে, সেই সরকারের ইচ্ছা সেই ভাবমূর্তি নিয়ে ফিরে আসো। যাতে করে মানুষ দেখে বলে, শুধু পুলিশ বাহিনী না, নতুন বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী। দেখলে যেন মনে হয়, এই পুলিশ নতুন বাংলাদেশের পুলিশ। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, নারীদেরকে আমাদের সুরক্ষা দিতে হবে। এটা অনেক বড় কাজ। আমাদের অবহেলার কারণে সমাজে এটা দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছে। তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কেউ নাই। রাস্তাঘাটে চলতে ভয় পায়। এটা কোন ধরনের কথা! তাদের নিরাপত্তা দেওয়া পুলিশের আইনি দায়িত্ব। নিজ নিজ এলাকায় সেটি করতে হবে। কোথাও যেন কেউ প্রশ্ন তুলতে না পারে। নিরাপত্তা নিশ্চিত না করতে পারলে বহু সম্ভাবনার এই দেশ এখানেই শেষ হয়ে যাবে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি এমন একটা ভূমিকায় আছি সেখানে দেশের একটা পরিবর্তন হবে। নতুন বাংলাদেশ কথাটা আমরা বলি, কারণ পুরনো বাংলাদেশ একটা অন্ধকার যুগ। ভয়ংকর একটা যুগ। সেই ভয়ংকর একটা দিন থেকে সুন্দর ঝলমলে একটা দিনে আসতে চাই। সেটা হলো নতুন বাংলাদেশ। পুলিশ বাহিনীর সমস্যা হচ্ছে ওই অন্ধকার যুগে তারা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিল। নিজের ইচ্ছায় নয়, সরকারি হুকুম পেয়েছে কাজ করেছে। নতুন বাংলাদেশ তৈরি করতে তোমাদেরকে ওই চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে (পুলিশ) অনেক দোষ দেয়, আমরা দেখিয়ে দেবোড় আমরা মানুষ খারাপ না। আমরা খারাপ মানুষের পাল্লায় পড়েছিলাম। সেই খারাপ মানুষ থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমরা ভালো মানুষ। আমরা দেখো কী করতে পারি। সেই দৃঢ় চিন্তা মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে, আমরা দেখিয়ে দেবো। নতুন বাংলাদেশ তৈরিতে আমরা এখানে বড় একটা ভূমিকা পালন করবো, কারণ আমাদের কাছে আছে আইন এবং শৃঙ্খলা। এটা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে পরিবেশটা সৃষ্টি হয়, যেখান থেকে দেশ উড়াল দেবে। বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনি ও পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি আহসান হাবিব পলাশ ও রাজশাহীর পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম।

বগুড়ায় খাবারের প্রলোভনে শিশুকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার আসামি কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার কাহালুর আড়োলা আবাসন প্রকল্পের ব্যারাকে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ ও সমবয়সী অপর শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার মামলার আসামি নুর ইসলাম (৪০) ধরা পড়েছে। ডিবি ও কাহালু থানা পুলিশ গত রোববার রাতে উপজেলার পাইকর ইউনিয়নের শাহানাপাড়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল সোমবার দুপুরে একমাত্র ওই আসামিকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও এজাহার সূত্র জানায়, অভিযুক্ত দিনমজুর নুর ইসলাম বগুড়ার কাহালু উপজেলার পাইকড় ইউনিয়নের আড়োলা আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দা মৃত হবিবর রহমানের ছেলে। গত ১২ মার্চ বেলা ১১টার দিকে প্রতিবেশী দুই শিশু আবাসন প্রকল্পে তাদের বাড়ির সামনে খেলাধুলা করছিল। তাদের কর্মজীবী বাবা ও মা কাজে বাইরে ছিলেন। এ সুযোগে নুর ইসলাম খাবারের প্রলোভনে দুই শিশুকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। এরপর এক শিশুকে ধর্ষণ ও অপর শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়া এ কথা কাউক জানালে তাদের হত্যার পর লাশ টয়লেটে ফেলে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। ধর্ষণের শিকার শিশুর পরদিন রক্তক্ষরণ ও অপরজনের শরীরে জ্বর আসে। এতে শিশু দুটির পরিবার টের পেলে অভিযুক্ত নুর ইসলাম পালিয়ে যায়। ধর্ষণের শিকার শিশুর মা ১৪ মার্চ রাত ১২টা ২৫ মিনিটে কাহালু থানায় নুর ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করেন। রাত ৩টার দিকে কাহালু থানা পুলিশ নির্যাতনের শিকার দুই শিশুকে উদ্ধার করে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করে। গতকাল সোমবার দুপুরে প্রেস ব্রিফিংয়ে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) সুমন রঞ্জন সরকার জানান, মামলার পর থেকে আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করা হয়। ডিবি ও কাহালু থানা পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি ও গোপনে খবর পেয়ে গত রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কাহালু উপজেলার পাইকর ইউনিয়নের শাহানাপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বহুল আলোচিত দুই শিশু ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টার আসামি নুর ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আরও জানান, গতকাল সোমবার দুপুরে আসামিকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় ২ বন্ধু নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার শেরপুরে গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার রাজাপুর এলাকায় ঢাকার-রংপুর মহাসড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত তাদের এক বন্ধুকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ নিয়ে গত পাঁচ দিনের ব্যবধানে এ উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হলো। হাইওয়ে পুলিশ শেরপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আজিজুল ইসলাম এসব তথ্য দিয়েছেন। নিহতরা হলেন- বগুড়ার শেরপুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের বিরইল গ্রামের আবদুল হাইয়ের ছেলে শেরউড ইন্টারন্যাশনাল (প্রা.) স্কুল অ্যান্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী কামরুল ইসলাম শুভ (২০) ও একই এলাকার সোলায়মান সরকারের ছেলে ছোনকা রহিমা-নওশের আলী ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী হৃদয় সরকার (২০)। গুরুতর আহত একই এলাকার শাহিন সরকারের ছেলে মোটরসাইকেল চালক সাগর ইসলামকে (১৮) বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুভ, হৃদয় ও সাগর নতুন ভোটার হতে ছবি তোলার জন্য গতকাল সোমবার সকালে মোটরসাইকেলে মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদে যান। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বেলা ১১টার দিকে রাজাপুর এলাকায় মহাসড়কে পৌঁছলে বগুড়াগামী কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিন বন্ধু মোটরসাইকেল থেকে মহাসড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় পেছনে আসা অজ্ঞাত ট্রাকের চালক তাদের পিষ্ট করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই শুভ ও হৃদয় মারা যান। গুরুতর আহত সাগরকে উদ্ধার করে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাইওয়ে পুলিশ শেরপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আজিজুল ইসলাম জানান, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত দুজনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আহত একজন বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘাতক ট্রাক ও এর চালককে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। শেরপুর থানায় দুর্ঘটনাজনিত অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। এদিকে গত ১৪ মার্চ সকাল ৯টার দিকে বগুড়ার শেরপুরের ছোনকা এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক পারাপারের সময় ট্রাকের চাপায় শাহজাদা খান (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। তিনি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার শাহজাদপুর গ্রামের বাসিন্দা। ছোনকা এলাকায় নাবিল হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলেন শাহজাদা। এর আগে, গত ১২ মার্চ সন্ধ্যায় শেরপুর উপজেলার শাহবন্দেগী ইউনিয়নের ধরমোকাম এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হন মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধু। এদের একজন ঘটনাস্থলে ও অপর দুজন বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান। নিহতরা হলেন- শেরপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের কয়েরখালী গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে নাঈম ইসলাম (২১), একই এলাকার লিটনের ছেলে রিফাত রহমান (২২) ও সিদ্দিকের ছেলে সেলিম হোসেন (২২)। পরদিন বাদ জোহর গ্রামে একসঙ্গে তিন বন্ধুর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তিন জনকে একই কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী স্বপন ও তার স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য ও তার স্ত্রী তন্দ্রা ভট্টাচার্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন যশোরের একটি আদালত। গতকাল সোমবার সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শেখ নাজমুল আলম মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলমের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আদেশ দিয়েছেন। এছাড়া পৃথক আরেকটি আবেদনের প্রেক্ষিতে তন্দ্রা ভট্টাচার্যের আয়করের মূল নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। খুলনা কর অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার অব ট্যাক্সেস সার্কেল-৮ যশোরকে তন্দ্রা ভট্টাচার্যের মূলনথি সংগ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুদুকের পিপি সিরাজুল ইসলাম। আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর সাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য ও তার স্ত্রী তন্দ্রা ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে একটি করে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক। মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, স্ত্রী তন্দ্রা ভট্টাচার্যের যোগসাজশে স্বপন ভট্টচার্য জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ পাঁচ কোটি ৫৫ লাখ ৪৫ হাজার ৩৯১ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়াও দশটি ব্যাংক হিসাবে দশ কোটি ৩৬ লাখ ৩৫ হাজার পাঁচশ' ৮৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য গোপন করার জন্য রূপান্তর, হস্তান্তর ও স্থানান্তর করে দুদক আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন তন্দ্রা ভট্টাচার্য। এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তের স্বার্থে স্বপন ভট্টাচার্য্য ও তার স্ত্রী তন্দ্রা ভট্টাচার্যের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানান আদালতে। বিচারক তা মঞ্জুর করেন। একই দিন স্বপন ভট্টাচার্য্যকে আসামি করে আরও একটি মামলা করে দুদক। এ মামলায় উল্লেখ করা হয়, দুই কোটি ৪৮ লাখ ৭১ হাজার একশ' ৫১ টাকা মূল্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে স্বপন ভট্টাচার্য্যরে। এছাড়া নিজের নামে ১৯টি ব্যাংক হিসাবে ৪১ কোটি ৬৪ লাখ ৮২ হাজার তিনশ' ৩৪ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে দুদক। সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী দুর্নীতি ও ঘুষ নেওয়ার মাধ্যমে পাওয়া অর্থ গোপন করার উদ্দেশ্যে এর রূপান্তর, স্থানান্তর ও হস্তান্তর করে মানি-লন্ডারিংয়ের অপরাধ করেছেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়। প্রসঙ্গত, সাবেক প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য যশোর-৫ (মণিরামপুর) আসনের ভোটারবিহীন নির্বাচনে এমপি মনোনীত হয়েছিলেন। সর্বশেষ সাজানো নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়েও বিজয়ী হতে পারেননি। পাতানো এই নির্বাচনে তারই দলের তরুণ নেতা এসএম ইয়াকুব আলীর 'ম্যাকানিজমের' কাছে তার ভরাডুবি হয়েছিল। সাবেক প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্যরে বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার, নির্যাতনেরও গুরুতর অভিযোগ আছে। তার এই অপকর্মের সাথে স্ত্রী তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য ও ছেলে শুভও জড়িত। সে কারণে আওয়ামী লীগের সর্বশেষ পাতানো নির্বাচনে মণিরামপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তার বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে ইয়াকুব আলীকে বেছে নেন।

বিপুল পরিমাণ দেশি-বিদেশি জালনোটসহ গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ওয়ারী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ দেশি-বিদেশি জালনোট ও জালনোট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধারসহ দুইজনকে গ্রেপ্তারে করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডিবি-উত্তরা বিভাগ। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে ৩৮ লাখ ৫২ হাজার ৬০০ টাকার জালনোট, ৭৭ হাজার ১০০ ভারতীয় রুপির জালনোট ও জালনোট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার দুজন হলেন, মো. সাইদুর রহমান (৩২) ও মো. মেহেদী হাসান (২৫)। গতকাল সোমবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত রোববার দিবাগত রাতে ওয়ারী থানাধীন আর কে মিশন রোডের একটি বাসায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে ডিবি-উত্তরা বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম। ডিবি সূত্রে জানা যায়, আর কে মিশন রোডের ০৮ নাম্বার গলির একটি ভবনের ষষ্ঠ তলার ৬/বি ফ্ল্যাটে কতিপয় জালনোট ব্যবসায়ী দেশি-বিদেশি জালনোট ও জালনোট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জামসহ অবস্থান করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে ডিবি-উত্তরা বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে জালনোট ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান ও মেহেদী হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় একজন কৌশলে পালিয়ে যায়। গ্রেপ্তারের সময় তাদের হেফাজত থেকে এক হাজার ও ৫০০ টাকা মূল্যমানের মোট ৩৮ লাখ ৫২ হাজার ৬০০ টাকার জালনোট, ৭৭ হাজার ১০০ ভারতীয় রুপির জালনোট, একটি সিপিইউ, একটি মনিটর, জালনোট তৈরিতে ব্যবহৃত প্রিন্টারের আটটি অব্যবহৃত কালির কৌটা, ১০০ পিস ফয়েল পেপার (সিকিউরিটি ফিতা) ও দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ও পলাতক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়ারী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে জানা যায়, গ্রেপ্তাররা অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের দেশি ও বিদেশি জালনোট তৈরি করে রাজধানীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করতো। তারা আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে বিপুল পরিমাণ জালনোট তৈরি করে সেগুলো সরবরাহ করার জন্য তাদের হেফাজতে রেখেছিল বলে স্বীকার করেছেন।

আইনজীবী হত্যা: ২ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দুই আসামিকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশকে অনুমতি দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার সকালে চট্টগ্রামের ৪র্থ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তফার আদালত এ আদেশ দেন। আসামিরা হলেন- চন্দন দাশ ও রাজিব ভট্টাচার্য্য। চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী জানান, অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান আসামিদের জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত একদিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। শুনানির সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধা নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় হালিমা বেগম (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পল্লবী মিরপুর-১১ নম্বর সেকশনের ৫ নম্বর রোডের ২৩ নম্বর বাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে স্বজনরা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক হাসপাতালে নিহতের মেয়ে জুঁই আক্তার বলেন, তাদের বাড়ি পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার সুরনাকালকাপুর গ্রামে। বর্তমানে মিরপুর-১১ নম্বর সেকশন ২৩ নম্বর রোডের একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। সকালে মিরপুরের পল্লবীতে মা ভাইয়ের বাসায় যাচ্ছিলেন। ৫ নম্বর রোডে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মাকে উদ্ধার করে প্রথমে পঙ্গু হাসপাতাল ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মো. মাসুদ আলম জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বেতন পরিশোধের আশ্বাসে রেলের অস্থায়ী শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২৩ মার্চের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অস্থায়ী (টিএলআর) শ্রমিকরা তাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছেন। গতকাল সোমবার রাজধানীর রেলভবনে বাংলাদেশ রেলওয়ের অস্থায়ী (টিএলআর) কর্মচারীদের পক্ষ থেকে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এর আগে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম আন্দোলনরত টিএলআর শ্রমিকদের বকেয়া বেতন আগামী ২৩ মার্চের মধ্যে পরিশোধের আশ্বাস প্রদান করেন। সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ইন্টিগ্রেটিড বাজেট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম (আইবাস) সংক্রান্ত জটিলতার কারণে রেলওয়ের টিএলআর শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে সমস্যা ছিল। সে সমস্যা সমাধানে অর্থবিভাগ ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ২৩ মার্চের মধ্যে টিএলআর শ্রমিকদের বকেয়া বেতন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। আগামী এপ্রিল মাস থেকে তাদের বেতন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব হবে বলেও তিনি জানান। তার এ আশ্বাসের প্রেক্ষিতে টিএলআর শ্রমিকরা তাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। তবে রোববারের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ করা না হলে তারা পুনরায় আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানান। এ সময় বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও টিএলআর শ্রমকদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

স্ত্রীসহ বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পেলেন ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম ও তার স্ত্রী আরজুদা করিমের বিদেশ গমনে অনুমতি দিয়েছেন আদালত। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদন মঞ্জুর করে গতকাল সোমবার ওবায়দুল করিমসহ পরিবারের সদস্যদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন একই আদালত। এর আগে তাদের বিদেশ গমন বাতিল চেয়ে আবেদন করে দুদক। দুদকের সেই আবেদনে বলা হয়, ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গোপন সূত্রে জানা যায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্টরা দেশত্যাগ করে অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাদের বিদেশ গমন বাতিল করা প্রয়োজন।

শাজাহান খানের ছেলেও চার দিনের

শাজাহান খানেরও চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় বিসমিল্লাহ হোটেলের পাশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন রফিকুল ইসলাম। সেখানে গুলিতে আহত হন তিনি। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর নিহতের মামা পরিচয়ে লুৎফুর রহমান বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন।

এবার উত্তরের ঈদযাত্রা হবে স্বস্তির

সংখ্যক গাড়ি একসঙ্গে সেতু পার হতে গিয়ে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট। ফলে ভোগান্তিতে পড়ে ঘরমুখো মানুষ। সাধারণ মানুষ যেন স্বস্তিতে ঈদযাত্রা করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদ্যোগগুলো হচ্ছে, হাইওয়ে পুলিশ-ট্রাফিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা, যানজট নজরদারিতে সিসি ক্যামেরা ও ড্রোনের ব্যবহার, ফিটনেসবিহীন ও লক্কড়-ঝক্কড় গাড়ি মহাসড়কে চলতে না দেওয়ায় বিগত বছরের ঈদযাত্রার মতো অসহনীয় যানজট এবার দেখা যাবে না। একারণে আসন্ন ঈদুল ফিতরে উত্তরের ঘরমুখী মানুষের ঈদযাত্রা এক দশকের মধ্যে এবারই হবে সবচেয়ে আরাম দায়ক ও স্বস্তির। এদিকে জেলা পুলিশ বলছে, যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়ক, হাটিকুমরুল-বনপাড়া, ঢাকা-বগুড়া ও ঢাকা-পাবনা মহাসড়কসহ সিরাজগঞ্জের ৮৮ কিলোমিটার মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিটি পুলিশও কাজ করবে। এতে সড়কে যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটলে গাড়ি দ্রুত সরিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রউফ বলেন, "আসন্ন ঈদুল ফিতরে উত্তরের ঈদযাত্রা হবে সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক। এই ঈদে একসঙ্গে সবার ছুটি এবং বাড়ি যাওয়ার জন্য সড়কে একটু চাপ থাকলেও কোনো যানজট থাকবে না। এজন্য জেলা পুলিশ ও সড়ক বিভাগের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করা হয়েছে।" যানজট এড়াতে প্রস্তুতির কথা জানিয়ে যমুনা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী আহসানুল হক পাভেল বলেন, "সেতুতে যানজট এড়াতে উভয় পাশে ১৮টি টোল বুথ থাকবে। যার মধ্যে মোটরসাইকেলের জন্য ব্যবহৃত হবে চারটি।" আহসানুল হক পাভেল আরও বলেন, "সেতুর ওপর কোনো গাড়ি বিকল ও দুর্ঘটনা কবলিত হলে ঘটনাস্থলে রেকার নিয়ে যেতেই বেশ সময় লাগে। এজন্য সেতুর সংযোগ সড়কের দুই পাশে দুটি রেকার ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি থাকবে। সবমিলিয়ে এবার উত্তরের ঘরমুখো মানুষ স্বস্তি নিয়ে পরিবারের কাছে ফিরবে।" সিরাজগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ইমরান ফারহান সুমেল বলেন, "এবার উত্তরের ঈদযাত্রায় চারলেনের মহাসড়কের সুফল পাবে। বর্তমানে মহাসড়কের অবস্থা আগের যেকোনো সময়ের চেয়েও ভালো রয়েছে। মহাসড়কের কয়েকটি স্থানে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ চলছে। আশা করছি আইন মেনে যানবাহন চলাচল করলে এই ঈদে ঘরমুখো মানুষের সমস্যা হবে না।" সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপার (এসপি) ফারুক হোসেন বলেন, "মহাসড়ক যানজটমুক্ত রাখতে কাজ করছি। এ বছর ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক হবে। সবাইকে যানজটমুক্ত মহাসড়ক উপহার দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।" এসপি ফারুক হোসেন আরও বলেন, "মহাসড়কের কোথাও যানবাহন দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। কোনো যানবাহন বিকল হয়ে পড়লে দ্রুত সেটা সরিয়ে মহাসড়ক সচল করা হবে। এজন্য উদ্ধারকারী রেকার ও চেইন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে মজুত থাকবে। প্রস্তুত থাকবে উদ্ধারকারী টিমও।

ঈদে অভ্যন্তরীণ রুটে বিমানের বিশেষ

এয়ারলাইন্স। এর মধ্যে ঢাকা-রাজশাহী-ঢাকা রুটে ২৫ থেকে ৩০ মার্চ ৬টি, ঢাকা-সৈয়দপুর-ঢাকা রুটে ২৬ থেকে ৩১ মার্চ ৬টি এবং ঢাকা-বরিশাল-ঢাকা রুটে ২৭ মার্চ একটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আরও জানিয়েছে এরই মধ্যে ঈদের এসব বিশেষ ফ্লাইটের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে।

ফের রিমান্ডে শাজাহান খান

অন্যদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত শাজাহান খানকে চার দিনের রিমান্ড দেন। জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই দুপুরে রাজধানীর বাড্ডার বিসমিল্লাহ আবাসিক হোটেলের সামনের রাস্তায় আন্দোলন করছিলেন মো. রফিকুল ইসলাম (৩৭)। এ সময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গুলিতে আহত হন তিনি। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বছরের ২৭ আগস্ট মারা যান। এ ঘটনায় তার মামা মুহাম্মদ লুৎফর রহমান শেখ হাসিনাসহ ৩৭ জনের নাম উল্লেখ করে বাড্ডা থানায় মামলাটি দায়ের করেন। উল্লেখ্য, রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে গত ৫ সেপ্টেম্বর রাতে শাজাহান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় কয়েক দফায় তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়।

প্রবাসীদের ভোট নিশ্চিতে প্রক্সি ছাড়া

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিসহ সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে ব্রিফ করেন।

কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে মেট্রোরেল

কর্তৃপক্ষ রাতভর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এ ছাড়া রোজার সময় যাত্রীদের আমরা কষ্ট দিতে চাই না। তাই সকাল থেকে আমরা ট্রেন চালিয়েছি। তারা বলেন, গতকাল (রোববার) ঘটনা ঘটেছে স্টেশনে যারা দায়িত্ব পালন করেন তাদের সঙ্গে। এ ঘটনা ইচ্ছাকৃতভাবে এমআরটি পুলিশ সদস্যরা করেছেন। ফলে ওই সহকর্মীদের মন খারাপ হয়েছে। তাই তারা কিছু সময় দায়িত্ব পালন করেননি। এ সময়টাতে যাত্রীরা ফ্রিতে মেট্রোরেল ভ্রমণ করতে পেরেছেন। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই। মোহাম্মদ ইফতিখার হোসেন বলেন, সহকর্মী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় কর্মবিরতি পালন করে মেট্রোরেলের কিছু কর্মীরা। এতে সিঙ্গেল যাত্রার টিকিট বিক্রি বন্ধ ছিল। তবে মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক ছিল। আর যাত্রীদের সেবা না দেওয়ায় যারা সিঙ্গেল যাত্রার টিকিট কাটতে পারেনি, তাদের ফ্রিতে ভ্রমণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, এখন কোনো কর্মবিরতি নেই। পাসধারী যারা আছেন তাদের জরিমানার বিষয়টি স্টেশনে গেলেই সমাধান হবে।

বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ নিয়ে রিট

পাঠানোর আরজি জানান। পরে আদালত বিব্রতবোধের কথা উল্লেখ করে বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানোর আদেশ দেন। নিয়ম অনুযায়ী, বিষয়টি এখন প্রধান বিচারপতির কাছে যাবে। তিনি শুনানির জন্য যে বেঞ্চ নির্ধারণ করে দেবেন, সেই বেঞ্চে রিটের শুনানি হবে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই করে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ-২০২৫' শিরোনামে অধ্যাদেশ গত ২১ জানুয়ারি গেজেট আকারে জারি করে আইন মন্ত্রণালয়। অধ্যাদেশের কয়েকটি ধারা সংশোধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়ে গত ২৩ জানুয়ারি আইনি নোটিশ পাঠান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আজমল হোসেন। এ বিষয়ে তিন দিনের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানানো হয়। আইনি নোটিশের জবাব না পেয়ে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটটি করেন তিনি। অধ্যাদেশের ৩, ৪, ৬ ও ৯ ধারার বৈধতা নিয়ে রিটটি করা হয়। অধ্যাদেশের ৩ ধারায় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, ৪ ধারায় কাউন্সিল সচিব, ৬ ধারায় কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি এবং ৯ ধারায় আপিল বিভাগের বিচারক নিয়োগবিষয়ক সুপারিশ সম্পর্কে বলা হয়েছে। রিটের প্রার্থনায় দেখা যায়, ওই ধারাগুলো কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। রুল হলে তা বিচারাধীন অবস্থায় অধ্যাদেশটির কার্যক্রম স্থগিত চাওয়া হয়। রিটে আইন মন্ত্রণালয়ের দুই সচিবকে বিবাদী করা হয়।

গাজীপুরে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ১২

রাজু জানান, শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় প্রায় ২০ মিনিট মহাসড়ক অবরোধ ছিল। এ ঘটনায় ১০-১২টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

বরগুনার সেই হিন্দু পরিবারের

আছেন, আড়াই মাসের একটি কন্যাসন্তানসহ ৩ কন্যা সন্তান রয়েছে। কোনো ছেলেসন্তান নেই। তাকে খুন করার মাধ্যমে এই পরিবারকে পুরুষ শূন্য ও অভিভাবক শূন্য করে ফেলা হয়েছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা দাবি করি, যাতে ৯০ দিনের মধ্যে এই মামলার রায় বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমরা ধন্যবাদ জানাই খুব অল্প সময়ে বিএনপি পরিবারটির খবর নিয়েছে। তাদের নেতা তিনি এটাও বলেছেন যে, এই পরিবারের মামলা চালানোর যাবতীয় দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। আমরা তাদের এই উদ্যোগের জন্য অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আমরাও বলি, এই মামলা পরিচালনার জন্য তাদের পাশে থেকে লড়াই করবো। তিনি আরও বলেন, পরিবারটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোটখাটো সহযোগিতা পেয়েছে। কিন্তু খুব অনিশ্চয়তা পেয়ে বসেছে তাদের। আমি যখন কথা বলছিলাম তখন তাদের চোখ পায়রা নদীতে পরিণত হয়েছে। অনবরত চোখের পানি ঝরছিল। কোন ভাষায় আমি তাদের সান্ত্বনা দেবো। তারা বলেছে কে আমাদের দেখবে, আমরা বলেছি আমরাও আল্লাহর সৃষ্টি আপনারাও তার সৃষ্টি। আল্লাহ আপনাদের দেখবেন। পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে তিনি বলেন, আমি শিশুটিকে কোলে নিয়ে বলেছি, এই বাচ্চাদের বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং পরিবারের ন্যূনতম ব্যয় নির্বাহের পূর্ণ দায়িত্ব মহান আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে জামায়াতে ইসলামী গ্রহণ করলো।

যুবদল পরিচয়ে দখল বাণিজ্য করলে

যুবদলের পরিচয় ব্যবহার করে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ইমেজ ক্ষুণ্ন করছে।' বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, দলীয় পরিচয় ব্যবহারকারী এ ধরনের অপরাধীর প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত হয়ে সংবাদ প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক বন্ধুদের এবং এ জাতীয় অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন। এ ছাড়া যুবদলের পরিচয় ব্যবহার করে কোথাও দখল বাণিজ্যের কোনো ঘটনা পরিলক্ষিত হওয়া মাত্রই অপরাধীকে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে আটক করে যুবদলের কেন্দ্রীয় দপ্তরে (দপ্তর সম্পাদক নুরুল ইসলাম সোহেল, মোবাইল: ০১৮১৯২৯৫০১৬ এবং সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া, মোবাইল: ০১৭১২০৬১১৯৮) জানানোর জন্য সচেতন জনসাধারণ ও ভুক্তভোগীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

দুই আন্দোলনের মধ্যে সরকারের

আরও সুন্দর হবে। তার মানে নির্বাচনের দরকার নাই। গণতন্ত্রের আরও যে নিশ্চয়তাগুলো আছে আইনের শাসন, ন্যায় বিচার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এটা তো গণতন্ত্রের উপাদান। গণতন্ত্রের এসব উপাদানগুলো কি শেষ হয়ে যাবে? আমি সেই উপদেষ্টাকে বলতে চাই, এটার জন্যই তো লড়াই। কি সবক দিচ্ছেন? তাদেরকে তো ফ্যাসিবাদ অথবা ডিক্টেটরশিপের দিকে আপনারা প্রলোভন দেখাচ্ছেন। এটা তো ঠিক নয়। তিনি বলেন, আজকে যে জনপদের পর জনপদে যে অসন্তোষ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে সেটা শেখ হাসিনার দুঃশাসনের ফসল। এই দুঃশাসনের বিকৃত ফসলের মূল উৎপাটন করে আমাদের সমাজকে পবিত্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল একটি অগ্রগণ্য রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করবে এই প্রত্যাশা আমি করছি। বাজারে চালের দাম অনেক বেশি উল্লেখ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে এবার চালের বাজারের দিকে নজর দিতে বলবো। শিশু আছিয়ার ধর্ষণসহ সকল অপরাধের বিচার দাবি করে বিএনপির এই সিনিয়র নেতা বলেন, সরকারকে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে, মানুষের অধিকার আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের অপরাধের বিচার হতে হবে। নয়া পল্টনে বিএনপির মহিলা সংগঠন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে সারাদেশে ধর্ষণকারীদের বিচারের দাবিতে এই বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল নয়া পল্টন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, আপনারা দেখেছেন, নুসরাত পারুল থেকে শুরু করে যত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে একের পর এক নারীরা ধর্ষিতা হয়েছে। যারা ধর্ষণকারী তাদের কোনো বিচার হয়নি, এমনকি হত্যাকারী যারা তাদের কোনো বিচার হয়নি। কারণ যারা গুম-খুন-হত্যা করেছিলো তারাই কিন্তু সেই সময় রক্ষক হিসেবে অন্যদেরকে দিয়ে কাজগুলো করাতো। আজকে আমরা এমন একজনের কাছে দায়িত্ব তুলে দিয়েছি যাকে আমরা মনে করি শান্তির প্রতীক। আমরা জানি ড. ইউনুস তার কাছে আশা করছি আমাদের দেশ নিরাপদে থাকবে, আমাদের মা-বোনেরা নিরাপদে থাকবে, সবাই মুক্ত স্বাধীন বলতে পারবে। গত ৪ বছরে ৭ হাজার শিশুসহ ৪৩ হাজার নারী ধর্ষণে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর তুলে ধরে তিনি বলেন, এগুলোর কোনো বিচার হয় নাই। আমরা দেখেছি মাগুরার শিশু আছিয়া হত্যার পরে এক সপ্তাহের মধ্যে যেন মনে হয় মহামারি লেগেছে এক সপ্তাহের মধ্যে ১১ জন মহিলা-শিশু ধর্ষিতা হয়েছে। এই ধর্ষিতা হওয়ার কারণটা কী? মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদের সঞ্চালনায় সমাবেশে মহিলা দলের হেলেন জেরিন খান, জেবা খানসহ মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় পার্টি জাতীয় বেইমান: ফারুক

ভেবেছিলাম, আমাদের হয়তো আর কথা বলতে হবে না। বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। কিন্তু আমাদের এখনও মানুষের অধিকারের কথা বলতে হচ্ছে।'তিনি বলেন, 'আমাদের নেতা তারেক রহমান গত ১৬টি বছর মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কথা বলার চেষ্টা করে গেছেন। বেগম খালেদা জিয়া বিনা কারণে পাঁচটি বছর জেল খেটেছেন। ভারতের উদ্দেশে ফারুক বলেন, 'আপনাদের অনেক কিছু বলার আছে। ১৯৭১ সালে আপনারা সহযোগিতা করেছেন আমরা স্বীকার করি। কিন্তু অবৈধ শাসক শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন বা চেষ্টা করছেন, এগুলো আমরা মানি না।'সংগঠনের সভাপতি মামুনুর রশিদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নাইমের সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য রাখেনু বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব আব্দুস সালাম আজাদ প্রমুখ।

নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার দ্রুত

ডিএনএ রিপোর্ট ছাড়াই মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদি বিচার করা সম্ভব হয়, তাহলে আদালত ডিএনএ রিপোর্ট ছাড়াই বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। এই সংশোধনী আনার ব্যাপারেও সবাই নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। ভিকটিমের সুরক্ষা দিতে নানা ধরনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। আসিফ নজরুল আরও বলেন, মাগুরার ওই শিশু ধর্ষণের মামলা চলছে নিজস্ব গতিতে এবং দ্রুততার সাথে এর বিচার হবে। এই মামলার তদন্ত কাজ ২-৩ দিনের মধ্যে শেষ হবে উল্লেখ করে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে আগামী কয়েকদিনের মামলার বিচার কাজ শেষ হয়ে যাবে। ব্রিফিংয়ে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরও দুটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দেশের দীর্ঘতম যমুনা নদীর ওপর

ধরা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২ বছর বাড়ানো হলে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে ১৬ হাজার ৭৮০ কোটি ৯৬ লাখ টাকা দাঁড়ায়। যার মধ্যে ২৭ দশমিক ৬০ শতাংশ দেশীয় অর্থায়ন এবং ৭২ দশমিক ৪০ শতাংশ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ঋণ দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে যমুনা বহুমুখী সেতু চালু হওয়ার পর ঢাকার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ২০০৮ সালে সেতুটিতে ফাটল দেখা দেওয়ায় ট্রেনের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়। সেতুটি দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৩৮টি ট্রেন পারাপার হতো। এই সমস্যার সমাধানে সরকার যমুনা নদীর ওপর আলাদা রেল সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। ২০২০ সালের ২৯ নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি এই সেতুর নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। ২০২১ সালের মার্চে পিলার নির্মাণের জন্য পাইলিং কাজ শুরু হয়। ৪.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই রেল সেতু দেশের দীর্ঘতম প্রথম ডাবল ট্রাকের ডুয়েল গেজের সেতু। এটি ৫০টি পিলারের ওপর ৪৯টি স্প্যানে নির্মিত হয়েছে।

কুমিল্লায় চিকিৎসকের ভুলে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ, হাসপাতালে ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসকের ভুলে ইমরান নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার। গত রোববার রাতে এ ঘটনা ঘটে। ইমরান হোসেন (২১) কাতার প্রবাসী হুমায়ুনের ছেলে। তিনি কুমিল্লার দ্বিতীয় মুরাদপুর দক্ষিণ পাড়া সর্দার বাড়ির বাসিন্দা। পরিবারের দাবি, ইমরান মারা গেলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাইফ সাপোর্টে রেখে চিকিৎসার নামে প্রায় দুই লাখ টাকার ওষুধ কিনিয়ে নেয়। এদিকে ইমরানের মৃত্যুর খবর শুনে স্বজন ও স্থানীয়রা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইমরানের স্বজনরা জানান, ঢাকার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে অপারেশন করানোর কথা থাকলেও তিনি না আসায় স্থানীয় চিকিৎসক দিয়ে অপারেশন করানো হয়। ঘটনার বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত চিকিৎসক আতাউর রহমানের মোবাইল ফোনে কল করলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। এ ঘটনার পর সংক্ষুব্ধ স্বজনরা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। এর আগেও এই হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ইমরান ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে বড়। তার এক ছোট ভাই প্রতিবন্ধী এবং অন্যজন বয়সে ছোট। ইমরানের মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ইমরানের চাচা জাকির হোসেন জানান, আমার ভাতিজাকে তারা সামান্য অপারেশনের কথা বলেছিল। কিন্তু, তারা সাত ঘণ্টা ধরে অপারেশন থিয়েটারে রেখেছিল। পরে রোগীর সমস্যা হয়েছে বলে লাইফ সাপোর্টে নেয়। আমরা রাজি হই। কিন্তু লাইফ সাপোর্টে নেওয়ার পর প্রায় তিনদিন হয়ে গেলেও তারা আমাদের রোগীকে দেখতে দেয়নি। গত রোবব-ার রাতে আইসিউতে ঢুকে দেখি আমাদের রোগী মৃত। কিন্তু তারপরেও তারা আমাদের কাছ থেকে মৃত রোগীর চিকিৎসা করানোর জন্য পরীক্ষা ফি ও ওষুধ কিনিয়েছে। আমাদের ২৫ হাজার টাকার অপারেশনের কথা বলে ধাপে ধাপে তারা আমাদের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা নেয়। তাদের গাফিলতির কারণে আমাদের রোগী মারা গেছে। আমরা এ ঘটনার বিচার চাই। এদিকে রোগীর মৃত্যুর বিষয়ে হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী ডাক্তার আবদুল হক বলেন, চিকিৎসক আতাউর রহমান অপারেশন করিয়েছেন। রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় ওই চিকিৎসকের অবহেলা ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মহিনুল ইসলাম জানান, রাতে ঘটনা শুনে পুলিশ সদস্যরা হাসপাতালে যায়। সেখানে তারা উত্তেজিত জনতাকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে স্বজনরা লাশ নিয়ে বাড়ি চলে যায়। এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ দেয়নি কেউ। অভিযোগ পেলে অবশ্যই তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভারত ও ভিয়েতনাম থেকে এলো ৩৫ হাজার টন চাল

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত ও ভিয়েতনাম থেকে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন চাল নিয়ে দুইটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। এরমধ্যে রয়েছে ভারতের ২২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং ভিয়েতনামের ১২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন আতপ চাল। গতকাল সোমবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার ও জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলামের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ভারত থেকে ২২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল নিয়ে এমভি তানাইস ড্রিম এবং গত ৩ ফেব্রুয়ারি সম্পাদিত জি টু জি চুক্তির আওতায় (২য় চালান) ভিয়েতনাম থেকে ১২ হাজার ৫০ মেট্রিক টন আতপ চাল নিয়ে এমভি হং লিনহ-১ জাহাজ দুটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, ভিয়েতনাম থেকে জি টু জি ভিত্তিতে মোট এক লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির চুক্তি হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চালানের ১৭ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন চাল ইতোমধ্যে দেশে পৌঁছেছে। জাহাজে রক্ষিত চালের নমুনা পরীক্ষা শেষে চাল খালাসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আগে শনিবার জি টু জি চুক্তির আওতায় পাকিস্তান থেকে ২৬ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন আতপ চাল নিয়ে এমভি মারিয়াম জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। জাহাজে রক্ষিত চালের নমুনা পরীক্ষা শেষে খালাসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তারও আগে গত ৫ মার্চ জি টু জি ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান থেকে ৩৭ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন চাল নিয়ে দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। এরমধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের ২৬ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন এবং ভারতের ১১ হাজার মেট্রিক টন চাল।

সাময়িক বরখাস্ত হলেন ডিআইজি মোল্যা নজরুল ও এসপি মান্নান

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমিতে সংযুক্ত (সাবেক জিএমপি কমিশনার) ডিআইজি মোল্যা নজরুল ইসলাম ও সিলেট জেলার সাবেক পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নানকে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এ বরখাস্তের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ১৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ডিআইজি মোল্যা নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। ডিআইজি মোল্যা নজরুল ইসলামকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী গত ৯ ফেব্রুয়ারি সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। অপর এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত (সাবেক সিলেট জেলা পুলিশ সুপার) আব্দুল মান্নানকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাকে সিলেট কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নানকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী গত ৯ ফেব্রুয়ারি সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। দুই কর্মকর্তাই বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

ঘুষ নেওয়ার সময় অডিটর-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে অডিটর ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে হাতেনাতে আটক করেছে। গতকাল সোমবার দুদকের প্রধান কার্যালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, অভিযোগকারী মো. আব্দুল হামিদ একজন অবসরপ্রাপ্ত নিরাপত্তা প্রহরী, গেদুরা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। তিনি অবসরকালীন সুবিধা পাওয়ার জন্য চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে আবেদন করেন। কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের অডিটর মো. হান্নান ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মো. শেরিকুজ্জামান তার ফাইল প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন, যা পরে ২২ হাজার টাকায় সমঝোতা হয়। তিনি বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশন ঠাকুরগাঁও কার্যালয়ে জানালে কমিশন ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে আটকের জন্য একটি ফাঁদ মামলা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আব্দুল হামিদ চাহিদার ২২ হাজারের মধ্যে ৫ হাজার টাকা নগদ দেওয়ার সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে হান্নানকে ঘুষ নেওয়ার সময় আটক করেন। একইসঙ্গে এ কর্মকাণ্ডের মূলহোতা হিসেবে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শেরিকুজ্জামানকেও আটক করা হয়। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ১৪৪৫ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে এক হাজার ৪৪৫টি মামলা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। গতকাল সোমবার দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত গত রোববার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযানে এসব মামলা করা হয়। এছাড়া অভিযানে ২২২টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৭১টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এমসি কলেজে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলার বিচার চলবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে ২০২০ সালে এক তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় দুই অভিযোগের বিচার চলবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা বদলি করতে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় গতকাল সোমবার বিচারপতি মো.আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ খারিজ করে আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী ওমর ফারুক, এম আব্দুল কাইয়ূম ও কামরুন মাহমুদ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আরশাদুর রউফ। আইনজীবী এম আব্দুল কাইয়ুম লিটন জানান, মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর চেয়ে রিট করেছিলেন ভিকটিমের স্বামী। ২০২২ সালের ১৫ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রুল মঞ্জুর করে ৩০ দিনের মধ্যে বদলির গেজেট জারি করতে নির্দেশ দেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপক্ষ বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার জন্য আপিল বিভাগে আবেদন করেছিল যাতে মামলাটা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে না যায়। আজকে প্রায় দুই বছর পরে মামলাটার শুনানি হয়। রাষ্ট্রপক্ষ নিজেদের আপিল প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর মাধ্যমে হাইকোর্টের আদেশ বহাল থাকলো। এখন এই বিচার কাজ দ্রুততার সঙ্গে ত্বরান্বিত হবে এবং যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত হবে বলে আশা করি। মামলাটি সাক্ষ্য গ্রহণ স্টেজে ছিল। তারপর এটি আর আগায়নি বলে জানান আইনজীবী। ২০২০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে স্বামীকে বেঁধে তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে ছাত্রলীগের কতিপয় নেতাকর্মী। এ ঘটনায় ভিকটিমের স্বামী বাদী হয়ে শাহপরান থানায় মামলা করেন। এ মামলায় আটজনকে অভিযুক্ত করে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে একই বছরের ৩ ডিসেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। ২০২১ সালের ১৭ জানুয়ারি এ মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ দেন সিলেটের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মোহিতুল হক চৌধুরী। অভিযোগ পত্রে আসামিরা হলেন-সাইফুর রহমান, শাহ মাহবুবুর রহমান ওরফে রনি, তারেকুল ইসলাম ওরফে তারেক, অর্জুন লস্কর, আইনুদ্দিন ওরফে আইনুল ও মিসবাউল ইসলাম ওরফে রাজন, রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান ওরফে মাসুম। এছাড়া এ ঘটনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে দায়রা আদালতে পৃথক চার্জশিট দেওয়া হয়। পরে বাদীপক্ষ হাইকোর্টে আসলে দুটি মামলা এক আদালতে চলবে বলে আদেশ দেন হাইকোর্ট। এরপর ২০২২ সালের ১১ মে ছিনতাই ও চাঁদাবাজির ঘটনায় অভিযোগ গঠন করে আদেশ দেন আদালত। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ধর্ষণ মামলায় এবং চাঁদাবাজির মামলায় ২০২২ সালের মে মাসে অভিযোগ গঠন করা হয়। কিন্তু সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়নি। এ কারণে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার চেয়ে মামলার বাদী ওই তরুণীর স্বামী হাইকোর্টে রিট করেন। শুনানি শেষে ২০২২ সালের ১৬ আগস্ট হাইকোর্ট রুল জারি করেছেন। ওই রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে একই বছরের ১৫ ডিসেম্বর রায় ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। রায়ে ৩০ দিনের মধ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বদলির জন্য গেজেট জারি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করেছিল।

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ঋণের চাপে বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন টিটু সূত্রধর (৩৫) নামের এক ব্যবসায়ী। গত রোববার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। তিনি উত্তর বাঁশবাড়িয়া রহমতের পাড়া এলাকার স্বপন সূত্রধরের ছেলে। রিবার সূত্রে জানা যায়, টিটু একটি মুদি দোকান চালাতেন। বাকিতে জিনিসপত্র বিক্রি করার পর ক্রেতারা টাকা দিচ্ছিলেন না। সংসারে অভাব থাকায় চড়া সুদে ঋণ নিয়ে দোকানে মালামাল তুলেছিলেন। ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য পাওনাদারের চাপ ছিল। গত রোববার বিকেলে পাওনাদার এসে রাতের মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ না করলে মামলা করার হুমকি দেন। এরপর সন্ধ্যায় টিটু দোকানে বিষপান করেন। স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ১১টায় তার মৃত্যু হয়। সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর জানান, ঋণের চাপ সইতে না পেরে ওই ব্যবসায়ী বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন বলে তার পরিবার জানিয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ময়মনসিংহে মধ্যরাতে র‍্যাবের অভিযান, আরসার ৪ সদস্য আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহ নগরীতে মধ্যরাতে একটি বহুতল ভবনে অভিযান চালিয়ে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) ৪ সদস্যকে আটক করেছে র‍্যাব। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা জব্দ করা হয় বলে জানা গেছে। গত রোববার রাত পৌনে ৩টার দিকে নগরীর নতুন বাজার মোড়স্থ গার্ডেন সিটি বহুতল ভবনের ১০ তলার এ ব্লক থেকে তাদের আটক করা হয়। ভবনের অন্যান্য বাসিন্দারা জানান, আটকদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও দুইজন নারীসহ দুটি শিশুও রয়েছে। ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে তারা কয়েকদিন ধরে এই ফ্ল্যাটে বসবাস করে আসছিলেন। তবে এ বিষয়ে অভিযানে নেতৃত্বে থাকা র‍্যাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে তারা সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান। এ সময় অভিযানকারী দলটি আটকদের গাড়িতে তুলে দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করেন। এর আগে রাত পৌনে ২টার দিকে নগরীর নতুন বাজার মোড় এলাকার গার্ডেন সিটি ভবনের সামনে অবস্থান নেয় র‍্যাবের বিপুল সংখ্যক সদস্য। এ সময় অভিযানিক দলটির বেশিরভাগ সদস্য ভবনের ভেতরে ঢুকে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে অভিযান পরিচালনা করে। তবে অভিযানকালে আটকদের কাছ থেকে কী কী জব্দ করা হয়েছে তা স্পষ্ট করে জানা যায়নি।

কক্সবাজারে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার শহরের পাহাড়তলীতে মুজিবুর রহমান (৩৭) নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গত রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে পৌরসভার পাহাড়তলী বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুজিবুর স্থানীয় হালিমা পাড়ার মৃত আবদুল জলিলের ছেলে। তিনি অটোরিকশার চালক ছিলেন। কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি মো: ইলিয়াস খান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহতের ভাই তানভীর জানান, রাতে পাহাড়তলীর একটি গ্যারেজে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক রাখা নিয়ে মুজিবুর রহমান ও পাশের ইসলামপুর এলাকার মো. হোসেনের ছেলে গোলাম মোস্তফার কথা কাটাকাটি হয়। এসময় ক্ষিপ্ত হয়ে মুজিবুর রহমানকে ছুরিকাঘাত করেন মোস্তফা। এতে গুরুতর আহত হলে তাকে দ্রুত কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। এসময় চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি মো. ইলিয়াস খান বলেন, পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযুক্তকে ধরতে অভিযানে চলছে।

করোনা টিকার ২২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ, সালমানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : করোনাভাইরাসের টিকা কেনার নামে ২২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বেক্সিমকো ফার্মার ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল সোমবার সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ভারত থেকে আমদানি করা অক্সফোর্ডঅ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড-১৯ টিকা বিতরণের খরচ দেখানো হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খরচ হয়েছে ১৮ হাজার কোটি টাকা। বাকি ২২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন সালমান এফ রহমান ও তার সিন্ডিকেটের সদস্যরা। অভিযোগটি আমলে নিয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। দুদক জানায়, করোনাভাইরাসের টিকাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল একটি সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটে আরও ছিলেন তৎকালীন স্বাস্থ্যসচিব লোকমান হোসেন, বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের (বিএসআরসি) চেয়ারম্যান মোদাচ্ছের আলী ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব আহমদ কায়কাউস। এই সিন্ডিকেটের শক্তির বলয়েই আটকে যায় বাংলাদেশি টিকা বঙ্গভ্যাক্স। তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছিলেন, কোভিড-১৯ টিকা ক্রয় এবং বিতরণের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই খরচ সর্বোচ্চ ১৮ হাজার কোটি টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। চক্রটি তাদের পকেট ভারী করতেই মূলত বাংলাদেশ আবিষ্কৃত করোনা টিকার অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটিয়ে গড়িমসি করে। সিরাম থেকে সালমান এফ রহমান আলাদা কমিশন নিয়েছেন, যা আর কোনো দেশে ঘটেনি।

আছিয়ার পরিবারকে ঈদ উপহার পাঠালেন তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় শিশু আছিয়ার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আছিয়ার পরিবারের জন্য বিশেষ ঈদ উপহার পাঠিয়েছেন তিনি। গতকাল সোমবার সকালে তার পাঠানো উপহারটি পরিবারের হাতে তুলে দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট হালিমা আরলি। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ যুবদলের নেতা রবিউল ইসলাম নয়ন, মাগুরা জেলা বিএনপির নেতা আলমগীর হোসেনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। তারেক রহমানের পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল নতুন পোশাক, খাদ্য ও ঈদসামগ্রী। সম্প্রতি মাগুরায় ৮ বছরের শিশু আছিয়াকে ধর্ষণের পর হত্যার চেষ্টা করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যায় শিশুটি। শিশু আছিয়ার উপর ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনার পর তা দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে। ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার চিকিৎসাসহ সবকিছুর দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। বিএনপির ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহ-সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট নেওয়াজ হালিমা আরলি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপাসন তারেক রহমান ধর্ষণের ঘটনা নিহত শিশুটির পরিবারের সঙ্গে আছেন। সব সময় তিনি খোঁজ খবর রাখছেন। পবিত্র ঈদু ফিতরের ঈদ উপহার পাঠিয়েছেন তিনি। শুধু আছিয়া নয় সারা বাংলাদেশে নারী নির্যাতনে ভিক্টটিম হবে তাদের জন্য আইনি সহায়তা পায় সেজন্যে সেল করে দিয়েছেন। নারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তিনি খোঁজ রেখেছেন আছিয়ার মা তিন দিন একটা পোশাক পরে রয়েছে। তা দেখে তিনি মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাসের মাধ্যমে ঈদ উপহার পৌঁছে দিয়েছে।

ঢাবির বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল প্রকল্প অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের জন্য চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তাব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১ হাজার ৫০০ ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন ছাত্রী হল নির্মাণে সহযোগিতার ব্যাপারে তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনসহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্প শিগগিরই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে বৈঠককালে এসব প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় উপদেষ্টা এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। এছাড়া উপাচার্য এসব প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী ও পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সচিব ড. কাইয়ুম আরা বেগমের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করেন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২ হাজার ৮৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীদের জন্য ৪টি হল, ছাত্রদের জন্য ৫টি হলসহ বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রী ও ৫ হাজার ১০০ ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থা হবে। একই সঙ্গে একশ ৫১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহের সংস্কার, সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের আওতায় অতি পুরাতন জরাজীর্ণ একশ ৬৮টি ভবনের সংস্কার করা হবে।

সহকারী প্রকৌশলী শরীফের সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ থাকায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী আবু শাহাদাৎ মো. শরীফের কুমিল্লার সাড়ে ৫১ শতক জমির ওপর নির্মিত রূপায়ন দেলোয়ার টাওয়ায় নামীয় ১টি বেজমেন্ট, ১টি সেমি বেজমেন্ট ও ১৩ তলার বাণিজ্যিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় ১২২ বর্গফুটের দোকান জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া আদালত তার নামে ৩টি ব্যাংক হিসাব ও ৬টি বিও হিসাব এবং তার স্ত্রী ফাতেমা আক্তারের একটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন। গতকাল সোমবার দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক মো. মাইনউদ্দিন জব্দ ও অবরুদ্ধের আবেদন করেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। আবেদনে বলা হয়েছে, আবু শাহাদাৎ মো. শরীফের বিরুদ্ধে পদ-পদবি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে অন্য কোনও উৎস হতে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ নিজ নামে ও তার স্ত্রী ফাতেমা আক্তার মজুমদারের নামে ব্যাংক হিসাবে এনে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা গ্রহণপূর্বক স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের কুমিল্লা শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আল মাসুদের হিসাবে স্থানান্তরসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে সম্পৃক্ত অপরাধ করার অভিযোগটি অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। আবু শাহাদৎ মো. শরীফের নামে থাকা স্থাবর সম্পদ, ব্যাংক হিসাব ও বিও হিসাবগুলো এবং তার স্ত্রী ফাতেমা আক্তার মজুমদার নামীয় হিসাব থেকে অর্থ অন্যত্র স্থানান্তর/হস্তান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির আগে বর্ণিত সম্পদ স্থানান্তর, হস্তান্তর বা বেহাত হয়ে গেলে পরবর্তীতে উক্ত টাকা উদ্ধার করা দুরুহ হয়ে পড়বে। সে কারণে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ১৪ ধারা মোতাবেক স্থাবর সম্পদ ক্রোক এবং ব্যাংক হিসাবগুলো এবং বিও হিসাবগুলো থেকে অর্থ উত্তোলন অবিলম্বে অবরুদ্ধ করা আবশ্যক।

রাঙামাটিতে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটির লংগদুতে কৃষি জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার বগাচতর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড মুসলিম ব্লকে এই ঘটনা ঘটে। মৃত যুবকের নাম জাবেদ আলী (২০)। তিনি ওই এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সকালে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে জমিতে কাজ করতে যান জাবেদ। দুপুরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং শরীর পুড়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসক মোস্তফা মনির বলেন, ছেলেটিকে পরিবার হাসপাতালে নিয়ে আসলে পরীক্ষার-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করা হয়।

সম্পাদকীয়

থামছে না 'মব ভয়োলেন্স' বিষয়টি উদ্বেগজনক

সংঘবদ্ধ কিছু মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতাকে অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায় 'মব জাস্টিস' বলা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে এই মব জাস্টিসের নামে কাউকে গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছে। যখন-তখন কারও বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করা হচ্ছে। কাউকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। কোথাও আবার কাউকে পদত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকি কাউকে জুতার মালা পরিয়ে কান ধরে উঠবস করানো হচ্ছে। বেড়েছে দলবদ্ধ হয়ে বিচারবহির্ভূতভাবে কাউকে হত্যা করার ঘটনাও। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে, যা উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মব জাস্টিসের শিকার হচ্ছেন রাজনীতিবিদ, পুলিশ, শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক থেকে শুরু করে চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সর্বত্র এক ধরনের ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে টার্গেট করা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রচার করা হয়। ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক আক্রোশ থেকে অথবা ঐ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান ও বাড়ির অর্থসম্পদ লুটপাট করাই থাকে মূল লক্ষ্য। এরপর চলে হামলা, লুটতরাজ, গণপিটুনি ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা। একের পর এক চলতে থাকা এ ধরনের ঘটনাকে 'মব জাস্টিসে'র নামে দায়মুক্তি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অনেকেই এটাকে 'মব জাস্টিস' বলছেন। আসলে এই ধরনের শব্দ ব্যবহারে দায়মুক্তির সুযোগ তৈরি হয়। এটাকে 'মব ভায়োলেন্স' বলা হয়। এটা থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। ফলে এটাকে অপরাধ হিসেবেই দেখতে হবে। সেই অপরাধের সঙ্গে যতজনই যুক্ত থাকুক না কেন তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে। উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল, তা দৃশ্যমান নয়। বস্তুত এ ব্যাপারে সরকারকে এক ধরনের নির্বিকার বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হলেও মব জাস্টিসের কোনো কোনো ঘটনায় সরকার তথা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রায় নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে। এটা ঠিক, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর পুলিশের মনোবলে চির ধরেছিল, তারা নিষ্ক্রিয় ছিল বেশ কিছুদিন। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা আবার কর্মস্থলে ফিরে এসেছে। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা। রয়েছে আনসার বাহিনী। এরপরও দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না কেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। সর্বত্রই কেমন যেন একটা গাছাড়া ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। আমরা মনে করি, দেশে কেউ যাতে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে না পারে, সে ব্যাপারে সরকারকে বাস্তবেই কঠোরতার প্রমাণ দিতে হবে।

খাদ্যপণ্য পাচার বন্ধ করতে হবে

মিয়ানমারে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম। বাজারে সরবরাহও অনেক কম। আমদানি করার মতো যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা নেই জান্তা সরকারের হাতে। মুদ্রার মান এতটাই কমে গেছে যে, যাদের জমানো টাকা ছিল সেগুলো এখন প্রায় কাগজে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতি জান্তা সরকারের ওপর সাধারণ নাগরিকদের আরও ক্ষুব্ধ করে তুলছে। ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই মিয়ানমারে চলছে গৃহযুদ্ধ। অর্থনীতির ভেঙে পড়ার দশা। সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে চাল এবং ভোজ্যতেলের। মিয়ানমারের মানুষের প্রধান চাহিদাই এ দুটি ভোগ্যপণ্য। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে উৎকৃষ্ট মানের চালের দাম ছিল প্রতি বস্তা ১৬ দশমিক ৫০ মার্কিন ডলার। কিন্তু ২০২৪ সালের জানুয়ারি নাগাদ তা বেড়ে ৪৪ দশমিক ২০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। সে হিসাবে তিন বছরে দাম বেড়েছে ১৬০ শতাংশের বেশি। ভোজ্য পামতেলের দামও তিন বছরে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। মোটামুটি সামর্থ্যবান যারা চিনাবাদামের তেল খেতেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই আর এই তেল কেনার সামর্থ্য নেই। তাঁরা রান্নায় বিকল্প তেল ব্যবহার করছেন বা চিনাবাদামের তেলের সঙ্গে অন্য তেল মেশাতে বাধ্য হচ্ছেন। ভোজ্য পামতেলের দামও তিন বছরে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। মোটামুটি সামর্থ্যবান যারা চিনাবাদামের তেল খেতেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই আর এই তেল কেনার সামর্থ্য নেই। তাঁরা রান্নায় বিকল্প তেল ব্যবহার করছেন বা চিনাবাদামের তেলের সঙ্গে অন্য তেল মেশাতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে পাচারকারীরা উঠেপড়ে লেগেছে এসব পণ্য পাচারের কাজে। বাংলাদেশের সঙ্গে দামের বড় পার্থক্যের কারণে অতিমুনাফা লাভের আশায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাচারকারী চক্র। সুযোগ বুঝে এ চক্রটি বৈদেশিক মুদ্রায় কেনা জ্বালানি তেলসহ নিত্যপণ্য সাগরের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে অবাধে পাচার করছে মিয়ানমারে। বিজিবির চোখ ফাঁকি দিয়ে যেমন যাচ্ছে স্থলপথে, তেমনি কোস্ট গার্ড বা অন্যান্য বাহিনীর নজর এড়িয়ে যাচ্ছে জলপথেও। সীমান্তসংলগ্ন এলাকা, এমনকি কক্সবাজার জেলা শহরের অনেক মুদি দোকানেই সয়াবিন তেলের সংকট প্রবল। কোনো কোনো দোকানে দুই হাজার টাকার পণ্য কিনলে সয়াবিন তেলের পাঁচ লিটারের একটি বোতল কেনা যায়। তার পরও অনেক দোকানে দাম বেশি রাখা হয়। এর কারণ পাচারকারীরা নির্ধারিত দামের (৮৫০ টাকা) প্রায় দ্বিগুণ দামে এসব বোতল কিনে নিয়ে যায়। জ্বালানি তেল, ভোজ্যতেলসহ অনেক পণ্য কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশকে আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য এভাবে পাচার হওয়ায় জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ঢাকার কাকগুলো গেল কোথায়

ঢাকার সকাল মানেই ছিল কাকের কা-কা ডাকের সরব অভ্যর্থনা। পুরান ঢাকার সরু গলি থেকে শুরু করে নতুন ঢাকার ব্যস্ত সড়ক, লালবাগ কেল্লার প্রাচীন দেয়াল থেকে হাতিরঝিলের জলে প্রতিফলিত আকাশ– সর্বত্রই ছিল কাকের অবাধ বিচরণ। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা খাবারের টুকরো নিয়ে ঠোকাঠুকি, কিংবা কোনো পুরনো বটগাছের ডালে দল বেঁধে বসে তাদের কলরব ছিল নগরজীবনের অঙ্গ। যেন শহরের আত্মা লুকিয়ে ছিল সেই চিরচেনা ডাকে। কিন্তু আজ? শহরের আকাশজুড়ে সেই পরিচিত ডাক আর তেমন শোনা যায় না। ব্যস্ত নগরের কোলাহলে কাকেরা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। কোথায় গেল তারা? কেনই বা ঢাকার এই চিরপরিচিত পাখিরা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে পড়ছে? কাককে আমরা অনেকেই অবহেলার চোখে দেখি। কখনো বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দিই, কখনো আবার তাদের অমঙ্গলের প্রতীক বলে অপবাদ দিই। অথচ এই অবহেলিত পাখিগুলোর অবদান শহরের পরিবেশের জন্য অপরিসীম। কাক হলো প্রকৃতির নিরলস পরিচ্ছন্নকর্মী রাস্তাঘাটের আবর্জনা, পচা-গলা খাবার, মৃত প্রাণী কিংবা নষ্ট ফল খেয়ে তারা নীরবে শহরকে জীবাণুমুক্ত রাখে। কাকের উপস্থিতি ছাড়া ঢাকার রাস্তায় ময়লার স্তূপ আরও দ্রুত জমত, পরিবেশ দূষণ হতো আরও তীব্র। বলা চলে, নগরের ভারসাম্য রক্ষায় কাক এক অনিবার্য অংশ। তবুও কেন দিন দিন কমে যাচ্ছে এই উপকারী পাখিগুলোর সংখ্যা? উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের তাকাতে হবে নগরায়নের অপ্রতিহত গতি, ক্রমবর্ধমান দূষণ, প্রযুক্তির আগ্রাসন এবং জীববৈচিত্র্যের প্রতি আমাদের দীর্ঘদিনের অবহেলার দিকে। ঢাকা শহরের উন্নয়নের নামে দিন দিন কংক্রিটের জঙ্গল বাড়ছে, অথচ সবুজের পরিসর ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। একসময় পুরানো ঢাকার বিশাল বটগাছ, পুকুর, আমগাছের ডালে কাকেরা দল বেঁধে বাসা বাঁধত। গাছের ঘন পাতার আড়ালে কাকের ডাক আর ডানা ঝাপটানোর শব্দে মুখরিত হতো সকাল-বিকেল। কিন্তু সেসব গাছের জায়গা এখন দখল নিয়েছে উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট, শপিং মল আর কাঁচের দেওয়ালের ঝলমলে অফিস। যেখানে একসময় কাকেরা নিশ্চিন্তে রাত কাটাত, সেখানে এখন জ্বলে কৃত্রিম আলো, চলে অবিরাম নির্মাণ কাজ। কাকের চেনা আশ্রয় হারিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে শহরের এক টুকরো প্রকৃতি। ঢাকার আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক উন্নতি মানুষের জন্য আশার খবর, কিন্তু কাকের জন্য নয়। একসময় রাস্তার ধারে উন্মুক্ত ডাস্টবিনে সহজেই খাবার পেত তারা। পচা ফল, উচ্ছিষ্ট খাবার, কিংবা ছোটখাটো প্রাণীর মৃতদেহ ছিল তাদের সহজলভ্য খাবার। কিন্তু এখন অনেক স্থানে ডাস্টবিন ঢেকে রাখা হয়, ময়লা দ্রুত সংগ্রহ করা হয়। ফলে কাকের খাবারের উৎস সংকুচিত হচ্ছে। ক্ষুধার্ত কাকেরা হয়তো বেঁচে থাকার তাগিদে শহর ছেড়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত, গ্রামীণ এলাকায় পাড়ি জমাচ্ছে। ঢাকার বায়ু দূষণ, রাসায়নিক বর্জ্য আর অপরিকল্পিত আবর্জনা ব্যবস্থাপনা কাকের স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। পচা খাবারের সঙ্গে মিশে থাকা প্লাস্টিক, কীটনাশক বা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ খেয়ে অনেক কাক অসুস্থ হয়ে পড়ে, নিঃশব্দে মারা যায়। পথের ধারে ফেলে দেওয়া বিষাক্ত ফল বা খাদ্য খাওয়ার পর অসহায় পাখিগুলো গাছের ডালে কিংবা রাস্তার পাশে নিথর পড়ে থাকে। সেই মৃত্যু যেন কেউ দেখে না, কেউ বোঝে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মোবাইল টাওয়ার, ওয়াইফাই, আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের অদৃশ্য তরঙ্গ পাখিদের আচরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কাকের মতো বুদ্ধিমান পাখিরা পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই তরঙ্গের কারণে তাদের দিকনির্দেশনা ও যোগাযোগের ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে। ফলে তারা নিজেদের বাসা খুঁজে পেতে, এমনকি খাবারের উৎস চিহ্নিত করতেও সমস্যায় পড়ে। কাকের সংখ্যা কমে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ মানুষের মানসিক পরিবর্তন।

নদী তার প্রাণ ফিরে পাক

প্রকাশ ঘোষ বিধান

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। সহস্রাধিক ছোট-বড় নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে এ দেশজুড়ে। কালের বিবর্তনে বর্তমানে অনেক নদ-নদী সংকটাপন্ন। নদী হারাচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে দূষণের মাত্রাও বাড়ছে। বিশেষ করে পানিতে বর্জ্য মিশ্রণের ফলে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে নদীগুলো। বর্তমানে অনেক নদ-নদী সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। বিভিন্ন স্থানে এসব নদ-নদী ভরাট হয়ে গেছে। এতে ভাটির জনপদে নৌপথ বন্ধ, চাষবাসে সংকট, অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। নদী পরিবেশ ও প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। নদী হারাচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে দূষণের মাত্রাও বাড়ছে। বিশেষ করে পানিতে বর্জ্য মিশ্রণের ফলে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ভাটির জনপদের নদীগুলো। উৎসমুখসহ বিভিন্ন স্থানে গতিপথ পরিবর্তন, নাব্য হারিয়ে নদীভাঙন ব্যাপক হচ্ছে। তীরবর্তী জনপদের জীবন-জীবিকা বদলে যাচ্ছে। বিলীন হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। সবুজ-শ্যামল সজল প্রকৃতি প্রাণের বৈচিত্র্য মানেই বাংলাদেশ। এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রাণশক্তিই হলো দেশের প্রায় ৭ হাজার নদ-নদী জলাভূমি। সেই সঙ্গে আমাদের এসব নদীর সাথে জড়িয়ে আছে প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য, জীবন-জীবিকা, জীববৈচিত্র্য। সচেতনতা ও সংরক্ষণের অভাবে নদীর ধার ঘেঁষে গড়া প্রাচীন নগরীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। নদীকে ঘিরে মাঝি-মাল্লা, জেলেসহ অজস্র জনগোষ্ঠী জীবিকা হারিয়েছে। ভরাট, দখল দূষণে অজস্র প্রাণীর বিতাড়ন ও বিলুপ্তিতে জীববৈচিত্র্য ও সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে। ১৪ই মার্চ আন্তর্জাতিক নদী কৃত্য দিবস। যাকে আরেক ভাবে বলা হয়, আন্তর্জাতিক নদী রক্ষায় করণীয় দিবস। নদীর প্রতি তাই দায়বদ্ধতা মনে করিয়ে দিতে ১৪ মার্চ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। ১৯৯৭ সালের মার্চে ব্রাজিলের কুরিতিবা শহরে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ থেকে আন্তর্জাতিক নদী কৃত্য দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। নদীর প্রতি মানুষের করণীয় কী, নদী রক্ষায় দায়িত্ব, মানুষের দায়বদ্ধতা কতটুকু, এসব বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নদীই একটি জীবন্ত সত্তা। ২০১৯ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি আমাদের দেশের মহামান্য হাইকোর্ট একটি রায়ে নদীকে জীবন্ত সত্তা (লিভিং এনটিটি) বলে আদেশ জারি করেছে। এর অর্থ মানুষের মতো নদীরও সুস্থ সুন্দর থাকার অধিকার রয়েছে। নদনদী দখল আর দূষণের শিকার হয়ে নদী গতি হারাচ্ছে। নিয়মনীতি উপেক্ষা করে নদীর ধারে গড়ে উঠেছে বড় বড় কলকারখানা, নদীতে শত শত বাঁধ। যখন যেভাবে প্রয়োজন তখন সেভাবে নদীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রভাবশালীরা নদী ভরাট করে দখল করার উৎসবে মেতে উঠেছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে এখন নদীর অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। দখলদারদের দৌরাত্ম্যে অনেক নদ-নদী হয়েছে মৃত; অস্তিত্ব হারিয়েছে। দখল, দূষণ, বালু ও মাটি উত্তোলনসহ নানা কারণে চরম সংকটে পতিত হয়েছে নদীগুলো। দখল হওয়া নদী ও বিভিন্ন স্থানে গতিপথ পরিবর্তন, নাব্য হারিয়ে নদীভাঙন ব্যাপক হচ্ছে। এসব নদীর মরে যাওয়ায় চাষবাসে সংকট, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসসহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এ নদীগুলো বাঁচানোর আকুতি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছেন পরিবেশবাদীরা। বর্তমানে বাংলাদেশের নদীর সংখ্যা প্রায় ১,০০৮ টি। এ নদ-নদীগুলোর উপনদী ও শাখানদী রয়েছে। উপনদী শাখানদীসহ বাংলাদেশের নদীর মোট দৈর্ঘ্য হলো প্রায় ২২,১৫৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশের নদীর সংখ্যা কত এটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তালিকা দেশে বর্তমানে জীবন্ত নদ-নদীর সংখ্যা এক হাজার আট। দীর্ঘতম নদী পদ্মা। দেশের তিন বিভাগের ১২টি জেলায় প্রবাহিত নদীটির দৈর্ঘ্য ৩৪১ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে দেশে ২২ হাজার কিলোমিটারের দীর্ঘ নদীপথ রয়েছে। দেশে বর্তমানে ২০০ কিলোমিটারের বেশি নদী রয়েছে ১৪টি। এ ছাড়া ১০০ থেকে ১৯৯ কিলোমিটারের নদী রয়েছে ৪২টি, ১০ থেকে ৯৯ কিলোমিটারের নদী ৪৮০টি এবং ১ থেকে ৯ কিলোমিটারের দৈর্ঘ্যের নদীর সংখ্যা ৩৭৬টি। এক কিলোমিটারেরও কম দৈর্ঘ্যের নদী রয়েছে ৪১টি। সবচেয়ে বেশি নদী রয়েছে সুনামগঞ্জ জেলায়, ৯৭টি। ৯ আগস্ট নদী রক্ষা কমিশন তাদের ওয়েবসাইটে ৯০৭টি নদ-নদীর খসড়া তালিকা প্রকাশ করে। কমিশনে জমা পড়া সব মতামত ও আপত্তি নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়, যেখানে নদীর সংখ্যা বেড়েছে ১০১টি। কমিশন জানিয়েছে, এই তালিকায় নদীর সংখ্যা সংযোজন ও বিয়োজনের কাজ চলমান থাকবে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় দেশে বর্তমানে এক হাজার ১৫৬টি নদ-নদী প্রবহমান আছে বলে একটি খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা নির্ধারণবিষয়ক সেমিনারে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই তালিকায় ৩৬৫টি এমন নদীর নাম যুক্ত করা হয়েছে, যেটা ২০১১ সালে বাপাউবো কর্তৃক প্রকাশিত ৪০৫টি নদী এবং ২০২৩ সালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এক হাজার আটটি নদী তালিকায় ছিল না। অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করে। বালু উত্তোলন নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে, নদীগুলোর বাস্তুসংস্থান নষ্ট করে। বর্তমানে বালু উত্তোলনের জন্য সরকারিভাবে দেশের ৭০৭টি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। যেগুলো বালুমহাল নামে পরিচিত। যার মধ্যে ৩৮২টি বালুমহাল বিভিন্ন ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে বালু উত্তোলন মানচিত্র-২০২৩ শিরোনামে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের ৭৭টি নদীর ১৩২টি পয়েন্ট থেকে ২৬৫ ব্যক্তি অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছেন। সমীক্ষা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২৬৫ জনের মধ্যে অন্তত ৫৪ জন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। প্রতিবেদন অনুসারে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা বালু নদী থেকে সবচেয়ে বেশি বালু উত্তোলন করা হয়। ১৩২টি অবৈধ বালু উত্তোলন কেন্দ্রের মধ্যে পদ্মায় ২০টি, যমুনায় ১৩টি, মেঘনায় ১২টি, ব্রহ্মপুত্রে ছয়টি, সুরমা ও পিয়াইন নদীতে পাঁচটি, তিস্তায় চারটি, সাঙ্গুতে তিনটি এবং ইছামতিতে তিনটি কেন্দ্র রয়েছে। বাকিগুলো দেশের অন্যান্য নদীতে অবস্থিত। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, বঙ্গোপসাগরের অন্তত সাতটি কেন্দ্র থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। সম্প্রতিকালে রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি) পরিচালিত এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর প্রধান সম্পদ হচ্ছে উজান থেকে আসা পানির প্রবাহ। নদ-নদীর পানির ওপর ভর করে দেশের কৃষি ও বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবিকা চলে। বর্ষাকালে পানির পরিমাণ বেশি আসায় বন্যা ঝুঁকিতে থাকে বাংলাদেশ। আর শুষ্ক মৌসুমে যখন পানি দরকার তখন পানি কম আসছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে এসব বিপদ তৈরি হচ্ছে। পৃথিবী জুড়ে নদী প্রাগৈতিহাসিক যুগ ধরে মানবসভ্যতা গড়ে তোলার জন্য অবিরত অবদান রেখে চলেছে, সেই নদীর উপরই মানবজাতি অবিবেচক, অকৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠুরের মতো বর্বর আচরণ করে চলেছে। লোভী মানুষের দখল অভিযান, শিল্পায়ন ও কৃষিক্ষেত্রের কীটনাশকের ভয়ংকর দূষণ এবং নদীর প্রবাহে নানা কৃত্রিম অবরোধ সৃষ্টি করে নদ-নদীসমূহকে হত্যার আয়োজনে নির্বিচারভাবে মত্ত মানুষ। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের সংকট এবং অন্যান্য দুর্যোগে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত নদীগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে সরকার, আদালত, বিভিন্ন সংস্থা এবং সুশীল সমাজকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নদী রক্ষায় দেশের নদনদী যথাযথ তালিকা প্রণয়ন ও তা গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা দরকার। নদীর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ, উন্নয়নে জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ সচেতন ব্যক্তি, সমাজ, সংগঠনকেও এগিয়ে আসতে হবে। দেশের নদী সমূহকে বাঁচাতে হবে, ভালো রাখতে হবে। নদী ভালো না রাখলে আমরা ভালো থাকব না। নদী না বাঁচলে সভ্যতা টিকবে না। নদীর আইনি অধিকার রক্ষায় সকলের এগিয়ে আসা দরকার।

লেখক: প্রকাশ ঘোষ বিধান; সাংবাদিক ও কলামিস্ট

শাহবাগে ফ্যাসিবাদ ও 'শাহবাগী'দের কাফফারা

মাহফুজ আলম

জামায়াত যুদ্ধাপরাধের সহযোগী ছিল। কিন্তু, নাহিদ ইসলাম যেভাবে বলেছেন এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তারা কাফফারা দিয়েছেন। আমিও বলেছি, জামায়াতের যারা বাংলাদেশপন্থী, তারা এদেশে রাজনীতি করার অধিকার রাখেন। জামায়াতের নতুন প্রজন্মের অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে কেউই পাকিস্তানপন্থী নন। ফলে, স্বাধীনতাবিরোধী ট্যাগ দিয়ে জামায়াত-শিবিরের রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যাবেনা। রাজনৈতিক ও আদর্শিক লড়াই করেই তাদের বিরুদ্ধে জিততে হবে। তাদের প্রোপাগাণ্ডা ওয়ারের জবাব দিতে হবে সত্য দিয়ে। শাহবাগে যারা গিয়েছিল একটা বড় অংশ 'চেতনা'র অন্ধতায় পড়ে গিয়েছিল। অনেক ছাত্র-তরুণ ইসলাম বিদ্বেষ থেকে না, বরং নিছক যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবিতে গিয়ে উপস্থিত ছিল। তরুণ প্রজন্মের আবেগকে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের মুজিববাদী অংশ কাজে লাগিয়ে এদেশে মবোক্রেসি কায়েম করেছিল। যার ফসল ছিল দীর্ঘ এক দশকের ফ্যাসিবাদী দু:শাসন- বিরোধীদলীয় কর্মীদের গুম, খুন, ধর্ষণ ও নিপীড়ন। কিন্তু, শাহবাগে অংশ নেয়া অনেক ছাত্র-তরুণই তাদের ভুল বুঝতে পেরে মুজিববাদী বয়ানের বাইরে যেতে চেয়েছেন। গত কয়েক বছর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা অংশীজন ছিলেন। আহত ও নিহত হয়েছেন। তারা আমাদের সহযোদ্ধা। তারা আমাদের কমরেডস বটেন! এ অভ্যুত্থানে শক্তিশালী ভূমিকা রেখে তারা লীগ ও মুজিববাদের পরাজয় নিশ্চিত করেছেন। তারা ইতোমধ্যে তাদের রাজনৈতিক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তথা কাফফারা আদায় করেছেন। আমি নিজে শাপলায় এসেছিলাম লংমার্চে নবীজির প্রতি ভালোবাসায়। ৫ই মে তে আমি আসতে পারিনি। কিন্তু, যুদ্ধাপরাধের বিচার ও জামায়াত নেতাদের ভূমিকা নিয়ে আমাদের আগ্রহ ছিলনা। আমরা মূলত নবীজির সম্মান ও ভালোবাসা সামনে রেখে ঢাকায় এসেছিলাম। আমি শর্ষিণাপন্থী যে মাদ্রাসায় পড়েছি, সেখানে জামায়াত নেতাদের ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী হিসাবে গণ্য করা হত। আর, জামায়াত নেতাদের ফাঁসিকে দেখা হত তাদের আলেম ও সহি 'ইসলাম' বিরোধিতার ফসল হিসাবে। জামায়াতকে আমরা ছোটবেলা থেকে আলেম-ওলামা বিরোধী হিসাবেই জেনে এসেছি। অনেকেই হয়ত খেয়াল করেন না, অধিকাংশ শাপলার কর্মীরাই আসলে জামায়াতের আকিদা (বিশ্বাস ও কর্মপন্থা) ও নেতৃত্ব বিরোধী। শাপলার অনেক নেতৃত্বই জামায়াতের আলেম ও পীরপন্থা বিরোধিতার শিকার। এমনকি অনেকেই জামায়াত ও শিবির নেতাদের কর্তৃক নিগৃহীত ও নিপীড়িত হয়েছেন। কিন্তু, জামায়াত সফলভাবেই তাদেরকে প্রক্সি হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। যেমন লীগ 'শাহবাগী'দের ব্যবহার করেছে। আমরা অভ্যুত্থান- উত্তর সময়ে উপনীত হয়েছি। এখানে জামায়াতকে বা শিবিরের কর্মীদের 'রাজাকার', 'স্বাধীনতাবিরোধী' বলে বধযোগ্য করার যে বয়ান সেটার বিরোধী আমরা। তেমনি, শাহবাগের ইসলামফোবিয়ার বিরুদ্ধেও আমাদের অবস্থান। এ ইসলামফোবিয়ার শিকার আমি নিজে হয়েছি। পাঞ্জাবি টুপি পরলেই জঙ্গীবাদী বলা থেকে শুরু করে মাদ্রাসাছাত্রদের ও আলেমদের বিমানবিকীকরণের জন্য শাহবাগ দায়ী। শাহবাগের সাংস্কৃতিক বন্দোবস্ত বিএনপি-জামায়াতসহ বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের ঊন-মানুষে পরিণত করেছিল। কিন্তু, অভ্যুত্থান- উত্তর সময়ে একটি সংলাপমুখর সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। শাপলা-শাহবাগের বাইনারির বাইরে এসে শাহবাগের প্রাণভোমরা- মুজিববাদ, ভারতপন্থা ও শেখ পরিবারের বিরুদ্ধে পুরাতন শাপলা ও শাহবাগের কর্মীদের 'কমরেডস' হয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। আসলে, শাপলা- শাহবাগের কর্মীরা কমরেডস হয়েছিল বলেই শেখ হাসিনার পতন ঘটেছিল। এদিকে, শাপলার নেতৃত্বের জন্যও কারো প্রক্সি না হয়ে রাষ্ট্রে ইজ্জত ও শরিকানা দাবির সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। আমি আমার আগের দুটি পোস্টে আলেম- ওলামাদের ধন্যবাদ দিয়েছিলাম তাদের শক্তিশালী ভূমিকার জন্য। তৌহিদবাদী জনতার নেতৃত্ব যেন ফ্রিঞ্জ এলেমেন্টের হাতে না গিয়ে মূলধারার হকপন্থী আলেমদের হাতে থাকে, এ আশা রাখি। মূলধারার আলেমরা আশা করি গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে, দেশের পক্ষে দাঁড়িয়ে শাহবাগের মবোক্রেসি ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। নিজেরা সে সংস্কৃতির অনুকরণ করবেন না। এক্ষেত্রে আমরা মজলুম ও গণতান্ত্রিক মূলধারার আলেমদের পক্ষেই থাকব। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শাপলার গণহত্যার বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা শাপলার হত্যাযজ্ঞ ডকুমেন্টেশনের কথা বলেছেন। আশা করি, শাপলায় শহিদ মাদ্রাসাছাত্র ও আলেমদের বিরুদ্ধে যে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে বর্বর শেখ হাসিনা, তার সুষ্ঠু তদন্ত, ডকুমেন্টেশন ও বিচার নিশ্চিত হবে। সাবেক 'শাহবাগী' যারা অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে নিজেদের ন্যায্য অবস্থান ব্যক্ত করেছেন, লড়াই করেছেন- তাদেরকে কোনভাবেই বধযোগ্য করে তোলা যাবে না। যাকে তাকে 'শাহবাগী' ট্যাগ দিয়ে অভ্যুত্থান- উত্তর সময়ে বৃহত্তর সংহতির সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা যাবে না।

শাপলাপন্থী কেউ যদি ভাবেন, লীগ বিরোধী ও অভ্যুত্থানের পক্ষের সাবেক 'শাহবাগী'দের শত্রু ও বধযোগ্য বানিয়ে তারা সফল হবেন, তা কিন্তু হবে না। আপনি শাপলার হয়ে মবোক্রেসি ও বিচারহীনতার দাবি করলে আপনিও তো 'শাহবাগী' হয়ে উঠবেন, নাকি? বামপন্থীদের মধ্যে যারা মুজিববাদ বিরোধী, তারা কিন্তু অনেক আগে থেকেই শাপলার হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ফলে,শত্রু- মিত্র ফারাক করা আমাদের জন্য খুবই জরুরি। তবে, পুরাতন 'শাহবাগী', যারা এখনো শাহবাগের প্রাণভোমরা- মুজিববাদ, ভারতপন্থা ও শেখ পরিবারের প্রতি আনুগত্যকে নিজেদের আদর্শ বলে মনে করেন, তাদের বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া উচিত হবেনা। এরাই গুম ও গণহত্যার উস্কানি দিয়েছিল ও ন্যায্যতা তৈরি করেছিল। জুলাই গণহত্যার সময়ও এরা চুপ ছিল, কেউ কেউ বৈধতা উৎপাদনে ব্যস্ত ছিল। বিদেশ থেকে এখনো যারা ফ্যাসিবাদের পক্ষে সাফাই গাইছে, এদের একটা বড় অংশ শাহবাগের ফ্যাসিবাদী। এরা জনগণের শত্রু, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের শত্রু, গণ-অভ্যুত্থানের শত্রু। এদের বিচার শুরু হয়েছে, শেষ ও হবে। অভ্যুত্থান- উত্তর বাংলাদেশে শাহবাগে বেড়ে ওঠা মবোক্রেসি ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি সব পক্ষকেই বাদ দিতে হবে। গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও সহনাগরিকদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ সংলাপ ও সংহতির দিকে সবাইকে এগুতে হবে। শাহবাগের ছাত্র-তরুণ যারা মুজিববাদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন, 'শাহবাগী' ট্যাগ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মব উস্কে দেয়া বা বিভেদ তৈরি সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। রাজনৈতিক Vendetta থেকে হরেদরে সবাইকে শাহবাগী বলা বন্ধ করতে হবে। গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই থাকবেই। কিন্তু, গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ও মৈত্রী বাড়াতে হবে, শত্রু কমাতে হবে এবং চিহ্নিত শত্রুর দীর্ঘমেয়াদে পরাজয় নিশ্চিত করতে হবে।

ফেসবুক থেকে সংগৃহীত

ধর্ষণের থাবায় বিপন্ন বাংলাদেশ: কোথায় সমাধান?

ড. মতিউর রহমান

বাংলাদেশ, তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সহনশীল জনগণের জন্য পরিচিত, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে একটি ভয়াবহ সংকটে পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, এবং পরিসংখ্যানগুলি দেশে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি শুধু ব্যক্তিগত অপরাধমূলক আচরণের প্রতিফলন নয়, বরং এটি সমাজের গভীর কাঠামোগত সমস্যার একটি লক্ষণ। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) তথ্য অনুসারে, ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে কমপক্ষে ১১ হাজার ৭৫৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৬ হাজার ৩০৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ধর্ষণের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৩ হাজার ৪৭১ জনের বয়স ১৮ বছরের নিচে, যা মোট ধর্ষণ ঘটনার ৫৫ শতাংশেরও বেশি। এই পাঁচ বছরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১ হাজার ৮৯ জন নারী ও কন্যাশিশু। এছাড়া যৌন সহিংসতার পর হত্যা করা হয়েছে ২০৭ জনকে, যাদের মধ্যে ১১৮ জনই শিশু। আরও মর্মান্তিক হলো, অন্তত ৫০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ভয়াবহ সহিংসতার ট্রমা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। নারীর প্রতি সহিংসতার পরিধি শুধু ধর্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি আরও বিস্তৃত। গত পাঁচ বছরে ২ হাজার ৬২৪ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এইচআরএসএসের তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে যৌতুকের জন্য ৩৫৫ জন নারীকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ২৬ জন আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া, যৌতুক-সম্পর্কিত সহিংসতায় ২৯০ জন নারীর মৃত্যু হয়েছে। পারিবারিক সহিংসতার ঘটনায় ১ হাজার ২৬২ জন নারী নিহত, ৩৮৬ জন আহত এবং ৪১৬ জন আত্মহত্যা করেছেন। অ্যাসিড হামলায় ৯৪ জন নারী ও কন্যাশিশু আহত হয়েছেন, যার মধ্যে ৯ জন মারা গেছেন। আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা, লিঙ্গ সমতা প্রচার, নারীদের ক্ষমতায়ন এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ধর্ষণের মতো সংকট মোকাবিলা করতে পারে এবং সবার জন্য একটি নিরাপদ ও ন্যায়সংগত সমাজ গড়ে তুলতে পারে। সামনের পথ দীর্ঘ ও চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে নারী ও মেয়েরা ভয় এবং সহিংসতা মুক্ত হয়ে বাঁচতে পারবে। ২০২৫ সালেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। বছরের প্রথম দুই মাসের পরিসংখ্যানও উদ্বেগজনক। এই সময়ে অন্তত ২২৪ জন নারী ও কন্যাশিশু সহিংসতার শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ১০৭ জনকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৬ জনের বয়স ১৮ বছরের নিচে। এছাড়া ২৭ জন নারী ও শিশু সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২৯ জন যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ১৬ জনই শিশু। যৌতুক-সম্পর্কিত সহিংসতার কারণে ছয়জন নারী মারা গেছেন এবং দুই জন আহত হয়েছেন। পারিবারিক সহিংসতায় ৫৮ জন নারী প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের মধ্যে ২০ জন আত্মহত্যা করেছেন। অ্যাসিড হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলো বাংলাদেশে নারী ও মেয়ে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে। এটি শুধু সংখ্যায় নয়, প্রতিটি ঘটনার পেছনে রয়েছে মানবিক ট্র্যাজেডি, যা সমাজের গভীর ক্ষতকে নির্দেশ করে। এই সংকট মোকাবেলায় জরুরি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।তবে এই সংখ্যাগুলি শুধু হিমশৈলের চূড়া মাত্র, কারণ সামাজিক কলঙ্ক, প্রতিশোধের ভয় এবং বিচার ব্যবস্থায় আস্থার অভাবের কারণে অনেক ঘটনা রিপোর্টই করা হয় না। এই নৃশংস অপরাধের শিকার হচ্ছেন শিশু থেকে বৃদ্ধা নারী পর্যন্ত, যার মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ ঘটনায় ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েরা রয়েছে। এই অপরাধগুলোর নৃশংসতাও বাড়ছে, যেখানে অনেক ঘটনায় গ্যাং রেপ, নির্যাতন এমনকি হত্যাও জড়িত। ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি দেশজুড়ে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে, যেখানে নাগরিকরা কঠোর আইন, দ্রুত বিচার এবং নারী ও শিশুদের জন্য সুরক্ষা দাবি করছে। বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধির পেছনে কোনো একক কারণ দায়ী নয়; বরং এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার একটি জটিল সমন্বয়। প্রধান কাঠামোগত কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা। নারী ও মেয়েদের প্রায়ই পুরুষের চেয়ে নিম্নস্তরের হিসেবে দেখা হয় এবং তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। এই মানসিকতা একটি অনাক্রম্যতার সংস্কৃতি তৈরি করে, যেখানে অপরাধীরা বিশ্বাস করে যে তারা কোনো শাস্তি ছাড়াই অপরাধ করতে পারবে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো লিঙ্গ সমতা এবং নারী অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব। অনেক গ্রামীণ এলাকায়, ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস ও প্রথা এখনো প্রাধান্য পায়, যা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে স্বাভাবিক করে তোলে। শিশুবিবাহ, যা দেশের কিছু অংশে এখনো প্রচলিত, তরুণ মেয়েদের যৌন সহিংসতার প্রতি আরও বেশি সংবেদনশীল করে তোলে। এছাড়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফির ব্যাপক প্রাপ্যতা তরুণ পুরুষদের মধ্যে নারীদের বস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতা বাড়িয়েছে। অর্থনৈতিক অসমতাও ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধির পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব অনেক পুরুষকে হতাশা ও রাগের দিকে ঠেলে দেয়, যা সহিংস আচরণে প্রকাশ পেতে পারে। এছাড়াও, নারীদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব তাদের অনিরাপদ পরিবেশে কাজ করা বা আর্থিক সহায়তার জন্য পুরুষ পরিবারের সদস্যদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে। এই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা প্রায়ই ভুক্তভোগীদের চুপ করিয়ে দেয় এবং তাদের নির্যাতনের কথা বলতে নিরুৎসাহিত করে। বিচার ব্যবস্থার অদক্ষতা ও দুর্নীতি সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অনেক ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা হয়রানির ভয় বা দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল আইনি লড়াইয়ের কারণে ধর্ষণের ঘটনা রিপোর্ট করতে অনিচ্ছুক। এমনকি যখন ঘটনা রিপোর্ট করা হয়, তখনও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার অত্যন্ত নিম্ন থাকে, যা প্রায়ই অপর্যাপ্ত প্রমাণ, সাক্ষীকে ভয় দেখানো বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের কারণে হয়। এই জবাবদিহিতার অভাব সম্ভাব্য অপরাধীদের একটি বিপজ্জনক বার্তা দেয়, যা তাদের শাস্তির ভয় ছাড়াই অপরাধ করতে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধির পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সুদূরপ্রসারী, যা শুধু ভুক্তভোগীদের নয়, তাদের পরিবার এবং সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে। ভুক্তভোগীদের জন্য, ধর্ষণের আঘাত আজীবন মানসিক, শারীরিক এবং আবেগগত প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD), বিষণ্নতা এবং উদ্বেগে ভোগেন, যা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে। ধর্ষণের সময় সৃষ্ট শারীরিক আঘাত দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে, যার মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণ এবং প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যাও রয়েছে। ধর্ষণের সাথে জড়িত সামাজিক কলঙ্ক প্রায়ই ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে, যা আরও বেশি মানসিক দুর্দশার সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে, বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের অপরাধের জন্য দায়ী করা হয়, তাদের আচরণ বা পোশাকের জন্য আক্রমণকে উসকে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। এই ভুক্তভোগী-দোষারোপের মানসিকতা শুধু বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের কষ্ট বাড়ায় না, বরং অন্যরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে নিরুৎসাহিত করে। তাদের সম্প্রদায় দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় অনেক ভুক্তভোগীকে চুপ থাকতে বাধ্য করে, যা অপরাধীদের অব্যাহতভাবে অপরাধ করতে সাহায্য করে। ধর্ষণের অর্থনৈতিক প্রভাবও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি তাদের শারীরিক ও মানসিক আঘাতের কারণে কাজ বা শিক্ষা চালিয়ে যেতে অক্ষম হন, যা আয় ও সুযোগের ক্ষতির কারণ হয়। পরিবারগুলি প্রায়ই আর্থিক চাপের মুখোমুখি হয়, কারণ তাদের চিকিৎসা ও আইনি খরচ মেটাতে সংগ্রাম করতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে, বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বামী বা পরিবার দ্বারা পরিত্যক্ত করা হয়, যা তাদেরকে কোনো ধরনের সহায়তা ছাড়াই রেখে দেয়। ব্যাপক পরিসরে, ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। এটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হ্রাস করে, জনরোষ তৈরি করে এবং ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতি তৈরি করে। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার স্বাভাবিকীকরণ দেশের লিঙ্গ সমতা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের পথেও বাধা সৃষ্টি করে। যদি এই সংকটের সমাধান না করা হয়, তবে এটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধির সংকট মোকাবিলার জন্য একটি বহুমুখী পদক্ষেপ প্রয়োজন, যা সমস্যার মূল কারণগুলিকে মোকাবিলা করার পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং নিশ্চিত করা যে অপরাধীরা তাদের অপরাধের জন্য জবাবদিহি করে। সরকারকে অবশ্যই ধর্ষণের জন্য কঠোর শাস্তি, যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাগুলির জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড অন্তর্ভুক্ত, নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। ধর্ষণের মামলাগুলি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষ ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামাজিক সচেতনতা প্রচারণা পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা চ্যালেঞ্জ করতে এবং লিঙ্গ সমতা প্রচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রচারণাগুলি শহর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় লক্ষ্য করে বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নারী অধিকার, সম্মতি এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের পাঠ্যক্রমে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেখানে তরুণ ছেলে ও মেয়েদের একে অপরকে সম্মান করতে এবং ক্ষতিকারক স্টেরিওটাইপ প্রত্যাখ্যান করতে শেখানো হবে। নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নও সংকট মোকাবিলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নারীদের শিক্ষা, চাকরির সুযোগ এবং আর্থিক সম্পদের প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাদের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা যায় এবং সহিংসতার প্রতি তাদের সংবেদনশীলতা কমিয়ে আনা যায়। মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা উদ্যোগ নারীদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদেরকে নিজেদের ও তাদের পরিবারকে সমর্থন করতে সক্ষম করে তুলতে পারে। বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা ও স্বচ্ছতা উন্নত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে সংবেদনশীলতা ও পেশাদারিত্বের সাথে ধর্ষণের মামলা পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের মর্যাদা ও সম্মানের সাথে আচরণ করা হয়। যৌন সহিংসতার মামলাগুলি তদন্তের জন্য বিশেষ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে প্রমাণ সংগ্রহ ও সাক্ষীদের সুরক্ষার উপর ফোকাস করা হবে। সরকারকে অবশ্যই বিচার বিভাগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে পক্ষপাত বা প্রভাব ছাড়াই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়। ভুক্তভোগীদের জন্য সহায়তা সেবাগুলি সম্প্রসারিত ও আরও সহজলভ্য করতে হবে। এর মধ্যে আরও আশ্রয়কেন্দ্র, কাউন্সেলিং সেন্টার এবং হটলাইন প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্ভুক্ত, যেখানে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা সাহায্য ও সহায়তা চাইতে পারেন। চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে, এবং যারা আইনি সহায়তা বহন করতে অক্ষম তাদের জন্য আইনি সহায়তা প্রদান করতে হবে। সম্প্রদায়ভিত্তিক সহায়তা নেটওয়ার্কও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সমাজে পুনরায় একীভূত করতে এবং তাদের জীবন পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অবশেষে, পুরুষ ও ছেলেদের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত করতে হবে। ইতিবাচক পুরুষত্ব প্রচার এবং পুরুষদের লিঙ্গ সমতার সংগ্রামে মিত্র হতে উৎসাহিত করার প্রোগ্রামগুলি সামাজিক মনোভাব পরিবর্তন করতে এবং ধর্ষণের প্রাদুর্ভাব কমাতে সাহায্য করতে পারে। সহিংসতার মূল কারণগুলিকে মোকাবেলা করে এবং সম্মান ও সমতার সংস্কৃতি গড়ে তুলে বাংলাদেশ এই ভয়াবহ সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে পারে। বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক সমস্যা, যা তাৎক্ষণিক মনোযোগ ও পদক্ষেপের দাবি রাখে। যদিও পরিসংখ্যানগুলি উদ্বেগজনক, তবুও তারা সমাজের জন্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মূল কারণগুলিকে মোকাবেলা করতে এবং অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে কাজ করার একটি জাগরণের আহ্বান। আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা, লিঙ্গ সমতা প্রচার, নারীদের ক্ষমতায়ন এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই সংকট মোকাবিলা করতে পারে এবং সবার জন্য একটি নিরাপদ ও ন্যায়সংগত সমাজ গড়ে তুলতে পারে। সামনের পথ দীর্ঘ ও চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে নারী ও মেয়েরা ভয় এবং সহিংসতা মুক্ত হয়ে বাঁচতে পারবে। লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী।

দ. কোরিয়ায় দুর্ঘটনাবশত ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দায়ে দুই পাইলটকে অব্যাহতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরীয় বিমান বাহিনীর দুজন পাইলটের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অবহেলার অভিযোগ এনেছে দেশটির সামরিক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ। সামরিক মহড়ার সময় একটি দুর্ঘটনার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার তাদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপরাধ তদন্তকারী কমান্ড জানিয়েছে, ওই দুই পাইলটের ভুলের কারণে দুর্ঘটনাবশত একটি গ্রামে শেল আঘাত হানে। এয়ারক্র্যাফট সিস্টেমের অবস্থান যাচাই করে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। গত সপ্তাহে সামরিক মহড়া চলাকালে আকাশ থেকে ভূমিতে আঘাতে সক্ষম আটটি ক্ষেপণাস্ত্র পোচেয়ন গ্রামে আঘাত হানে। ওই ঘটনায় অন্তত ২৯ জন আহত হন। এছাড়া, সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্তের কাছে গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামটির কাছে দক্ষিণ কোরীয় ও মার্কিন সেনাবাহিনী প্রায়ই মহড়া চালিয়ে থাকে। ওই এলাকায় সামরিক মহড়া চালানো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয়রা। তাদের দাবি ছিল। লোকালয়ের এত কাছে মহড়া চালানো খুবই বিপজ্জনক।

গত সপ্তাহে সেই বিপদের কিছুটা আঁচ সরাসরি টের পাওয়া গেল। দুর্ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বক্তব্য দিয়েছেন বিমান বাহিনী প্রধান। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত দুই পাইলটকে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

তাদের প্রত্যয়নপত্র যাচাই করে দেখার জন্য দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে। এদিকে, গত সপ্তাহের দুর্ঘটনার সুযোগে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি উত্তর কোরিয়া। তারা বরাবরই সীমান্তের কাছে দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ মহড়ার বিষয়ে কড়া সমালোচনা করে আসছে। পিয়ংইয়ং বলেছে, ভুলক্রমে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সীমানা পার হয়ে উত্তর কোরিয়ার কোনও গ্রামে আঘাত করতে পারত। এসব ভুলের কারণেই অনেক সময় যুদ্ধ বেঁধে যায়।

সেনা সংকটে জার্মান সেনাবাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সামরিক বাহিনীর প্রসার চায় জার্মান সরকার, তা সত্ত্বেও দেশটির সামরিক বাহিনী বুন্ডেসভেয়ার তীব্র সেনা সংকটে ভুগছে। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন বলছে, বুন্ডেসভেয়ারে অনেক পদ এখনো শূন্য। বর্তমানে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীতে এক লাখ ৮১ হাজার সৈন্য রয়েছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ জার্মান সেনাবাহিনীর নীচের র্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ২৮ শতাংশ পদ খালি রয়েছে। বছর শেষে পদোন্নতি দেয়ার সময় ২০ শতাংশের মতো পদ শূন্য থেকে যাচ্ছে। তবে ওপরের দিকের র্যাঙ্কগুলো তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রতিরক্ষা কমিশনার এফা হ্যোগল একটর নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। দায়িত্বশীল অনেকেই ২০১১ সালে স্থগিত হওয়া পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ পুনরায় শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু কমিশনার এফা হ্যোগল মনে করছেন, শুধু এই ব্যবস্থার পুনর্বহালই যথেষ্ট নয়। বার্লিনে তিনি তার প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, বুন্ডেসভেয়ারের পক্ষে এ মুহূর্তে এটি পরিচালনা করা একটু বেশি বেশিই হবে।

পরমাণু ইস্যুতে আলোচনায় বসছে চীন, রাশিয়া ও ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পারমাণবিক সংকট নিয়ে বৈঠকে বসছে ইরান, রাশিয়ার ও চীন। আজ শুক্রবার বেইজিংয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হবে, যা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বুধবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং নিয়মিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। মাও নিং বলেন, বৈঠকে ইরান ও রাশিয়া তাদের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পাঠাবে। ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন চীনের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী মা ঝাওসু। গত কয়েক বছর ধরে ইরান ও রাশিয়ার সম্পর্ক গভীর হয়েছে, বিশেষ করে ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর। জানুয়ারিতে দুই দেশের মধ্যে একটি কৌশলগত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা তাদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে। উভয় দেশই চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। চীনের এই বৈঠকটি আয়োজনের উদ্দেশ্য ইরানের পরমাণু বিষয়ক আলোচনা প্রসারিত করা। এমন এক সময়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যেদিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি গোপনীয় বৈঠক হবে। ওই বৈঠকে ইরানের ইউরেনিয়াম মজুত সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। গত সপ্তাহে রাশিয়া জানিয়েছে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার বিষয়ে রুশ উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ মস্কোয় নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত কাজেম জালালির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। দেশটি ইরানের সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের আলাপ-আলোচনায় যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে। এদিকে চীন জানিয়েছে, তারা ইরানকে তার বৈধ অধিকার রক্ষায় সহায়তা করবে এবং শিগগিরই পুনরায় পরমাণু আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানাবে। জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থা (আইএইএ) সতর্ক করেছে, ইরান তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ হার ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে ফেলেছে, যা ৯০ শতাংশ অস্ত্র-গ্রেড স্তরের কাছে চলে এসেছে। ২০১৫ সালে ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরান একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা চুক্তিতে যায়। এর ফলে তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে বিধিনিষেধ আরোপের বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ২০১৮ সালে ওয়াশিংটন এই পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে আসে এবং ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসতে শুরু করে। চীন আশা করছে, এই বৈঠকটি পরমাণু আলোচনা পুনরায় শুরু করতে এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সিরিয়ার ওপর কানাডার নিষেধাজ্ঞা শিথিলের ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ায় চলমান রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেশটির ওপর আরোপিত বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। সাবেক সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের শাসনের বিরুদ্ধে কানাডাসহ বেশ কিছু পশ্চিমা দেশ এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। আসাদ গত বছর বিদ্রোহী বাহিনী, বিশেষ করে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)-এর হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন। কানাডার সরকার গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা শিথিলের এই সিদ্ধান্ত সিরিয়ার জনগণের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতির অংশ। অটোয়া ঘোষণা করেছে, সিরিয়ায় মানবিক সহায়তার জন্য নতুন করে ৮৪ মিলিয়ন কানাডীয় ডলার (প্রায় ৬৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ দেওয়া হবে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কানাডা ছয় মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার উদ্যোগ নিচ্ছে, যা গণতন্ত্রায়ন, স্থিতিশীলতা এবং সিরিয়ায় মানবিক সহায়তার বিতরণ সহজ করবে।

চুলের চেয়ে ২ লাখ গুণ সূক্ষ্ম ধাতু বানাল চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি পরমাণুর স্তরযুক্ত ধাতু তৈরিতে সফল হয়েছেন। এই দ্বিমাত্রিক বস্তুটির পুরুত্ব মানুষের চুলের ব্যাসের দুই লাখ গুণের এক ভাগ মাত্র। এই সাফল্য টু-ডি ধাতুর গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং উপাদান বিজ্ঞানে নতুন উদ্ভাবন ঘটাবে। এই গবেষণা চায়না একাডেমি অব সায়েন্সেসের ইনস্টিটিউট অব ফিজিকস পরিচালিত একটি গবেষণাদলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে এবং নেচার একাডেমিক জার্নালের সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৪ সালে একক-স্তরের গ্রাফিন আবিষ্কারের পর থেকে, দ্বিমাত্রিক উপাদানগুলো পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। গত ২০ বছরে এ ধরনের টু-ডি উপাদানের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। চীনা গবেষণাদলটি ভ্যান ডার ওয়ালস স্কুইজিং মেথড নামের একটি পরমাণু পর্যায়ের বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতিতে বিভিন্ন দ্বিমাত্রিক ধাতু তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আর এ ধাতুগুলোর মধ্যে বিসমাথ, টিন, সিসা, ইন্ডিয়াম ও গ্যালিয়াম রয়েছে। গবেষণাদলের অন্যতম সদস্য চাং কুয়াংইউ জানালেন, 'দ্বিমাত্রিক ধাতুগুলোর পুরুত্ব একটি পাতলা কাগজের ১০ লাখ ভাগের ১ ভাগ। যদি ৩ মিটার দীর্ঘ একটি ধাতব ঘনককে এ ধরনের একক-পরমাণু স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে সেটা দিয়ে গোটা বেইজিংয়ের ওপর চাদর বিছিয়ে দেওয়া যাবে।' গবেষকদের মতে, তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগ যেমন সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছিল, ঠিক তেমনই এ ধরনের দ্বিমাত্রিক ধাতু ভবিষ্যতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ঘটাবে। অতিক্ষুদ্র স্বল্প-শক্তি ট্রানজিস্টর, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইস, স্বচ্ছ ডিসপ্লে এবং উচ্চ কার্যকর ক্যাটালাইসিসের মতো ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে এই উপাদান। সূত্র : সিনহুয়া

ভিসার নিয়মে পরিবর্তন যুক্তরাজ্যের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভিসার নিয়মে আবারও পরিবর্তন এনেছে যুক্তরাজ্য সরকার। তবে এই নিয়ম শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। দেশজুড়ে তীব্র অভিবাসনবিরোধী মনোভাব, অভিবাসনকে ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহারের ডানপন্থী প্রবণতা এবং অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে গত বুধবার নতুন নিয়ম ঘোষণা করা হয়। 'দ্য গার্ডিয়ান' আজ এই খবর জানায়। নতুন নিয়মে নিয়োগ কর্তাদের এখন বিদেশ থেকে কর্মী আনার আগে এরইমধ্যে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছে এমন বিদেশি স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আগামী ৯ এপ্রিল থেকে বিদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ করতে ইচ্ছুক নিয়োগ কর্তাদের প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা ইতোমধ্যেই দেশে থাকা এমন কাউকে নিয়োগ করার চেষ্টা করেছেন যার নতুন ভিসা প্রয়োজন। সরকার আশা করছে যে, এই পদক্ষেপগুলো 'বিদেশি কর্মী নিয়োগের ওপর নির্ভরতার অবসানে সাহায্য করবে এবং অভিবাসনের মাত্রা কমিয়ে আনবে।' এছাড়া নতুন নিয়মে দক্ষ কর্মী ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বেতনও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এপ্রিল থেকে এটি প্রতি বছর ২৩ হাজার ২০০ ইউরো থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার অথবা প্রতি ঘন্টায় ১২.৮২ ইউরো করতে হবে। এদিকে 'ফক্স নিউজ' জানিয়েছে, ব্রিটিশ স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী স্টিফেন কিনক বলেছেন,আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যকর্মীরা আমাদের সামাজিক স্বাস্থ্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা প্রতিদিন সারাদেশে দুর্বল মানুষদের যে সেবা ও সহায়তা দেন, আমরা তাদের সেই অবদান ও কাজের মূল্যায়ন করি। নতুন নিয়মে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষার্থী ভিসার জন্য নিয়ম কঠোর করছে। বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদী ইংরেজি ভাষা কোর্সের জন্য। যাতে সিস্টেমের অপব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগ দূর করা যায়। বিদেশ থেকে আসা যারা ছয় থেকে ১১ মাস ধরে ব্রিটেনে ইংরেজি শিখছেন তারা এই পারমিটের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, যারা আসলে পড়াশোনা করতে চান না বা কোর্স শেষে যুক্তরাজ্য ত্যাগ করতে চান না, তাদের দ্বারা এই রুটের অপব্যবহারের বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বারবার অভিবাসন-কর্মসংস্থান আইন ভঙ্গকারী কোম্পানিগুলোকে যাতে বিদেশি কর্মী নিয়োগ থেকে নিষিদ্ধ করা যায়, এমন একটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করা হবে। জুলাই ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ সালের মধ্যে সরকার স্বাস্থ্যখাতে ৪৭০টিরও বেশি স্পন্সর লাইসেন্স বাতিল করেছে। অভিবাসন ও নাগরিকত্বমন্ত্রী সীমা মালহোত্রা বলেন, 'যারা আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের যত্ন খাতে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাজ্যে এসেছেন তাদের শোষণ থেকে মুক্ত থাকার সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত। আমরা ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি যাতে নিয়োগকর্তারা খুব কম ফলাফল ছাড়াই নিয়ম লঙ্ঘন করতে না পারেন।

বিনোদন

'জিম্মি' নিয়ে জয়া আসছেন ২৮ মার্চ

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় নির্মাতা আশফাক নিপুন আর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অভিনেত্রী জয়া আহসান এবার এক হয়ে কাজ করেছেন নতুন একটি সিরিজে। বিশেষ বিষয় হলো, এবারই প্রথম নিপুনের পরিচালনায় জয়া আহসান ক্যামারার সামনে দাঁড়িয়েছেন। আর বাড়তি পাওনা হচ্ছে একদম মুখ্য চরিত্রে জয়ার এটাই প্রথম ওয়েব সিরিজ! আর এইসব হচ্ছে হইচই অরিজিনাল সিরিজ 'জিম্মি'-এর জন্য। বাংলাদেশের বিনোদন জগতে আশফাক নিপুনের নাম মানেই গল্পের গভীরতা, অসাধারণ চরিত্র নির্মাণ ও দুর্দান্ত চিত্রনাট্য। অন্যদিকে, জয়া আহসান বহু বছর ধরে নাটক-সিনেমার মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করেছেন দেশ-বিদেশের দর্শকদের কাছে। 'জিম্মি' সিরিজের কোন বিষয়টি অভিনয়ের জন্য জয়া আহসানকে টেনেছে- এমন প্রশ্নে জয়া বলেন, 'আমি নতুন কোনো কাজ করার আগে তিনটা বিষয় সবসময় খেয়াল করি। সেটা হলো গল্প, চরিত্র ও পরিচালক। জিম্মির ক্ষেত্রে এগুলো সব মন মতো মিলে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে আমার ওয়েব সিরিজের শুরুটা করছি হইচইয়ের সাথে। মুক্তি পাবে ঈদে, সব মিলিয়ে আমার জন্য বিষয়টা বেশ রোমাঞ্চের।' মহানগর, সাবরিনা'র পর অসাধারণ নির্মাণের কারিশমা দিয়ে দর্শকদের জিম্মি করতে আবার আসছেন আশফাক নিপুন। নতুন সিরিজটা নিয়ে তিনি নিজেও বেশ উচ্ছ্বসিত। নিপুন বলেন, 'আমি জিম্মি নির্মাণের মাধ্যমে নতন রকমের গল্প বলার চেষ্টা করেছি। এই সিরিজে সামাজিক বাস্তবতা, মানবিক অনুভূতি ও বিনোদনের মেলবন্ধন রয়েছে। এইটুক বলতে পারি, দর্শক অবশ্যই নতুন কিছু উপভোগ করবে।' জয়া আহসানের সঙ্গে প্রথম কাজ, সেই অভিজ্ঞতা কেমন ছিল জানতে চাইলে নিপুন বলেন, 'জয়া আহসান দারুণ ও পরীক্ষিত একজন অভিনেত্রী।

আমাকে বেশি করে রঙ মাখাও : শ্রাবন্তী

বিনোদন ডেস্ক : টালিউডের অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় বরাবরই প্রাণখোলা। রঙিনও বটে। সামনে মুক্তি পেতে চলেছে তার নতুন ছবি 'আমার বস'। তার আগেই উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের হোলি পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সহ-অভিনেত্রীদের রঙ খেলায় মেতে উঠলেও নিজের একমাত্র ছেলে ঝিনুকের সঙ্গে নাকি কখনো হোলিতে মেতে ওঠেননি অভিনেত্রী। এর কারণও সম্প্রতি ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। শ্রাবন্তী জানান, ছোট থেকেই রং খেলতে দারুণ ভালোবাসেন। তার কথায়, 'ভয়ঙ্কর রং খেলতাম আমি ছোটবেলায়। সোনালি, রূপালি যে রংগুলো পাওয়া যায় না সেগুলো দিয়ে। নিজে সেই রং মাখতাম, অন্যদেরও মাখাতাম। আমাকে বেশি করে রঙ মাখাও, সবাইকে ধরে ধরে বলতাম।' পর্দার হবু দেবী চৌধুরানী আরও বলেন, তার দিদিরা যেখানে রঙ থেকে দূরে পালাতেন সেখানে তিনি সবাইকে জোর করতেন রঙ মাখানোর জন্য। বর্তমানে কাজের চাপে সেভাবে আর রঙ খেলা হয় না শ্রাবন্তীর। যে কারণে ছোটবেলার ওই হুল্লোড় করে রঙ খেলা মিস করেন তিনি। তাই এদিন সুযোগ পেয়েই আবিরে নিজে রেঙে উঠলেন, অন্যদের রাঙালেন। তবে শ্রাবন্তী নিজে রঙ খেলতে ভালোবাসলেও তার ছেলে ঝিনুক কিন্তু রঙ খেলতে মোটেই ভালোবাসেন না। সেজন্য মা ছেলের কখনও সেভাবে দোলে রঙ খেলা হয়নি। শ্রাবন্তী এদিন জানান, 'ঝিনুক আবির দিয়ে খেলে। সে আমার মতো এমন দুষ্টু নয়। তাই ওর সঙ্গে সেভাবে রঙ খেলা হয় না।' শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় আমার বস শিগগিরই মুক্তি পেতে চলেছেই। এছাড়াও এই বছর মুক্তি পাবে অভিনেত্রীর শুভ্রজিৎ মিত্রের ম্যাগনাম ওপাস দেবী চৌধুরানী। শ্রাবন্তী থাকবেন নাম ভূমিকায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থাকবেন ভবানী পাঠকের চরিত্রে।

ভক্তদের সুখবর দিলেন সাবিনা ইয়াসমিন

বিনোদন ডেস্ক : এক বছর পর গত ৩১ জানুয়ারি মঞ্চে গাইতে উঠেছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন। সেদিন গাইতে গিয়ে মঞ্চেই অসুস্থ হয়ে পড়েন কিংবদন্তি এই কণ্ঠশিল্পী। এরপর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কয়েকদিন। বিশ্রামে থাকার কিছুদিন পরেই ফেব্রুয়ারিতে একটি গানে কণ্ঠ দেন তিনি। মোহাম্মদ রফিকউজ্জামানের লেখা গানটির সুর ও সংগীত করেছেন শওকত আলী ইমন। সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে সৈয়দ আব্দুল হাদীসহ এই প্রজন্মের আরো দশজন শিল্পী কণ্ঠ দিয়েছেন গানটিতে। এবার আরও একটি গানে কণ্ঠ দিলেন এই গায়িকা। গানের শিরোনাম 'আমার পতাকা লাল সবুজে আঁকা'। এটি আসছে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে?/ প্রকাশিত হবে। এতে তার সঙ্গে আরও কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলা গানের যুবরাজ আসিফ আকবর। জানা গেছে, গানটির কথা লিখেছেন বাংলা সঙ্গীতের আরেক মহীরুহ গীতিকবি মনিরুজ্জামান মনির। সুর সঙ্গীতে করেছেন মনোয়ার হোসাইন টুটুল। 'আমার পতাকা লাল সবুজে আঁকা' গানটির মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করছেন সৈকত রেজা।

রেকর্ডিং করেছেন জিয়াউল হাসান পিয়াল। বলে রাখা যায়, দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় গানের বাইরে ছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন। ৩১ জানুয়ারি রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে 'আমাদের সাবিনা ইয়াসমিন : আমি আছি থাকব' অনুষ্ঠানে গান গাইতে মঞ্চে উঠেছিলেন। সোয়া এক ঘণ্টা তিনি মঞ্চে সংগীত পরিবেশনের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় গুলশানের একটি হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাতে তাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অবস্থার কিছুটা অবনতি হলে তাকে ধানমন্ডির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এর আগে ২০২৩ সালের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, মেলবোর্ন ও ব্রিসবেনে একাধিক স্টেজ শো করেন সাবিনা ইয়াসমিন।

ইউটিউব দেখে পাচারের কৌশল শেখেন রান্যা !

বিনোদন ডেস্ক : সোনা পাচার মামলায় আবার বয়ান বদলালেন কন্নড় অভিনেত্রী রান্যা রাও। গ্রেপ্তারি নথি অনুযায়ী, তিনি দাবি করেছিলেন, অতীতেও দু'বার একইভাবে দুবাই থেকে সোনা এনেছিলেন। কিন্তু এবার অভিনেত্রী গোয়েন্দাদের জানান, ৩ মার্চই প্রথম বার সোনা পাচার করার চেষ্টা করেন। শুধু তা-ই নয়, সোনা পাচারের কৌশল তিনি কীভাবে শিখেছেন, তা-ও গোয়েন্দাদের জানিয়েছেন । গত ৩ মার্চ বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১২ কোটি টাকার সোনা-সহ গ্রেফতার হন রান্যা। তার গ্রেফতারির পর থেকেই উঠছে নানা প্রশ্ন! এই সোনা পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত, তাদের সঙ্গে অভিনেত্রীর যোগাযোগ কীভাবে। এসব প্রশ্নের উত্তরের খোঁজ করছেন গোয়েন্দারা। বর্তমানে আদালতের নির্দেশে ডিআরআই হেফাজতে রয়েছেন রান্যা। সেখানেই গোয়েন্দারা তাকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। সূত্রের খবর, তদন্তকারীদের অভিনেত্রী বলেন, 'গত ১ মার্চ আমি একটি বিদেশি নম্বর থেকে ফোন পাই। সপ্তাহ দুই ধরে অজানা নম্বর থেকে ফোন আসছিল। আমাকে দুবাই বিমানবন্দরের তিন নম্বর টার্মিনাল গেটে যেতে বলা হয়েছিল। সেখান থেকে সোনা সংগ্রহ করে বেঙ্গালুরুতে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ ছিল।'

নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে মেলে ধরলেন জয়া

বিনোদন ডেস্ক : দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। অভিনয় দক্ষতায় যিনি এপার-ওপার দুই বাংলার মানুষেরই হৃদয় জয় করেছেন। জয়া যে কেবল অভিনয়ের জন্যই প্রশংসিত, তেমনটাও কিন্তু নয়। রূপে-গুণে সবসময়ই দ্যুতি ছড়ান তিনি। বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আরও আকর্ষণীয়ভাবে মেলে ধরেছেন ভক্তদের কাছে। এছাড়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিত্য নতুন সব আধুনিক ফ্যাশনে প্রায় দেখা যায় জয়াকে। নিজের ফিটনেসের দিকেও বেশ সতর্ক অভিনেত্রী। তবে জয়ার সৌন্দর্য যেন এমনিতেই নিয়মিত উপভোগ করেন তার সামাজিক মাধ্যমে থাকা অসংখ্য অনুসারী। তাদের জন্য জয়ার থাকে কিছু ছোট্ট আয়োজনও! নানান রকম মেকওভারে ফটোসেশন, শর্টস, রিলস ভিডিওর মাধ্যমে নিজেকে মেলে ধরেন অভিনেত্রী।

আমির খানের বাড়িতে সালমান-শাহরুখ!

বিনোদন ডেস্ক : আমির খানের ৬০তম জন্মদিনের আগে, তার বাড়িতে গেলেন বলিউডের অন্য দুই বেস্ট ফ্রেন্ড শাহরুখ ও সালমান খান। তবে কি কোনো সিনেমায় এক হতে চলেছেন তারা? এমন কোনো তথ্য এখনও জানা যায়নি যদিও। তবে জানা গেছে, জন্মদিন উদযাপন করতেই হাজির হয়েছেন দুই খান। আর সেই জন্মদিনের পার্টির একটি ভিডিও প্রকাশ হয়েছে যা সাড়া ফেলেছে ভক্তদের মাঝে। ভিডিওতে দেখা যায়, আমির খানের বাড়ির লিফট থেকে নামছেন দুই তারকা। একফ্রেমে সালমান খান ও আমির খান। সালমানকে দেখা গেল, সাদা শার্টে। আমিরের গায়ে গ্রে রঙের টি-শার্ট। বন্ধুকে গাড়ি পর্যন্ত ছাড়তে আসেন আমির। এরপর দেখা যায় শাহরুখ খানকে। যদিও নিজেকে এবারেও হুডি আর ছাতা দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন কিং খান। আজ ৬০ বছরে পা রাখবেন আমির খান। তার আগেই দুই বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে আড্ডার কারণ কী? এ নিয়েই আলোচনা চলছে বলিপাড়ায়। এর আগে ৩ জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠানে। 'নাটু নাটু' গানে নাচও করেছিলেন তারা। এছাড়াও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিন খানের একসঙ্গে কাজ করার বিষয়টি উঠে আসে। আমিরকে বলতে শোনা গিয়েছিল, '৩ জনের একসঙ্গে অভিনয় করার কথা আমিই বলেছিলাম। শাহরুখ ও সালমানকে বলি, আমরা তিন জন একসঙ্গে একটা ছবি না করলে খুব খারাপ হবে। ওরাও আমার সঙ্গে সহমত হয়েছিল।' সঙ্গে আরও বলেছিলেন, 'তবে হ্যাঁ আমাদের ৩জনকে একসঙ্গে আনতে ভালো গল্পের প্রয়োজন। ভালো চিত্রনাট্য দরকার।' বর্তমানে নিজের আসন্ন সিনেমা 'সিতারে জামিন পর' নিয়ে ব্যস্ত আমির খান। এর মাধ্যমে ৩ বছর পর পর্দায় ফিরছেন অভিনেতা। অন্যদিকে, 'ডানকি'র পর শাহরুখ খানকে দেখা যাবে সুজয় ঘোষের 'কিং'-এ। আর সালমান খান ঈদে আসছেন 'সিকান্দার' সিনেমা নিয়ে।

ব্ল্যাক উইডো চরিত্রটিকে নিয়ে যা জানালেন স্কারলেট জোহানসন

বিনোদন ডেস্ক : মার্ভেল সিনাম্যাটিক ইউনিভার্সের তুমুল জনপ্রিয় একটি চরিত্র ব্ল্যাক উইডো। এই চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পেয়েছেণ স্কারলেট জোহানসন। ২০১৯ সালে 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম' ছবিতে মহাবিশ্বকে বাঁচাতে গিয়ে চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করে মৃত্যু বরণ করে ব্ল্যাক উইডো। এরপর থেকেই জল্পনা কল্পনা চলছে চরিত্রটির প্রত্যাবর্তন নিয়ে। মার্ভেল ভক্তরা আবারও ব্ল্যাক উইডোকে দেখতে চান। তবে সেটি সম্ভবত আর হবে না। চরিত্রটির ফিরে আসা নিয়ে নেতিবাচক তথ্যই দিলেন অভিনেত্রী স্কারলেট জোহানসন। সম্প্রতি একটি খোলামেলা সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বেশ স্পষ্ট করে বলেন, নাতাশা রোমানোফ (ব্ল্যাক উইডো মৃত। তার নায়েকোচিত বিদায় হয়েছে। তাকে তার সেই ?'হিরো মোমেন্ট' উপভোগ করতে দেওয়া উচিত।' জোহানসন দৃঢ়ভাবে বললেন যে সিনেমার পর্দায় নাতাশার যাত্রা শেষ। তিনি ভক্তদের প্রতি বলেন, 'নাতাশা মরে গেছে। সে মরে গেছে। ঠিক আছে? তার চরিত্রের পরিণতি মেনে নিতে অনুরোধ করছি। অনেকে দাবি করছে সে আবার ফিরে আসতে পারে। দেখুন, আমি মনে করি সমগ্র মহাবিশ্বের ভার তার হাতে ছিল। সেই বিশ্বকে বাঁচাতে গিয়ে সে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে। এটা একটা দারুণ মুহূর্ত। নাতাশাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ রাখুন। তার ফিরে আসার দরকার নেই।' তবে ভক্তরা আশা ছাড়তে রাজি নন। তারা দাবি করছেন, মার্ভেলের ইতিহাসে অনেক মৃত চরিত্রদেরেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাহলে নাতাশা বা ব্ল্যাক উইডোর ফিরতে সমস্যা থাকার কথা নয়। তার ফিরে আসা উচিত। এখন দেখা যাক, মার্ভেল তার জনপ্রিয় চরিত্রটি নিয়ে নতুন করে কিছু ভাববে কি না।

যমুনা নদী থেকে ধরে আনা মাছ হাটে বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন জেলেরা। কুতুবপুর, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

চাঁদপুরেও তৈরি হচ্ছে জামদানী-জামদানী শাড়ী

চাঁদপুর প্রতিনিধি : নিজ বাড়ীতে জামদানী শাড়ী তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন চাঁদপুর হাইমচরের রনি পাটওয়ারী। তিনি ৩নং দক্ষিণ আলগী দুর্গাপুর ইউনিয়ন পশ্চিম চর কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। প্রতিনিয়ত নিজ এলাকা ছাড়িয়ে এই জামদানি শাড়ীর চাহিদা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে মরিয়া এই উদ্যোক্তা। গত মঙ্গলবার দিনব্যাপী নিজের একটি দোচালা টিনের ঘরে ক্ষুদ্র পরিসরে জামদানি শাড়ী তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন রনি। রনির পিতা বিল্লাল পাটওয়ারী বলেন, প্রায় ২০ বছর আগে পারিবারিক অভাব কাটাতে রনি হাইমচর ছেড়ে পাড়ি জমায় নারায়ণগঞ্জে। পরে সেখানে নানা জায়গায় থেকে জামদানি কাপড় বুনার পুরো কাজ রপ্ত করে সে পুনরায় এলাকায় ফিরে আসে। একাডেমিক পড়াশুনা না থাকলেও এখন এই শাড়ী বিক্রিতেই রনি সংসারের হাল ধরেছে। এতে অনেকটা আপ্লুত আমরা সবাই। রনির মা সালমা বেগম বলেন, সুতা, নাটাই, কাঠের ফ্রেম, সিজার, কেচিসহ নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে একা হাতে এক একটি জামদানী তৈরি করতে রনির ৩/৪ দিন সময় লেগে যাচ্ছে। তাই নানা প্রান্ত থেকে অর্ডার আসলেও তা ডেলিভারি দিতে ওর সময় লেগে যাচ্ছে। যদি সামর্থ্যবানরা এগিয়ে আসতো তাহলে রনির এখানে আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতো। জামদানি শাড়ী তৈরির উদ্যোক্তা রনি পাটওয়ারী বলেন, আমাদের ৭ ভাইবোনের মধ্যে এখন পরিবারসহ এলাকায় জামদানি শাড়ী তৈরি করে আমি সাড়া ফেলেছি। তবে এ কাজটিতে আরও অনেকের কর্মসংস্থান তৈরির প্রত্যাশা রয়েছে। এজন্য আমার চাই সরকারি বেসরকারি সাহায্য সহয়তা। রনি পাটোয়ারী আরও বলেন, আমার তৈরি এক একটি জামদানি শাড়ীর বর্তমান মূল্য ৩৭শ' টাকা থেকে ৮ হাজার টাকা। তবে যেকারো চাহিদানুযায়ী অর্ডার পেলে ৪/৫ লাখ টাকা দামের জামদানি শাড়ী তৈরিতেও আমি পারদর্শী।

আমার এ কাজকে এগিয়ে নিতে আমি সবার দোয়া চাই। এ বিষয়ে চাঁদপুরের হাইমচরের ৩নং দক্ষিণ আলগী দূর্গাপুর ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান সর্দার আব্দুল জলিল বলেন, রনির জামদানি শাড়ীর এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কে অনেক বড় করতে আমার পরিষদ থেকে সহায়তা থাকবে। আমি চাই এই শিল্প প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাক। এ বিষয়ে চাঁদপুরের হাইমচরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার উম্মে সালমা নাজনীন তৃষা বলেন, প্রশাসনিক বিভিন্ন মেলায় এই জামদানি শাড়ীকে তুলে ধরাসহ এ শিল্পটিকে ছড়িয়ে দিতে রনির এই শিল্প তৎপরতাকে ঘিরে আরও ব্যাপকভাবে কর্মপরিকল্পনা নেয় হবে। ওর যেকোন সহায়তায় উপজেলা প্রশাসন পাশে থাকবে।

শৈলকুপার গড়াই নদীর সেই কুমির আটক

শৈলকুপা, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার খুলুমবাড়ি এলাকার গড়াই নদীতে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠা ৪টি কুমিরের মধ্যে একটি বিশালাকৃতির কুমির রাতে জনতা লোকালয় থেকে আটক করেছে। উপজেলার ৭নং হাকিমপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের একটি গোয়াল ঘরের পাশ থেকে কুমিরটি কে স্থানীয় জনতা আটক করে। ৮ থেকে ১০ ফুট লম্বার বিশালাকৃতির কুমিরটি আটকের সময় কোন ব্যক্তি আহত হয়নি বলে জানা যায়। সাথে সাথে ঘটনাটি অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান জানতে পারলে স্থানীয় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের সহযোগীতায় কুমিরটি শৈলকুপা থানা পুলিশ ও বন বিভাগের কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয় বলে জানা যায়। এ সময় গোবিন্দপুর গ্রাম ও খুলুমবাড়িয়া এলাকায় ইউনিয়নের হাজার হাজার জনতা কুমিরটি এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমায়। গোবিন্দপুর গ্রামের আশিকুর রহমান জানান, তারা কয়েক বন্ধু তারাবির নামাজ শেষে একটি দোকানে বসেছিলেন। এর মধ্যে জানতে পারি তাদের গোয়ালের পাশে বিশাল আকৃতির একটি কুমির গোংরাঙির শব্দ করছে। যা নদী থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দুরে। পরে গ্রামবাসি একসাথে প্রথমে জাল দিয়ে তাকে আটকানোর চেষ্টা করি। এরপর সম্ভব না হলে কুমিরের মাথায় পানি ঢাললে সে শান্ত হয়। পরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে কুমিরটি রশি দিয়ে আটকাতে সক্ষম হয়। সাথে সাথে ঘটনাটি জানাজানি হলে গোবিন্দপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কুমিরটি এক নজর দেখতে হাজার হাজার জনতা উপস্থিত হয়। পরে অবস্থা বেগতিক হলে ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম তাদের কাছ থেকে কুমিরটি উদ্ধার করে তার জিম্মায় নিয়ে যান। এব্যাপারে ৭নং হাকিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার জানান, ঢাকা থেকে অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামন তাকে জানান, তার এলাকায় একটি কুমির জনতা উদ্ধার করেছে। সাথে সাথে কুমিরটি তিনি জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করি। শৈলকুপা বন কর্মকর্তা মখলেচুর রহমান বলেন, খুলুমবাড়ির গড়াই নদী এলাকা থেকে বিশাল আকৃতির একটি কুমির এলাকাবাসিরা আটক করে তার কাছে হস্তান্তর করেছেন। তার কাছে কুমির রেসকিউ করার মত সনঞ্জামাদি না থাকায় খুলনা বিভাগীয় বন বিভাগে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা কুমিরটি উদ্ধারের জন্য রওনা হয়েছেনে বলে জানান। শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত মাসুম খান বলেন, হাকিমপুর ইউনিয়নের খুলুমবাড়িয়া এলাকা থেকে একটি কুমির উদ্ধার করে জীবিত অবস্থায় থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। খুলনা থেকে বন কর্মকর্তারা রওনা হয়েছেন।

বড় গাছ বেয়ে বেড়ে ওঠা হলুদ রঙের ফুল শোভা বাড়িয়েছে পাহাড়ের প্রকৃতিতে। যৌথ খামারপাড়া, রাঙামাটি।

চাঁদপুরে যৌথ বাহিনী কর্তৃক অপহরণকারী আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে যৌথ বাহিনী কর্তৃক একজন অপহরণকারীকে আটক করা হয়েছে। দুপুরে স্থানীয় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে চাঁদপুর সদর আর্মি ক্যাম্প এবং চাঁদপুর সদর থানা পুলিশ কর্তৃক তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত যৌথ অভিযানে চাঁদপুর সদর উপজেলার হাজী মহসিন রোড এলাকা থেকে অপহরণকারী মোঃ কামাল বেপারী (৩৫) কে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। চাঁদপুর সদর আর্মি ক্যাম্প থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এর তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চাঁদপুর জেলায় সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সিলেটে ১৫ মার্চ প্রায় ৫ লখ শিশুকে ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে

সিলেট প্রতিনিধি : আগামীকাল শনিবার সিলেট জেলার ২, ৪১৩টি কেন্দ্রে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৪৪, ০০২ শিশুকে নীল ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৩, ৫৯, ৫২৬ শিশুকে লাল ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। সিলেট সিভিল সার্জন কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সিভিল সার্জন ডা. মো. নাসির উদ্দিন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, শিশুর সুস্থ বৃদ্ধি, মস্তিষ্কের বিকাশ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভিটামিন 'এ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সহায়ক এবং ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু কমাতে কার্যকর। সিলেট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সিলেট সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এ বিষয়ে এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিভিল সার্জন আরও জানান, শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা কমাতে এবং সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সবাইকে শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর আহ্বান জানান। ক্যাম্পেইন চলাকালে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে এবং শিশুদের সঠিকভাবে ক্যাপসুল খাওয়াতে অনুরোধ করা হয়েছে। জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শিশুর মৃত্যু হার কমানো এবং সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন

পিরোজপুর প্রতিনিধি : দেশব্যাপী নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নিপীড়ন, ধর্ষণ, অনলাইনে হেনস্তার প্রতিবাদে পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মানববন্ধন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে রচিত মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বলেন, সারাদেশে যেভাবে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন বেড়েছে তাতে দেশবাসী অত্যন্ত আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। দেশে সমপ্রতি শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ ও গর্ভবতী নারীরা পর্যন্ত ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। সামপ্রতিক সময়ের বিভিন্ন ঘটনায় মনে হচ্ছে- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তাঘাট কোথাও নারীরা নিরাপদ নন। তিনি বলেন, মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে ২৯৪ জন নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যা উদ্বেগজনক। এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানান তিনি। মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. আকতার হোসেন, গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. এম এম আয়ুব হুসাইন, মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নাজমা আক্তার বক্তব্য রাখেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিবির ইকবাল ও নাওমি নাওয়ারও বক্তব্য দেন।

শরীয়তপুরে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

শরীয়তপুর প্রতিনিধি : শরীয়তপুরে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শরীয়তপুর সিভিল সার্জন অফিসের সভা কক্ষে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে জাতীয় পুষ্টিসেবা জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে উক্ত সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শরীয়তপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ রেহান উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও জেলা ইপিআই সুপারিনটেনডেন্ট মো. মোজাম্মেল হকের পরিচালনায় সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, সিভিল সার্জন কার?্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার ডা. জাহিদুল ইসলাম, ডা. সাব্বির রহমান প্রমূখ। এতে উপস্থিত ছিলেন, শরীয়তপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকরা। উল্লেখ্য, আগামীকাল শনিবার দিনব্যাপী সারা দেশের সাথে শরীয়তপুরেও ১ লাখ ৭০ হাজার ৮'শ ৫৪ শিশুকে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে বলে জানাগেছে।

হোসেনপুরে উপজেলা নির্বাচন অফিসের উদ্যোগে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে জাতীয় পরিচয়পত্র পরিষেবা স্বাধীন নির্বাচন কমিশন হতে সংবিধিবদ্ধ নতুন কমিশনে স্থানান্তরের কূট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে হোসেনপুর উপজেলা নির্বাচন অফিস। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ উসমান গনি, সহকারী উপজেলা নির্বাচন অফিসার আশরাফুল আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মোহাম্মদ গোলাম ছবুর, নাজমা আক্তার, আইডিইএ ২ প্রকল্পের কর্মচারী জুন্নুন আহমেদ। বক্তারা জাতীয় পরিচয় পত্রের যাবতীয় সেবা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকা নিরাপদ মনে করেন।

রাঙ্গাবালীতে চাল বিক্রিতে অনিয়মের অপরাধে ডিলার আটক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সুলভ মূল্যের চাল বিক্রিতে অনিয়মের অপরাধে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর নেতা বাজারের ওএমএস ডিলার এইচ এম মুরাদ উদ্দিনকে (বিপ্লব তালুকদার) আটক করেছে যৌথ বাহিনী। নৌবাহিনী, পুলিশ ও খাদ্য বিভাগ যৌথভাবে এ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় কালোবাজারে বিক্রির জন্য অবৈধভাবে মজুত করা আধা মেট্রিকটণ (৫০০ কেজি) চাল উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের নেতা বাজারের ওএমএস (খোলা বাজারে বিক্রয়) ডিলার এইচ এম মুরাদ উদ্দিনের চাল বিক্রয় কেন্দ্রে অভিযান পরিচালনা করা হয়। নৌবাহিনীর রাঙ্গাবালী কন্টিনজেন্টের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মো: মোহসীন কবির মৃধার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। যৌথ বাহিনীর তথ্যমতে, এই ডিলারের অনুকূলে প্রতি কর্মদিবসে দুই শ' নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ৩০ টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি হারে এক হাজার কেজি চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু ডিলার ১০০ থেকে সর্বোচ্চ ১২০ জন ব্যক্তির কাছে চাল বিক্রি করেন। তাও ওজনে কম দেন। এছাড়া অবিক্রিত অতিরিক্ত চাল ভিন্ন বস্তায় মোড়কজাত করে কালোবাজারে বেশি দামে বিক্রি করে অধিক অর্থ উপার্জন করেন বলে সত্যতা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইকবাল হাসান বলেন, আটক হওয়া ডিলারের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হবে। আপাতত তার ডিলার স্থগিত করা হয়েছে। মিটিং করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাপাহারে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে বকনা গরু বিতরণ

সাপাহার, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর সাপাহারে সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিনা মূল্যে বকনা বাছুর ও বকনার উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। সাপাহার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ সেলিম আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বকনা বিতরণ করেন। বিনা মূল্যে বকনা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার মোঃ গোলাম রাব্বানি, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারন কর্মকর্তা ডাঃ হাসান মাহমুদ, সমাজ সেবা অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন, কৃষি সম্প্রসারন অফিসার মনিরুজ্জামান টকি, মৎস্য কর্মকর্তা শামিম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সাপাহার উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৬৫জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির নারী পুরুষ পরিবারের মধ্যে একটি করে বকনা বাছুর ও বকনার উপকরণ হিসেবে ঢেউটিন ও খুঁটি সরবারহ করা হয়।

পোরশায় জনপ্রতি ফিতরা নির্ধারণ

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর পোরশায় জনপ্রতি সদকাতুল ফিতর নির্ধারন করা হয়েছে। এতে সর্বনিম্ন ৭৫ ও সর্বোচ্চ ২ হাজার ৩৫৫টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পোরশা আল জামি'আতুল আরাবিয়া দারুল হিদায়া'র (পোরশা বড় মাদ্রাসা) ফাতওয়া বিভাগের প্রধান মুফ্তী মাওলানা আব্দুল আলিম ও শিক্ষা সচিব মুফ্তী মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান কাসেমীর সত্যায়নে মাদ্রাসার ফাতওয়া ও ইসলামি আইন গবেষনা বিভাগ থেকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানাগেছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গম, আটা, যব, পনির, খেজুর, ভুট্টা ও কিসমিস এর বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী কেজি প্রতি দাম ধরে ফিতর নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে গমের দাম ৪৫টাকা কেজি দরে ১কেজি ৬৩৫গ্রাম গমের দাম ৭৪টাকা হয়। সে কারনে ফিতর আদায়ের সুবিধার্তে জনপ্রতি সর্বনিম্ন ৭৫টাকা ধরা হয়েছে। অপরদিকে, পনিরের দাম সর্বোচ্চ হওয়ায় ১ কেজি পনির দাম ৭২০ টাকা ধরে ৩ কেজি ২৭০ গ্রাম পনির দাম ২ হাজার ৩৫৪টাকা হয়।

তালায় সজিনার বাম্পার ফলন দামে খুশি চাষী

পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার বিভিন্ন এলাকাতে সজিনার ব্যাম্পার ফলন হয়েছে। আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় এ বছর সজিনার ফলন ভালো হয়েছে। সজিনায় উচ্চ মূল্য পাওয়ায় চাষীরা খুশি। বাজারে উচ্চ মূল্য পাওয়ায় আগাম সজিনা বিক্রি শুরু হয়েছে। তবে বাজারে আনা সজিনার ডাটা চিকন ও পরিপুষ্ঠ হয়নি। প্রতি কেজি ১৬০-১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। মূল্য বেশি পাওয়ায় কৃষকরা সজিনার ডাল রোপন করতে উৎসাহিত হচ্ছে। বসতবাড়ির আশে পাশে রাস্তার ধারে ক্ষেতের আইলে লাগানো সজনে গাছ যত্নেই ছাড়াই অবহেলার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। সজিনা পুষ্টি ও ভেজষগুনে ভরা সবজি হিসাবে খুব দামী। কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় রাস্তার ধারে মৎস্যঘেরের আইলে পতিত জমিতে সজিনার ডাল রোপন করা হয়ে থাকে। দেশে ২টি জাত আছে, একটি হালো সজিনা ও আর একটি নজিনা। ভারত থেকে হাইব্রিড সজিনার জাত এদেশে এসেছে। এ জাতের বীজ বপন করে লাগাতে হয়। হাইব্রিড জাতের সজিনা গাছে দুই বার ফুল আসে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ ও জুন-জুলাই মাস। সজিনা গাছের পাতা, ফুল, ফল, ব্যাকল ও শিকড় সবই মানুষের উপকারে আসে। সজিনার পুষ্টি গুন অনেক বেশী। এ গাছের অনেক গুন থাকায়, এ গাছকে যাদুর গাছ বলা হয়। কাঁচা সবুজ পাতা রান্না করে, ভত্তা করে ও বড়া ভেজে খাওয়া যায়। ফল সবজির মত রান্না করে খাওয়া যায়, ফল পাকলে সে সব ফলের বীজ বাদামের মতো ভেজে খাওয়া যায়। সজিনার পাতা, ফল, ফুল, বীজ, ছাল, মুলেও ভেজষগুন আছে। তাই সজিনা গাছের বিভিন্ন অংশ ভেজষ চিকিৎসায় কাজে লাগে। সজিনার পাতার পুষ্টিগুন বেশী, যেভাবে খাওয়া হোক না কেন তা শরীরে পুষ্টি যোগাবে, আর ঔষধীগুন তো আছেই। সজিনার পাতায় যে পরিমাণ পুষ্টি রয়েছে তা অনেক পুষ্টিকর খাবারেও নেই। যেমন, ডিমের চেয়ে বেশী আমিষ, দুধের চেয়ে বেশী ক্যালশিয়াম, কমলার চেয়ে বেশী ভিটামিন সি, কলার চেয়ে বেশী ক্যালশিয়াম, গাজরের চেয়ে বেশী ভিটামিন এ আছে।

ফল খেতে গাছের ডালে এসে বসেছে ময়না পাখি। ফুরমোন পাহাড়, রাঙামাটি।

কাউখালীতে পটকা মাছ খেয়ে শিশুর মৃত্যু, চারজন হাসপাতালে

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলায় বিষাক্ত পটকা মাছ খেয়ে একই পরিবারের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং চারজনকে মুমূর্ষ অবস্থায় বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানাযায়, উপজেলার চিড়াপাড়া-পারসাতুরিয়া ইউনিয়নের চিড়াপাড়া গ্রামের গোরাখাল এলাকার হানিফ সরদারের জামাই জেলে সোহাগ তার শিশু পুত্রকে নিয়ে প্রতিদিনের মতো কচা নদীতে মাছ ধরতে যায় এ সময় তাদের জালে অন্যান্য মাছের সাথে আধা কেজি ওজনের একটি বিষাক্ত পটকা মাছ ধরা পড়ে। জেলে সোহাগ তার শ্বশুর হানিফ সরদারের বাড়িতে মাছটি নিয়ে আসলে বাড়ির লোকজন মাছটিকে কেটে রান্না করে রাতে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে রাত ২টার সময় বাড়ির অধিকাংশ লোক অসুস্থ হয়ে পড়লে এদের মধ্যে ৫জনের বমি শুরু হলে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে কাউখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কামাল হোসেনের শিশুকন্যা ফাতেমা (৫) এর মৃত্যু হয়। ওপর চারজন সোহাগের স্ত্রী শিখা বেগম (২০), কামাল হোসেনের স্ত্রী সাবিনা বেগম (২৫), হানিফ সরদারের স্ত্রী আকলিমার বেগম (৫৩) ও হানিফ সরদারের মেয়ে সুমনা আক্তার (১৩) অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাদেরকে রাতেই তাৎক্ষণিকভাবে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। নিহত শিশুর নানা হানিফ সরদার জানান, নদী থেকে ধরা পটকা মাছ রাতে খাবারের সঙ্গে খায় পরে তারা অসুস্থ বোধ করলে কাউখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নিয়ে যাই সেখানে আমার নাতি মারা যায় ও আমার স্ত্রী ও ৩ মেয়েকে অসুস্থ অবস্থায় বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ ইশতিয়াক আহমেদ জানান, শিশুটি হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মারা গেছে। বাকিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আমরা বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছি। চিড়াপাড়া পারসাতুরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লাইকুজ্জামান মিন্টু জানান, রাতে বিষাক্ত পটকা মাছ খেয়ে একই পরিবারের পাঁচজন অসুস্থ হয়ে পড়লে এর ভিতরে একটি শিশু মারা যায় অপর চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরা মূলত নিয়মিত জেলে তারপরও তারা জেনে শুনে কি কারনে পটকা মাছটি খেলো আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

মাদারগঞ্জে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রিতে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার রায়েরচর বাজারে অসুস্থ গরু বাড়িতে জবাই করে মাংস বিক্রির ঘটনায় এলাকায় তীব্র প্রতিকিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীরা জানায় মাদারগঞ্জ উপজেলা বিএনপ্পির নেতা বর্তমানে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোঃ মিজানুর রহমান রতনের সহযোগিতা ও তার ইন্দনে ভাই হানুর একটি অসুস্থ গাভী গরুর মাংস বিক্রি করায় এলাকায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে গরুটি বডবাডিয়া এলাকার বাসিন্দা আব্দুস সামাদের ছেলে এরশাদ কসাইকে দিয়ে বাড়িতে জবাই করে বাজারে এনে দুর্গন্ধযুক্ত মাংস বিক্রি শুরু করে। এতে এলাকার লোকজন প্রতিহত করতে না পেরে সাংবাদিকদের বিষয়টি জানায়। সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত মাংস বিক্রি বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেন। এ সময় মাদারগঞ্জ উপজেলার বিএনপির প্রভাবশালী নেতা মিজানুর রহমান রতন তার লোকজন পাঠিয়ে জোরপূর্বক মাংস বিক্রি করেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ রোজা রমজানের দিন অসুস্থ গরু পচা দুর্গন্ধযুক্ত মাংস খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। রমজান মাসে এমন মাংস বিক্রিতে এলাকায় বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে মাদারগঞ্জে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার রিজভী আহাম্মেদ জানান, ২০১১ সালের আইনে অসুস্থ গরু জবাই/মাংস বিক্রি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ বিষয়ে বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান রতনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন বর্তমানে আমি উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত আছি। পরে কথা বলব বলে ফোন কেটে দেন।

টাঙ্গাইলে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য ১০ টাকায় ইফতার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য নাম-মাত্র মূল্যে ১০ টাকায় ইফতার বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিশুদের জন্য ফাউন্ডেশন ও যুবদের জন্য ফাউন্ডেশন। জেলা সদর রোডের ইসলামী পাঠাগারের সামনে ৭০ টাকার ইফতার সামগ্রী মাত্র ১০ টাকায় বিক্রি করেছে সংগঠনটি। ১০ টাকার ইফতারে খেজুর, মুড়ি, ছোলা, পিয়াজু, বেগুনী, আলুর চপ, জিলাপী ও এক বোতল খাবার পানি রয়েছে। অভিনব এ উদ্যোগে খুশি খেটে খাওয়া মানুষেরা। ১০ টাকায় ইফতার পেয়ে উচ্ছসিত বস্তির মর্জিনা বেগম তিনি বলেন, গরীব হওয়ায় ভাল মন্দ ইফতার করতে পারি না। ১০ টাকায় ইফতার কিনেছি আজ। প্রতিদিন এমন আয়োজন করা উচিত। ভিক্ষুক আসলাম মিয়া বলেন, আমি শারীরিক প্রতিবন্ধী। প্রতিদিন ঠিকমত ইফতার করা হয় না। এত খাবার ১০ টাকায় কিন্যা খুব খুশি আমি। সংগঠনের সমন্বয়কারী জে আর হৃদয় জানান, রমজান জুড়েই সংগঠনের উদ্যোগে টাঙ্গাইল শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড, হাসপাতাল গেইট, বটতলা মোড়, রেজেস্ট্রি পাড়া, নিরালা, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, গোরস্থান মসজিদসহ বিভিন্ন পয়েন্টে ঘুরে ঘুরে নিম্ন আয়ের মানুষ, ভিক্ষুক, দিনমুজুরসহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মাঝে ইফতার বিতরণ করছেন স্বেচ্ছাসেবীরা। ১০ টাকায় ইফতার বিক্রির উদ্যোক্তা ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মুঈদ হাসান তড়িৎ জানান জানান, দেড় শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য ইফতার বিক্রি করছি। সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা যেন বিনা সংকোচে ১০ টাকায় ইফতার কিনতে পারেন এজন্যই আমাদের এ উদ্যোগ। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন পয়েন্টে এমন আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ' সমাজের বিত্তবানদের এমন উদ্যোগে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ছাড়াও মাদ্রাসা, এতিমখানা, দুর্গম চর এবং বস্তিতে এবার ইফতার আয়োজন করা হবে। এছাড়া ঈদের আগে দুস্থ পরিবারের মাঝে দেয়া হবে ঈদ বাজার। ইফতার বিক্রি আয়োজনে সংগঠনের সদস্য আলফি তালুকদার, তৌহিদুল সাদাত, রাব্বি খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যমুনা নদীর কিনারায় জমে থাকা পানিতে জাল ফেলে মাছ ধরছেন দুজন। দীঘলকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

লিলের সাথে জয় পেলো বরুশিয়া ডর্টমুন্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ফরাসি ক্লাব লিলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিলো জার্মান ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। ফিরতি পর্বের ম্যাচ খেলতে হবে লিলের মাঠে গিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ব্যাকফুটে থাকার কথা বরুশিয়ার। ঘরের মাঠে এগিয়ে থাকার কথা লিলেরই। ফিরতি লেগের ম্যাচের শুরুতে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিলো লিলেই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে জ্বলে ওঠে বরুশিয়া। ২ গোল করে ম্যাচটা তারা জিতে নিয়েছে ১-২ গোলের ব্যবধানে। এই জয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলো জার্মান ক্লাব বরুশিয়া। যেখানে তারা মুখোমুখি হবে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনার। টানা দ্বিতীয় মৌসুম কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে বরুশিয়া। যদিও গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলেছিলো তারা এবং হেরে গিয়েছিলো রিয়াল মাদ্রিদের কাছে। এবারও সে পথে রয়েছে।

তবে, কোয়ার্টারে কঠিন বাড়া পাড়ি দিতে হবে তাদের। কারণ, সেখানে রয়েছে বার্সেলোনা। ১৯৯৭ সালে একবারই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জিতেছিলো তারা। ঘরের মাঠে প্রায় ৪৮ হাজার দর্শকের সামনে ম্যাচের ৫ম মিনিটেই গোল করে বসেন জোনাথন ডেভিড। এগিয়ে যায় লিলে। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে তারা। পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে বরুশিয়া গোলের প্রচুর খিদা নিয়ে। যার ধারাবাহিকতায় ম্যাচের ৫৪তম মিনিটে পেনাল্টি পেয়ে যায় জার্মান ক্লাবটি। স্পট কিক নিতে আসেন এমরি কান। তার নেয়া শট জড়িয়ে যায় লিলের জালে। ১১ মিনিট বিরতি দিয়ে আবারও গোল। ৬৫তম মিনিটে বরুশিয়াকে জয় এনে দেয়া গোলটি করেন ম্যাক্সিমিলিয়ান বিয়ের। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ গোলে এগিয়ে থেকেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করলো তারা। লিলের জন্য দুঃখজনক বিদায় হলো। ইতিহাসে প্রথমবারের মত কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন ছিল তাদের। বিশেষ করে গ্রুপ পর্ব থেকে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে নাম লেখানোর পর। আবার গ্রুপ পর্বে রিয়াল মাদ্রিদ ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মতো ক্লাবকে হারিয়েছে তারা।

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে ধন্যবাদ জানালো বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বাংলাদেশ ক্রিকেটে অমূল্য অবদানের জন্য মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া মাহমুদউল্লাহ তার ১৮ বছরের দীর্ঘ ক্রিকেট ক্যারিয়ারকে সমাপ্ত করেছেন। মাহমুদউল্লাহ মোট ৪৩০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, যেখানে ১১,০৪৭ রান সংগ্রহ করেছেন এবং ১৬৬টি উইকেট নিয়েছেন। তিনি আইসিসি ইভেন্টগুলোতে বাংলাদেশের হয়ে সর্বাধিক সেঞ্চুরি (৪টি) করেছেন এবং বাংলাদেশের ওডিআইতে চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এবং টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় দলকে ছয়টি টেস্ট এবং ৪৩টি টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ মাহমুদউল্লাহর অবদানের প্রশংসা করে বলেন, 'এটি আমাদের জন্য একটি দুঃখজনক মুহূর্ত, কারণ মাহমুদউল্লাহ প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশের ক্রিকেটের শক্তিশালী স্তম্ভ ছিলেন। তার ধারাবাহিকতা এবং চাপের মুখে পারফর্ম করার দক্ষতা তাকে একটি অমূল্য সম্পদে পরিণত করেছে। তার নিবেদন এবং পারফরম্যান্স ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি মানদণ্ড তৈরি করেছে, এবং তার উত্তরাধিকার বাংলাদেশের ক্রিকেটে প্রেরণার উৎস হিসেবে থাকবে।' তিনি আরো বলেন, 'মাহমুদউল্লাহ বাংলাদেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য পারফর্মার হিসেবে পরিচিত। তিনি ব্যাট কিংবা বল হাতে, যখন যা প্রয়োজন ছিল, তখন সেরা পারফর্ম করেছেন। কঠিন পরিস্থিতিতে তার শান্ত মনোভাব এবং মাঠে নেতৃত্বের গুণ তাকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে এক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে বসিয়েছে।' মাহমুদউল্লাহর ভবিষ্যতের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে ফারুক আহমেদ আরো বলেন, 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে আমরা মাহমুদউল্লাহর অসাধারণ ক্যারিয়ার উদযাপন করছি এবং তার অমূল্য সেবা ও অবদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে টাইব্রেকারে জয় পেলো রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক : মাদ্রিদ ডার্বি কতটা ভালো হলে দর্শকের মন ভরবে? কতটা ভালো হলে এই একটি ম্যাচের রেশ ভক্তদের হৃদয়ে থেকে যাবে অনেক দিন? গত বুধবার রাতে মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে মাদ্রিদের দুই জায়ান্ট ক্লাবের মধ্যে তেমনই একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো। বিজয়ী দল নির্ধারণ করতে না পারায়, ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে অ্যাতলেতিকোকে মাদ্রিদকে ৪-২ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেলো রিয়াল মাদ্রিদ। নির্ধারিত সময়ে ১-০ গোলে জয়ী দল ছিল অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ। তবে, প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদ জয় পেয়েছিলো ২-১ গোলে। যার ফলে দুই লেগ মিলে দুই দল ২-২ গোলে সমতায় থেকে যায়। অতিরিক্ত আরও ৩০ মিনিট খেলা হলেও সেখানে কেউ গোল করতে পারেনি। শেষে টাইব্রেকারে নিস্পত্তি হলো বিজয়ী দল। যারা খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের বিপক্ষে। টাইব্রেকারে তৈরি হয়েছিল নাটকীয়তা, কিছুটা বিতর্কও। আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজের টাইব্রেকারে নেয়া শটে গোল হলেও সেটি বাতিল করে দেন রেফারি। শট নিতে গিয়ে স্লিপ কেটে পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ওই সময় বলে ডাবল টাচ করেন আলভারেজ। ভিএআর চেক করে রেফারি নিশ্চিত করলেন সেটি গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত আন্তোনিও রুডিগারের স্পট কিক অ্যাতলেতিকোর জালে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের আনন্দে মেতে ওঠে রিয়াল ফুটবলাররা। ২০১৬ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালেও দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল এবং সেবার টাইব্রেকারে অ্যাতলেতিকোকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রিয়াল মাদ্রিদ। সব মিলিয়ে সেবার টানা চারবার নকআউট পর্বে রিয়ালের কাছে হেরেছিল অ্যাতলেতিকো। যার শুরুটা হয়েছিলো ২০১৪ সালে। অ্যাতলেতিকোর মাঠ মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর প্রথম মিনিটেই গোল করে বসেন স্বাগতিক দলের কনর গ্যালাঘার। বাকি সময়ে রিয়ালকে চাপে রেখেছিল স্বাগতিক অ্যাতলেতিকো। রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া অন্তত চারবার দলের পতন আটকান। খেলার বিপরীতে গিয়ে ৭০ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিলিয়ান এমবাপেকে। তবে পেনাল্টি শুট করতে যান ভিনিসিয়ুস জুনির। কিন্তু তার নেওয়া শটটি বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। ওই টাইব্রেকারে গোল হলে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের খেলা কিংবা টাইব্রেকারের প্রয়োজনই হতো না। টাইব্রেকারে রিয়ালের হয়ে গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে, জুদ বেলিংহ্যাম, ফেদেরিকো ভালভার্দে এবং আন্তোনিও রুডিগার। লুকাস ভাজকুয়েজের শট আটকে দেন অ্যাতলেতিকো গোলরক্ষক ইয়ান ও'ব্লাক। তবে আলভারেজের শট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শট নেওয়ার সময় পিছলে গিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার। তাঁর বাঁ পা আগে বলের সঙ্গে লাগে। মাটিতে পড়তে পড়তেই ডান পায়ের শটে গোল করেন। যা থিবো কুর্তোয়া প্রথম রেফারিকে জানান। ম্যাচের পর কুর্তোয়া বলেন, 'আমি বুঝেছিলাম বলে দু'বার পা লেগেছে। ভাগ্য খারাপ থাকার জন্যই ছিটকে গেল আতলেতিকো।' রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলত্তি এবং অ্যাতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে, দু'জনেই দাবি করেছেন বলে দু'বার পা লাগার ঘটনা দেখেননি। তবে সিমিওনে বলেছেন, 'কিছু দেখতে পেয়েছে বলেই ভার গোল বাতিল করেছে।'

সমতায় শেষ হলো আর্সেনাল ও পিএসভির ম্যাচ

স্পোর্টস ডেস্ক : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম পর্বের ম্যাচে ডাচ ক্লাব পিএসভি আইন্দোভেনের মাঠে গিয়ে খেলেছিল আর্সেনাল। ওই ম্যাচে স্বাগতিকদের গোলবন্যায় ভাসিয়েছিলো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জায়ান্টরা। শেষ পর্যন্ত ৭-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে জিতে বাড়ি ফিরে এসেছে তারা।

৭-১ গোলে জয়, চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়- চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত আর্সেনালের। ফিরতি লেগের ম্যাচ হবে শুধু নিয়মরক্ষার। পিএসভি কর্তৃপক্ষও বিষয়টা বুঝতে পেরে তাদের দর্শকদের, যারা লন্ডনে এসে আর্সেনাল ও পিএসভির ফিরতি পর্বের ম্যাচ দেখবে, তাদেরকে টিকিটে কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। তবে গত বুধবার রাতে এমিরেটস স্টেডিয়ামে দর্শকদের হতাশ হতে হয়নি। কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারবে না জেনে বেশ ভালো খেলা উপহার দিয়েছে পিএসভি ও আর্সেনাল। ম্যাচ শেষ হয়ে ছে ২-২ গোলের সমতায়। শেষ পর্যন্ত দুই লেগ মিলে ৯-৩ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো গানাররা। যেখানে তারা মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদের। আর্সেনালের হয়ে ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই গোল করেন ওলেকজান্ডার জিঙ্কসেঙ্কো। ১৮তম মিনিটে পিএসভিকে সমতায় ফেরান ইভান পেরিসিক। ৩৭ মিনিটে আবারও আর্সেনালকে লিড এনে দেন ডেকলান রাইস। ৭০তম মিনিটে পিএসভিকে আবারও সমতায় ফেরান চুহাইব দ্রিউখ।

অলরাউন্ডার নয় এবার ব্যাটার হিসেবে খেলবেন মার্শ

স্পোর্টস ডেস্ক : পিঠের চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি মিস করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। এবার চোট কাটিয়ে আইপিএল দিয়ে খেলায় ফিরছেন তিনি। তবে অলরাউন্ডার হিসেবে নয়, আইপিএলে দেখা যাবে শুধুই 'ব্যাটার' মিচেল মার্শকে। সর্বশেষ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সফর থেকে ছিটকে যান মার্শ। চোটের কারণে লঙ্কা সফরের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও খেলা হয়নি অজিদের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের। চোটের কারণে ঘরোয়া ক্রিকেটের মৌসুমও শেষ হয়ে যায় মিচেল মার্শের। পরে জানা গিয়েছিল, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিস্কজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন মার্শ। ফেব্রুয়ারিতে একজন পিঠের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরনাপন্ন হন মার্শ। পরে বিশ্রাম নিয়ে সমস্যা সমাধানের দিকে এগিয়েছেন মার্শ। সম্প্রতি ব্যাটিংয়ে ফিরেছেন তিনি এবং আসন্ন আইপিএলে একজন ব্যাটার হিসেবে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন। আসন্ন মৌসুমে নতুন দল লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের হয়ে খেলবেন মিচেল মার্শ। শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলায় তাকে চাইলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলাতে পারবে লক্ষ্ণৌ। ব্যাটিং ইনিংসে নেমে শুধু ব্যাটিং করবেন, বোলিংয়ের সময় তার বদলি হিসেবে নামানো যেতে পারে কোনো বোলারকে। আইপিএলে গত আসরে পুরো মৌসুম খেলতে পারেননি মিচেল মার্শ। দিল্লী ক্যাপিটালসের হয়ে শুরুর অংশে খেলে চোটে পড়ে দেশে ফিরে যান তিনি। মেগা নিলামে ৩ কোটি ৪০ লাখ রুপিতে তাকে দলে টেনেছে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টস। ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, আগামী ১৮ মার্চ লক্ষ্ণৌর সাথে যোগ দিবেন মার্শ। সেখানে প্রধান কোচ হিসেবে জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে পাচ্ছেন মার্শ, যার সাথে আগেও কাজ করেছেন অজি অলরাউন্ডার। অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এবং পার্থ স্কর্চার্সে কোচ হিসেবে ল্যাঙ্গারকে পেয়েছিলেন মিচেল মার্শ। গত ৭ জানুয়ারি বিগ ব্যাশে পার্থের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন মিচেল মার্শ। আগামী ২৪ মার্চ মার্শের সাবেক দল দিল্লী ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আইপিএলের নতুন মৌসুম শুরু করবে মার্শের বর্তমান দল লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টস।

ধর্ম

সন্তান না থাকা কি অভিশাপ?

ধর্ম ডেস্ক : পরিবারে নতুন অতিথি আসার সংবাদ শুনলেই আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ ছেলে সন্তানই কামনা করে। এমনকি গর্ভের সন্তান মেয়ে জানলে অনেকেই গর্ভপাতের সিদ্ধান্তও নেন। কারণ, তারা মনে করেন, ছেলেরা বংশরক্ষা করবে, তারা আয় করে, বেশি শক্তিশালী। ছেলে না থাকলে সেই বংশের প্রদীপ নিভে যাবে। কোনো দম্পতির ছেলে না থাকলে তাদের অলক্ষ্মীও মনে করার মতো কুসংস্কার আছে। আবার আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে গর্ভের সন্তানের লিঙ্গ পরিচয় মেয়ে জানলে গর্ভবতী মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপরও প্রভাব পড়ে। অথচ গর্ভবতী মা যদি হতাশায় ভোগেন, তাহলে বাচ্চার মস্তিষ্কের গঠন বা বিকাশ ঠিক ভাবে হয় না। সে কারণে বিশ্বের অনেক দেশে গর্ভে থাকা সন্তানের লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে আল্ট্রাসনোগ্রাফির সময় গর্ভবতী ও তার পরিবারের লোকদের ভ্রুণের লিঙ্গ পরিচয় জানিয়ে দেওয়া হয়। কারো ছেলে না থাকলে তাকে অপয়া ভাবা জাহেলি যুগে প্রচলিত ছিল। পবিত্র কোরআনে এই কুসংস্কারের সমালোচনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে জাঁতি থেকে আত্মগোপন করে। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখো, তারা যা ফায়সালা করে, তা কতই না মন্দ!' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৫৮-৫৯) শুধু তা-ই নয়, সে যুগে কারো পুত্রসন্তান বা সন্তান না থাকলে অথবা হয়ে মারা গেলে তাকে 'আবতার' বলে তিরস্কার করত। কারণ তার অবর্তমানে তার নাম নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না এবং মারা যাওয়ার পর তার নাম-নিশানা মুছে যাবে। আরবের লোকেরা

'আবতার' বলত ওই ব্যক্তিকে, যার শিকড় কাটা গেছে। সে কোনো প্রতিষ্ঠা ও শক্তিমত্তা লাভ করতে পারে না। অথবা তার পরিণাম ভালো নয়। যে ব্যক্তির কোনো উপকার ও কল্যাণের আশা নেই এবং যার সাফল্যের সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে তাকেও 'আবতার' বলা হতো। সুতরাং কারো পুত্রসন্তান বা সন্তানাদি না থাকলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সমাজের যেসব লোক এগুলো নিয়ে বাজে মন্তব্য করে, তাদের মন্তব্য আমলে নেওয়ার মতো নয়। মক্কার মানুষদের অনেকেই নবী করীম (সা.)-কেও 'আবতার' বলেছে। তার জবাবে মহান আল্লাহ এই সুরা নাজিল করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন যে যারা তার প্রিয় রাসুল (সা.)-কে 'আবতার' বলেছে তারা নিজেরাই 'আবতার'। এবং সত্যি সত্যি সময়ের পরিবর্তনে তার সব অহংকার, দাম্ভিকতা মহান আল্লাহ দুনিয়া থেকে মুছে দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তাঁর ওপর অচৈতন্য ভাব চেপে বসল। অতঃপর তিনি মুচকি হেসে মাথা তুললেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার হাসির কারণ কী? তিনি বললেন, এইমাত্র আমার ওপর একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি পাঠ করলেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।' নিশ্চয়ই আমি তোমাকে 'কাওসার' দান করেছি। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় করো এবং কোরবানি দাও। তোমার কুৎসা রটনাকারীরাই মূলত (আবতার) শিকড় কাটা, নির্মূল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো 'কাওসার' কী? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা ঝরনা। আমার মহান প্রতিপালক আমাকে তা দেওয়ার জন্য ওয়াদা করেছেন। এর মধ্যে অশেষ কল্যাণ রয়েছে, আমার উম্মতের লোকেরা কিয়ামতের দিন এ হাউসের পানি পান করতে আসবে। এ হাউসে রয়েছে তারকার মতো অসংখ্য পানপাত্র (গ্লাস)।

রাসুল (সা.) যা বলেছেন স্বপ্নের কথা বলা নিয়ে

ধর্ম ডেস্ক : মানুষের স্বভাব হলো, তারা কোনো স্বপ্ন দেখলে প্রিয়জনের কাছে তা বলে বেড়ায়। আবার অনেকে অন্যান্যের খুশি করার জন্য বানিয়ে বানিয়ে স্বপ্ন বর্ণনা করে। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, কোনো ব্যক্তি নিজেকে তার পিতা ছাড়া অন্যের সন্তান বলে দাবি করা। যে স্বপ্ন সে দেখেনি তা বর্ণনা করা। আর রাসুলুল্লাহ (সা.) যা বলেননি, তা তাঁর সম্পর্কে বলে বেড়ানো।' (বুখারি, হাদিস : ৩৫০৯)। তাই সবার কাছে স্বপ্নের কথা বলে দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে, তাহলে তিনটি কাজ করবে– এক. আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলবে। দুই. এটা অন্যকে সুসংবাদ হিসেবে জানাবে। তিন. স্বপ্ন এমন ব্যক্তিকে বলবে, যে তাকে ভালোবাসে। আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার ভালো লাগে, তাহলে সে বুঝে নেবে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।

সে এ স্বপ্নের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করবে আর অন্যকে এ ব্যাপারে জানাবে। আর যদি এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না, তাহলে বুঝে নেবে, এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। তখন সে এ স্বপ্নের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাঁদিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করবে। আর কাউকে এ স্বপ্নের কথা বলবে না। মনে রাখবে, এ স্বপ্ন তার ক্ষতি করতে পারবে না।' (বুখারি, হাদিস : ৬৫৮৩) যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তাহলে ভয়ের কিছু নেই।

ইসলাম শিক্ষকদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে

ধর্ম ডেস্ক : সমাজের সম্মানিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষকরা অন্যতম। কেননা শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড দণ্ডায়মান রাখার কাজটি শিক্ষকরাই করে থাকেন। তাঁরা আমাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেন। আমাদের জীবন আলোকিত করেন। তাঁদের একেক ফোঁটা ঘাম আমাদের চলার পথের আলোকবর্তিকার জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। তাঁরা নিজেকে জ্বালিয়ে বিশ্বকে আলোকিত করেন। ইসলাম তাঁদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা জ্ঞান অর্জন করো এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য আদব-শিষ্টাচার শেখো। এবং তাঁকে সম্মান করো, যাঁর থেকে তোমরা জ্ঞান অর্জন করো।' (আল-মুজামুল আউসাত, হাদিস : ৬১৮৪)। শিক্ষকতার পেশা সম্মানিত হওয়ার আরেকটি কারণ রাসুল (সা.) নিজেই ছিলেন একজন শিক্ষক।

তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২৯)। আবার সমাজ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিলে, তা নিশ্চয়ই সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে। বিস্কুট বানানোর ছাঁচে ত্রুটি থাকলে যেমন তা দিয়ে তৈরি করা বিস্কুটগুলো ত্রুটিযুক্ত হবে। তেমন কোনো শিক্ষক নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে ফেললে তার প্রভাব তার ছাত্রদের মধ্যে পড়বে। তাদের মধ্যেও অনৈতিকতার চর্চা হবে স্বাভাবিক বিষয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) যেভাবে দাঁড়ানো অপছন্দ করতেন

ধর্ম ডেস্ক : কাব বিন মালিক (রা.) নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার পর আল্লাহ যখন তাঁকে ক্ষমা করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজের সময় আমাদের ক্ষমা লাভের ঘোষণা দেন। তখন দলে দলে মানুষ আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তওবার জন্য অভিনন্দন জানায়। তারা বলে, 'আল্লাহর ক্ষমা লাভের জন্য তোমাদের অভিনন্দন।' অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। রাসুল (সা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে মানুষ ছিল। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) আনন্দের সঙ্গে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার সঙ্গে মুসাফা করলেন এবং অভিনন্দন জানালেন। এ ছাড়া মুহাজির বা অন্য কেউ এগিয়ে এলো না। বিষয়টি তালহা পছন্দ করল না। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৪১৮) আলোচ্য হাদিস দ্বারা নবী যুগের মুসলিম সমাজের দুটি অভ্যাস সম্পর্কে জানা যায়। এক. কেউ ভালো কাজ করলে বা দ্বিনি বিষয়ে সাফল্য লাভ করলে তাকে অভিনন্দন জানানো। দুই. কোনো ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়ার সাধারণ রীতি ছিল না। আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) লাঠির ওপর ভর করে আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ো না, যেমন অনারবরা পরস্পরের প্রতি দাঁড়ায়।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৫২৩০) আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহ.) বলেন, 'এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, অনারব রাজা-বাদশার দরবারে সাধারণ মানুষ যেভাবে মাথানত করে

দাঁড়িয়ে থাকে।' (বাজলুল মাজহুদ ফি শরহি আবি দাউদ : ২০/১৬৯) অর্থাৎ কোনো মানুষের প্রতি এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না যার সঙ্গে ইবাদতের সাদৃশ্য তৈরি, যাতে মানুষের সাধারণ সম্মান ক্ষুণ্ন হয় এবং ব্যক্তির জন্য অহংকার ও অহমিকা তৈরি হয়। কার আগমনে দাঁড়াব, কার আগমনে দাঁড়াব না- আবুল ওয়ালিদ বিন রুশদ কারো জন্য দাঁড়ানোর চারটি প্রকার নিরূপণ করেছেন।

মানুষের জন্য আল্লাহর উপদেশ এবং সতর্কবাণী

ধর্ম ডেস্ক : পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন, আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়ার ব্যাপারে। সুরা মুমিনুন এর ৫৭ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, (তারাই কল্যাণের পথে অগ্রগামী) যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত। এছাড়া একই সুরার ৬২ নম্বর আয়াতে বলা আছে, আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার কাছে আছে এক কিতাব যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের ওপর জুলুম করা হবে না। কোরআনের বাণী উপেক্ষা না করার বিষয়েও উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, আমার আয়াত তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হতো, কিন্তু তোমরা পেছন থেকে সরে পড়তে; দম্ভভরে এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে। (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ৬৭) আরো ইরশাদ হয়েছে, নাকি তারা (বিপথগামীরা) তাদের রাসুলকে চেনে না বলে তাঁকে অস্বীকার করে?

রাসুল (সা.) এর যুগের কারাগার

ধর্ম ডেস্ক : ইসলাম-পূর্ব জাহেলি যুগেও আরব সমাজেও কারাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাই হিরার শাসকরা মুনাজিরাদের সময় ইরাকে বেশ কয়েকটি কারাগার তৈরি করে। ইসলাম আগমনের পর কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে অপরাধের শাস্তির বিধান করা হয়। অনেক অপরাধের শাস্তির কথা শরিয়তে বর্ণিত নয়। কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত নয় এমন শাস্তিকে 'তাজির' বলা হয়। অপরাধের মাত্রা বুঝে বিচারকরা তাজির নির্ধারণ করেন। ইসলামি শাস্তির বিধান মতে, কারাগার কাউকে লাঞ্ছিত বা অপদস্থ করার জন্য নয়; বরং তা ব্যক্তির নিজস্ব কার্যকলাপে বাধা দেওয়ার একটি মাধ্যম। এটি মসজিদ কিংবা ঘরের মধ্যে রেখেও করা যায়। (ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতওয়া) রাসুল (সা.)-এর যুগে অপরাধীদের জন্য প্রচলিত অর্থে নির্দিষ্ট কোনো কারাগার ছিল না; বরং প্রয়োজনের মুহূর্তে একটি স্থানে বন্দিদের রাখা হতো। আল্লামা আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাজম (রহ.) বর্ণনা করেন, 'রাসুল (সা.)-এর কখনো কোনো কারাগার না থাকার বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।' (আল মাহাল্লি : ৩৮৩/৯) রাসুল (সা.)-এর যুগে সাধারণত অপরাধী ও যুদ্ধবন্দিদের মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো। যেমন–সুমামা বিন উসাল (রা.)-কে তিন দিন মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সাহাবিদের প্রাত্যহিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি। মসজিদে বন্দি করার কারণে মুসলিমদের সঙ্গে সরাসরি মেলামেশার সুযোগ হয় অনেকের। ফলে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৩৪৯) ওমর (রা.)-এর যুগে ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ায় অপরাধী দমনে কারাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন মক্কায় অবস্থিত সফওয়ান বিন উমাইয়ার ঘর চার হাজার দিরহামে কিনে তা কারাগার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।